তুলসী-লীলা গীতাভিনয়

[সাঁতরা এণ্ড কোং যাত্রা-সম্প্রদায়ে অভিনীত]

অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

কলিকাতা

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২৫

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

নাট্যোল্লিখিত পুরুষগণ।

রাজা ধর্ম্মধ্বজ	...	...	তুলসীর পিতা।
মন্ত্রী	...	...	ধর্ম্মধ্বজের মন্ত্রী।
নারদ	...	...	দেবর্ষি।
শঙ্খচূড়	...	...	দৈত্যেশ্বর।
ব্রহ্মা	...	...	সৃষ্টিকর্ত্তা।
বয়স্য	...	...	শঙ্খচূড়ের পারিষদ।
সেনাপতি	...	...	শঙ্খচূড়ের সেনাপতি
সহকারী সেনাপতি			
কার্ত্তিক	...	...	দেবসেনাপতি।
কৃষ্ণ	...	...	গোলোকপতি।
ইন্দ্র	...	...	দেবরাজ।
শিব, অগ্নি, যম, পবন, শনি		...	দেবগণ।
বিশ্বকর্ম্মা	...	...	দেব-শিল্পী।
বিষ্ণু	...	...	ক্ষীরোদশায়ী।
নন্দী	...	...	শিব-কিঙ্কর।
পুষ্পদন্ত	...	...	শিবদূত জনৈক গন্ধর্ব
সুচন্দ্র	...	...	শঙ্খচূড়ের পুত্র।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ	...	...	ব্রাহ্মণরূপী ছদ্ম কৃষ্ণ

নাট্যোল্লিখিত স্ত্রীগণ।

রাজ্ঞী মাধবী	...	...	তুলসীর মাতা।
তুলসী	...	...	ধর্ম্মধ্বজরাজ-কন্যা।
দুর্গা	...	...	ভগবতী।
জয়া, বিজয়া	...	...	ভগবতীর সঙ্গিনীদ্বয়।
রাধিকা	...	...	গোলোকেশ্বরী।

বিমলা, কমলা, সুরবালা প্রভৃতি পুরবাসিনীগণ, কীর্ত্তিমতী, সত্যমতী প্রভৃতি মুনিবালিকাগণ, ক্ষীরোদলক্ষ্মী, যমদূতদ্বয়, বিষ্ণুদূতদ্বয়, দেবদূত, দৈত্যদূত প্রভৃতি।

প্রস্তাবনা।

ধন্য ধন্য সতীর পবিত্র সতীত্বধন।
সতী-মাহাত্ম্যে সিদ্ধ অসাধ্য সাধন॥
অমোঘ সতী-ভারতী,
সাক্ষী দক্ষ-প্রজাপতি,
সতীত্বে সাবিত্রী সতী,
মৃত পতির দেন জীবন।
সতীর মান রাখিলেন হরি,
তুলসীরে শিরে ধরি,
শুন অপূর্ব্ব মাধুরী,
সেই তুলসী-লীলা কীর্ত্তন॥
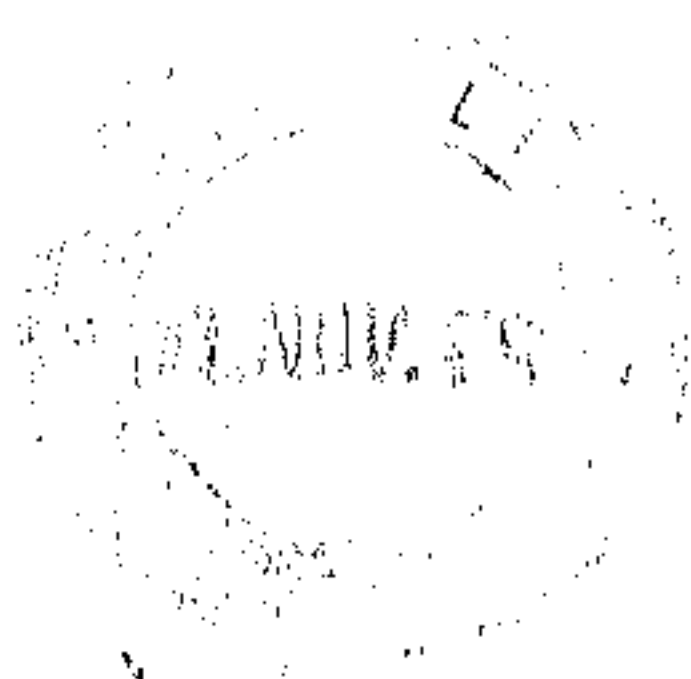
তুলসীলীলা গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[ধর্ম্মধ্বজপুর—রাজপথ]

বিমলা। আজ রাজবাড়ীতে বড় ধুম-ধাম, নাচ-গান, বাদ্য-ভাণ্ড, দান-ধ্যান কত হ'চ্চে, যেন্ন আনন্দের হাট ব'সেচে; অন্ধ, খঞ্জ, দীন-দুঃখী কত আসচে, কত যাচ্চে, কত আশীর্ব্বাদ ক'রচে; রাজা-রাণী, দাস-দাসী, পুরবাসী, আজ যেন উল্লাসের সাগরে ভাসচে।

কমলা। আহা, তা ত হবেই; রাজা-রাণী যেমন হ'ল না হ'ল না ক'রে হতাশ হ'য়েছিল, তেমনি আঁধার ঘর আলোকরা বুকভরা চাঁদ কোলে পেয়েচে; আহা! মেয়ে ত নয়, যেন নিখুঁৎ রূপের ছবিখানি।

সুরবালা। হ'ল হ'ল, যদি একটা বেটাছেলে হ'ত, তা' হ'লে যাগ-যজ্ঞি,

দান-ধ্যান করা সার্থক হ'ত; মেয়েছেলে আবার ছেলে, তার আবার কথা।

বিমলা। কেন লো, মেয়ে কি ফেল্‌না? না, খেলানাব পুতুল? তোরা কি মায়ের মেয়ে ন'স্?

স্বরবালা। খেলানাব পুতুল নয়ই বা কেন? যাদের আপন খুসিতে এক পা বাড়াবার যো নাই, উঠ্‌তে ব'ল্‌লে উঠ্‌চে, ব'স্‌তে ব'ল্‌লে ব'স্‌চে, পিঁজরের পাখীর মত যেখানে রাখ্‌চে, সেইখানেই থাক্‌তে হ'চ্চে, বেদের বানরের মত উঠাচ্চে, বসাচ্চে, নাচাচ্চে; এর চেয়ে আর খেলার পুতুল কাকে বলে দিদি? আর আমি শুধু সেজন্য ব'ল্‌চি না; রাজারাণী এত দান-ধ্যান, তপ-জপ, ক'র্‌লে, তার ফলে একটী ব্যাটাছেলে হওয়াই উচিত ছিল, তবে অসময়ের ফল যা হ'য়েচে তাই ভাল।

দুইজন গ্রহাচার্য্য ও একটী বালকের প্রবেশ।

১ম আঃ। ওহে ও জ্যোতির্ব্বিদ্! কিমর্থে বিলম্বং কৃত্বা?

২য় আঃ। অশক্তং পদচালনে।

১ম আঃ। অশক্তং কেন হেতুনাং?

২য় আঃ। প্রখরং জঠরানলং দহতি চ নাড়িং ভুঁড়িং।

১ম আঃ। ক্ষণতিষ্ঠং ক্ষুধানলং ভবতি শান্তমচিরাৎ।

বালক। উঁং বাবাং আমারং খিদেং লেগেং চেং।

১ম আঃ। আরে মর্, এ ব্যাটাও যে সংস্কৃত বলে! তুই আবার ও সব শিখ্‌লি কোথায়?

বালক। ঐ যে তোরা সকল কথাতেই অনুস্বার মার্‌চিস্। রাজবাড়ীতে সোজা কথা ব'ল্‌লে বুঝি বিদেয় পাব?—

১ম আঃ। ওঃ! ব্যাটার বাবা বড় পণ্ডিত, তাই ও সংস্কৃত ব'লে বিদায় নেবে; না, তোকে সংস্কৃত ব'লতে হবে না।

বালক। নাং আমিং ব'লবং ওং ভাবিতং ছোটং আমাবং খুসিং।

১ম আঃ। তবে মারেঙ্গা খুসিং।

২য় আঃ। কেন, ও কিসে দূষিং?

১ম আঃ। সব যে অশুদ্ধ খুসিং।

বালক। দেখ বাবা, আমাকে মার্‌তে আস্‌চে, আমি কিন্তু কামড়াবং।

১ম আঃ। আরে না না, কাম্‌ড়াস্‌নে; সব্ বেটার আদৎ রাহুর দশায় জন্ম, দেখি তোর কর-কুষ্ঠি।

বালক। রাহু তোর সাতগুষ্টি, আমি হাত দেখাব নাং।

২য় আঃ। আঃ! পথের মধ্যে বিবাদ কেন? শাস্ত্রে ব'লেচে,—আসনং চালনং দৃষ্টে পথে নারী বিবর্জ্জিতাঃ। জাগরণে ভয়ং নাস্তি নাস্তি বারি চলাচলং।

১ম আঃ। আহা, দাদা আমার বিদ্যের সাগর, আমার যেমন পেটে ধরে না, দাদারও আমার ততোধিক।

বিমলা। ঠাকুর, আপনারা কি দৈবজ্ঞ?

১ম আঃ। দৈবজ্ঞ, দুর্দ্দৈবজ্ঞ, অপদৈবজ্ঞ, একরকম সর্ব্বজ্ঞ ব'ল্‌লেই হয়; কেন, তোমার কি কিছু গণনা কর্‌তে হবে?

বিমলা। যদি দয়া ক'রে—

১ম আঃ। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখি তোমার কর-কুষ্ঠিটে দেখি। (হস্তধারণপূর্ব্বক) পাঁচ পোয়া চালের একটা পূর্ণপাত্র, আর সওয়া পাঁচ আনার পয়সা চাই মা, গ্রহচালনা করা নিতান্ত সহজ নয়।

বিমলা। ভাল, তাই হবে।

১ম আঃ। ভাল ভাল, 'কনিষ্ঠা তর্জ্জনী রেখা শতং জীবতী মানবাঃ'

তোমার আয়ুরেখাটা ত বেশ প্রবল দেখ্‌ছি। মরণকাল পর্য্যন্ত বেঁচে থাক্‌বি মা!

কমলা। ঠাকুর! আমার হাতটা একবার দেখুন দেখি।

১ম আঃ। তোমার লক্ষণগুলি খুব ভাল দেখ্‌ছি, অচিরাৎ পুত্রবতী হবে।

সুরবালা। কেন ঠাকুর, পেটটা উঁচু দেখে ওকথা ব'ল্‌চ না কি? ও যে বিধবা!

১ম আঃ। তুই ছুঁড়ি কে রে? বিধবা—বিধবা হ'লে বুঝি ভেসে যায়। তুই বিধবা, না, সধবা?

সুরবালা। মর্‌ মিন্‌ষে, আমি বিধবা হ'তে গেলেম কেন?

১ম আঃ। বিধবা হ'তে গেলেম কেন, বিধবা হওয়া না হওয়া ওঁর হাত ধরা কি না।

২য় আঃ। পরাশরের মতে হাতধরা বই কি। "অক্ষত বা ক্ষতাশ্চৈব পুনর্ভূ সংস্কৃতে পুনঃ" একটা ম'ল, আর একটা ধ'র্‌লে।

১ম আঃ। পরাশরের মতে বিধবা হওয়া না হওয়া হাতধরা হ'ল, আর ছেলে হওয়া না হওয়া বুঝি হাতধরা নয়? যাও গো যাও, ঠিক তোমার ছেলে হবে।

সুরবালা। যদি না হয়?

১ম আঃ। আরে এ ছুঁড়ি ত ভারি জ্বালাতে আরম্ভ ক'র্‌লে; যদি ছেলে না হয়, আমি তার দায়ী।

সুরবালা। ভাল, কি ছেলে হবে বল দেখি?

১ম আঃ। আচ্ছা বলি,—একটা ফলের নাম কর দেখি।

সুরবালা। কচু।

১ম আঃ। আঃ কচু—তুমি পুড়িয়ে খাও, কি ফলের নামই ক'র্‌লেন আর কি; কচু—কচু বুঝি ফল, ও যে মূল।

সুরবালা। তবে উচ্ছে।

১ম আঃ। উচ্ছে—আমড়া, কুমড়ো, কলা, জাম, এমন সুগোল নিটোল ফল থাক্‌তে ব'ল্লেন কি না উচ্ছে ; ওর যে গা-ময় কাঁটা।

সুরবালা। কাঁটা হ'ল, তায় কি দোষ ঠাকুর ?

১ম আঃ। দোষ কি ঠাকুর—অত কাঁটাওয়ালা ফল বুঝি বানান করা যায় ? তুই উচ্ছে বানান ক'রে দে দেখি ?

সুরবালা। আমি বুঝি লেখাপড়া জানি, তাই বানান ক'রে দেব ?

১ম আঃ। কেন, বাঁধ্‌বার সময় ত বেশ বনিয়ে নিতে পার ; আর এখন বানায়ে দিতে পার্‌বে না কেন ? না পারিস্ একটা সোজা ফলের নাম কর।

সুরবালা। আচ্ছা, কুষ্মাণ্ড।

১ম আঃ। তোর সাত গুষ্টি কুষ্মাণ্ড—যা আমি তোর গুণ্‌ব না।

সুরবালা। না ঠাকুর! এই বলি, এই—

১ম আঃ। আহা, ভেবে আর ফল পেলেন না। বল্ "কলা"।

সুরবালা। ঐটেই বুঝি তুমি বেশী ভালবাস ?

১ম আঃ। পাজী বেটী, আমি কলা ভালবাসি ? তবে কি আমি বানর ?

সুরবালা। না ঠাকুর! রাগ ক'র না, এইবার ভাল ফলের নাম করি।

১ম আঃ। বল "কলা"।

সুরবালা। কলা।

১ম আঃ। ঠিক, আমি তোকে কেমন মনে ক'রে দিয়েছি বল দেখি ; ভাল ক—লা—দুই, নাম বি—ম—লা—তিন, হ'লো গিয়ে পাঁচ। গণনার বচন হ'চ্চে—যে যে মাসের যে যে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী, এ কথা যদি মিথ্যা হয়, সে ছেলে তার বাপের নয়।

২য় আঃ। আর যে দু-চরণ থাক্‌লো হে! এ কথা যদি মিথ্যা হয়, সে ছেলে তার বাপের নয়; খোনা ব'লে এরেও ঠেলি, যদি না দেখি সম্মুখে তেলি।

১ম আঃ। অথবা এ বচন অনুসারেও গণনা করা যেতে পারে। বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ, পেটের ছেলে টেনে আন।

সুরবালা। পেটের ছেলে টেনে আন, কি ঠাকুর?

১ম আঃ। বুঝ্‌তে পার্‌লি না, বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ—কি না পঞ্চবাণ অর্থাৎ পাঁচটা আঙ্গুল, তা হ'লেই হ'ল কি না পাঁচটা আঙ্গুলের উপর পাঁচটা আঙ্গুল রেখে, দু হাতে ক'সে মুটিয়ে ধ'রে।

সুরবালা। তার পর।

২য় আঃ। তারপর পেটের ছেলে টেনে আন অর্থাৎ পেটের ছেলে টেনে এনে ব'লে দে—সেটা মেয়ে কি বেটা। বাবা, গুণে বলা দূরে থাক্‌, চোকে দেখিয়ে দেব। যদি এই পেতে খুলে খড়ি পেতে বসি, তা হ'লে ছেলে ত ছেলে, ছেলের বাবা পর্য্যন্ত মেয়ে কি ব্যাটা, তা ব'লে দিতে পারি।

গীত।

হাত গুণে ব'ল্‌তে পারি সব পুঁথির উল্টে পাত।
কেবা কবে আস্‌বে ভবে, ক'র্ব্বে কবে কুপোকাৎ॥
দেখে তোদের আঁটাআঁটি,
গণে ব'লে দিলাম খাঁটি,
হয় ত বেটা নয় ত বেটী,
নয় ত হবে গর্ভপাত॥

২য় আঃ। চল হে, ওদের কুষ্ঠি গণনা ক'র্‌তে হ'লে, ওদিকে গুষ্ঠিশুদ্ধ উপোস ক'রে ম'র্‌বে।

১ম আঃ। মিথ্যা নয়, জঠরানল ত জ্বলে উঠেছেই; ওদের হাত ধ'রে ব'সে থাক্‌লে, হয় ত আবার আর একটা অনল এসে জুট্‌বে, চল। বলি বাছা, তোরা সিধে ত খুব দিলি, এখন সিধে পথটা দেখিয়ে দে দেখি।

২য় আঃ। চল হে, ঐ ত সম্মুখেই রাজবাড়ী, এখন সোজা কথা ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত ধর।

১ম আঃ। আচ্ছাং আচ্ছাং আচ্ছাং।

[প্রস্থান।

জনৈক জ্ঞানী জ্যোতির্ব্বিদের প্রবেশ।

জ্যোতি। মা! তোমরা এই পথে কয়েকটা গ্রহবিপ্রকে যেতে দেখেচ কি?

সুরবালা। আজ্ঞে হাঁ, তারা কি আপনার সঙ্গী?

জ্যোতি। হাঁ, উপস্থিত তাই বটে। রাজবাড়ী কি এই পথে যান মা?

সুরবালা। আজ্ঞে হাঁ, ঐ ত কত লোক যাতায়াত ক'র্‌চে, রাজবাড়ী নিকটেই।

[জ্যোতির্ব্বিদের প্রস্থান।

বিমলা। সুরবালা, চল ভাই সকাল ক'রে জল নিয়ে যাই,—রাজকুমারীর ফলাফল গণনা কিরূপ হয় শুনি গে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[রাজসভা]

রাজা ধর্ম্মধ্বজ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। মন্ত্রি! আমার নবকুমারীর জন্মোৎসবে দীন-দুঃখী, মহৎ-ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, যাচক-অযাচক সকলকে আশাতীতরূপে দান কর।

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তৎপক্ষে কোন অংশেই ত্রুটী হয় নাই। সকলেই আশাতীত ধনরত্ন প্রাপ্ত হ'য়ে, রাজকুমারীর দীর্ঘজীবন কামনাপূর্ব্বক গৃহে গমন ক'রচে।

গ্রহবিপ্রগণের প্রবেশ ও হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ।

১ম আঃ। জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন। তস্মিন্ স্মরণ-মাত্রেণ বিশল্যাগর্ভিণী ভবেৎ।

২য় আঃ। সারমান বরায়োহো হাঃ হাঃ হাঃ, তার পর কি বিষ্ণু—মনেও হ'ল না, একটা বানিয়ে বলা যাক্, (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) হুঁ, মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করি, রাঙ্গা পাব।

বালক। পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। কা—

রাজা। থাক্, আর আপনাদের কবিতা ব'ল্‌তে হবে না, আশীর্ব্বাদই যথেষ্ট, কবিত্ব-প্রকাশের প্রয়োজন নাই। (স্বগতঃ) আহা, সবগুলিই বিদ্যার সাগর! (প্রকাশ্যে) মহাশয়, আপনারা কি সকলেই গ্রহাচার্য্য? কোথা হ'তে আস্‌চেন?

বালক। আমি বাবার সঙ্গেং আসচিং।

জ্যোতির্ব্বিদের প্রবেশ।

জ্যোতি। জয়স্তু রাজরাজেন্দ্র ধর্ম্মধ্বজ মহীপতে।

আঃ সকলে। পতেং পতেং পতেং।

রাজা। (স্বগতঃ) এ সকল বিদায় নেবার সংস্কৃত। যাক্, এক্ষণে ও সকল বাদ দিয়ে, যাকে আহ্বান করা হ'য়েচে, তারই সঙ্গে বাক্যালাপ কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! যেজন্য আপনাকে আহ্বান করা হ'য়েচে, শ্রবণ করুন। বিগত কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় শুক্রবারে শুভলগ্নে আপনাদের আশীর্ব্বাদের ফলস্বরূপ একটী কন্যারত্ন প্রাপ্ত হ'য়েচি, তারই, শুভাশুভ গণনার জন্য আপনাকে আহ্বান—

জ্যোতি। উত্তম উত্তম, যথাবিধি গণনা ক'রে, শুভাশুভ নির্ণয় ক'রে দিচ্চি। (ক্ষণেক চিন্তা) আহা ধন্য! ধন্য মহারাজ ধর্ম্মধ্বজ! কি কুলপাবনী কন্যারত্নই প্রাপ্ত হ'য়েচ! দক্ষপত্নী প্রসূতি যেমন জগৎপ্রসূতি সতীকে গর্ভে ধারণ ক'রে ধন্যা হ'য়েচেন, রাজ্ঞী মাধবীও আজ তেমনি সেই মাধবজায়ার অংশরূপিণী জগৎমান্যা কন্যারত্ন গর্ভে ধারণ ক'রে, ধন্যা হ'য়েচেন। মহারাজ! তোমার এ কন্যা সামান্যা মানবী নন্।

গীত।

ধন্য এ কন্যা তব হে মহারাজন্।
পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফলে পেয়েছ অমূল্য ধন॥
মাধবীরে মা বলিয়ে, মুগ্ধ আজ মাধবপ্রিয়ে,
কন্যারূপে দক্ষগৃহে, মোক্ষদার উদয় যেমন॥
তরিতে ভবাব্ধিজলে, তরণী বেঁধেছ কূলে,
পুণ্যশ্লোক ধরাতলে, ধন্য ধরণী-ভূষণ॥

রাজা। কষ্টসাধ্য তপস্যার ফলে ইষ্টদেবের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে যা পেয়েছি, আশীর্ব্বাদ করুন—যেন এই কন্যা হ'তেই অতুল বিভবের সহিত আমার বংশগৌরব রক্ষা হয়।

জ্যোতি। এ কন্যারত্ন হ'তে যে কুলগৌরব শত গুণে বৃদ্ধি হবে, কুলগৌরবের সহিত ধর্ম্মধ্বজের পবিত্র কীর্ত্তিধ্বজ যে চিরদিন অক্ষয় থাক্‌বে, তার আর সন্দেহ নাই। তবে মহারাজ! এই কন্যারত্ন হ'তে যে তোমার সংসার-আশ্রমের সাধ পূর্ণ হবে, তা বোধ হ'চ্চে না, তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুশধ্বজের কুল-পবিত্রকারিণী কন্যা বেদবতী যেমন জাতমাত্রে সংসার-আশ্রম ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসিনী হ'য়েছিলেন, তোমার এ কন্যাও সেইরূপ সংসারত্যাগিনী হ'য়ে তপারণ্যবাসিনী হবেন; পরে তপস্যান্তে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী সংসারবাসিনীরূপে বীরভার্য্যা ও বীরপুত্রপ্রসবিনী হ'য়ে, পরমসুখে জীবনকাল অতিবাহিত ক'র্‌বেন।

রাজা। যদি দয়া ক'রে এসেচেন, তবে একবার অন্তঃপুরমধ্যে গমন ক'রে, আমার কুমারীকে পদরজ দান ক'র্‌লে চরিতার্থ হই।

জ্যোতি। অবশ্য, আপনার ইচ্ছা অপূর্ণ থাক্‌বে না, চলুন, অন্তঃপুরে চলুন।

রাজা। মন্ত্রি! কোষাধ্যক্ষকে আদেশ কর, রাজকোষ হ'তে প্রচুর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক অন্যান্য সকলকে বিদায় করে; যেন কারও প্রার্থনা অসম্পূর্ণ না থাকে।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজ-অন্তঃপুর)

রাজমহিষী মাধবী উপবিষ্টা।

মহিষী। (স্বগতঃ) লোকে বলে—পুত্রের প্রতি পিতার, আর কন্যার প্রতি মাতার অধিক স্নেহ হ'য়ে থাকে ; অনেকস্থলে তা দেখ্‌তেও পাওয়া যায় বটে। আমার তুলসী যখন জন্মে নাই, তখন লোকের দেখে সে কথায় বিশ্বাসও ক'র্‌তেম, কিন্তু আমার তুলসী হ'য়ে পর্য্যন্ত সে ভ্রম গিয়েচে। মা আমার যেমন অন্ধের নয়ন, মহারাজেরও তেমনি, বরং আমা অপেক্ষা আমার তুলসীকে মহারাজই অধিক ভালবাসেন, এক দণ্ডও বুক হ'তে নামাতে চান না, আবার সময়ে সময়ে বলেন, "অন্ধের নেত্রলাভ আর বন্ধ্যার পুত্রলাভ দুইটিই সমান সুখের ব'লে জান্‌তেম ; কিন্তু কন্যারত্ন যে পুত্র অপেক্ষা আনন্দের কারণ—পুত্র হ'তে স্নেহের ধন হবে, তা পূর্ব্বে জান্‌তাম না, বোধ হয়, পুত্র অপেক্ষা কন্যাই অধিক আদরের ধন।" মা যেন আমার সাক্ষাৎ মায়ার পুতলী। কেবল আমাদের কেন? কন্যা পরের প্রতি পিতামাতার মমতা ত হ'য়েই থাকে ; আমার অন্তঃপুরের দাসদাসী, এমন কি পুরবাসীরা পর্য্যন্তও তুলসীকে আমার প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। আর কেনই বা ভাল না বাস্‌বে? সে মধুমাখা কথা, সেই হাসিমাখা মুখখানি কে না ভালবাসে? চাঁদকে সবাই ভালবাসে বটে, কিন্তু যারা একবার আমার অতুল চাঁদ—তুলসীর সেই হাসিমাখা মুখখানি দেখেচে, তাদের নয়ন আর চাঁদে তৃপ্ত হবে না। আকাশের চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি আছে, গ্রহণ আছে, অমাবস্যা আছে, কিন্তু মা'র আমার মুখখানি যেন পূর্ণচাঁদ ; সে মুখে বিষাদের

ছায়া কখনও দেখি নাই; সদাই হাস্যময়ী, সদাই প্রফুল্লতা মাখা। সে মুখ যেন এই হর্ষ-বিষাদময়, এ আঁধার-আলোকময় পৃথিবীর নয়; যেখানে আলোক বৈ আঁধার নাই, যেন সেই আনন্দময় ধাম হ'তে এসে, আমার গৃহে উদিত হ'য়েচে। মা'র আমার রূপ দেখে দাসদাসী, পুরবাসী, এমন কি বনবাসী ঋষি তপস্বী পর্য্যন্ত বিমোহিত; রূপের তুলনা নাই ব'লে, ঋষিগণ মা'র আমার তুলসী নাম রেখেচেন। এখন যথাসময়ে, শুভক্ষণে মাকে আমার মনোমত সুপাত্রে সমর্পণ ক'রে, জামাতার মুখ দেখে যেতে পারলেই এ জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয়।

তুলসীকে বক্ষে লইয়া রাজা ধর্ম্মধ্বজের প্রবেশ।

রাজা। দেখ মহিষি! উপস্থিত যুদ্ধে তুলসী হ'তেই তোমার জয়লাভ।

রাণী। কোন্ যুদ্ধে মহারাজ?

রাজা। গত কল্যকার সেই তর্ক-যুদ্ধ স্মরণ নাই কি?

রাণী। হাঁ, মনে হ'ল বটে। তা, তাতে আর আমার জয়লাভ কিসে?

রাজা। তুলসী আজ তোমার পক্ষই সমর্থন ক'রেচে; আমি তোমার তুলসীর খেলাবার জন্য, যে সকল বহুমূল্য খেলনক এনে দিয়েছিলাম, তা দেখে তুমি একদিন ব'লেছিলে না যে, তুলসীর ও সকল খেলনায় মতি নাই। মাটীর হরিমূর্ত্তি গ'ড়ে, ধূলার উপচারে পূজা, আর বনের ফুলে সাজাতেই তার সাধ, ও সকল হয় ত ভেঙ্গে ফেল্‌বে; আমি তখন সে কথা বিশ্বাস করি নাই। আর সেই সব সুদৃশ্য খেলনাতে যে বালিকার চিত্ত আকর্ষিত হবে না, এ কথাই বা কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌ব? সুতরাং সেইজন্য তৎকালে তোমার সহিত

তর্কও ক'রেছিলাম; কিন্তু এখন দেখ্‌চি—তোমার কথাই ঠিক। আমি সভাভঙ্গের পর অন্তঃপুরে আস্‌চি, দেখি, তুলসী অন্তঃপুরদ্বারে একাকিনী খেলা ক'র্‌চে। মূল্যবান্ খেলনকগুলি দূরে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক একটী মৃণ্ময় হরিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে, ধূলার উপচারে তার পূজায় নিযুক্ত আছে। শুদ্ধ কি তাই? এই দেখ না—বহুমূল্য পরিচ্ছদগুলি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে, তপস্বিনী সেজেচে। মুক্তার মালাগাছটী ছিন্ন হ'য়ে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্চে; তারও এই দুর্দশা দেখ। (রাজ্ঞীকে ছিন্ন মুক্তামালা প্রদর্শন)

রাণী। ওমা! তাই ত, ষাট্ সোণার বাছা আমার, এ তোমার কি বেশ মা! (অঙ্কে করিয়া) সন্ন্যাসিনী সাজ্‌তে এত সাধ কেন মা? আহা! বসন-ভূষণগুলি পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসিনী সেজেচেন, তবু যেন কত শোভা, যেন মূর্ত্তিমতী বনদেবী। বাছার আমার কত সাধই যায়। হাঁ মা তুলসি! এ সাজে কেন সেজেচিস্ মা? অন্য ছেলেয় ভাল খেলবার সামগ্রী পেলে কত আহ্লাদ করে, তাই নিয়ে কত খেলা করে; মার আমার সে সবেতে মন উঠে না; কেবল মাটীর হরিমূর্ত্তি গ'ড়ে বনের ফুলে সাজাতেই সাধ! এখন হ'তে তোর এ সাধ কেন মা? জানি, ধর্ম্মে মতি হওয়া সুলক্ষণের কথা বটে, কিন্তু মা! তোর এ লক্ষণ ত সুলক্ষণ ব'লে বোধ হচ্চে না। কেন মা, তোর এখন হ'তে সন্ন্যাসিনী সাজ্‌তে এত সাধ হ'ল?

গীত।

এ বেশ তোমার কেন বল শুনি,
কি অভাবে হ'য়ে অভিমানিনী;
ত্যজে অঙ্গের বসন-ভূষণ, সেজেছ সন্ন্যাসিনী।

অন্ধের নয়ন তুমি মা যে,
সবে ধন সংসারের মাঝে,
ভিখারিণী সন্ন্যাসিনী, তোরে কি সাজে—
দেখে মা তোর সে ভাব অভাব
শেল সব হৃদে বাজে,
এ বয়সে এ বেশে কি হ'তে হয় তপস্বিনী ?

রাজা। মহিষি! তুলসীর সন্ন্যাসিনী বেশ দেখে, তোমার কি কিছু সন্দেহ হ'য়েচে ? ছেলের মন, যখন যা উদয় হয়, তাই করে। অন্য ছেলেরা কত জনে কত খেলা ক'র্‌চে, আর উনি ধূলায় ষোড়শ উপচার প্রস্তুত ক'রে, অতি বৃদ্ধা পিতামহীর ন্যায় ধ্যানে ব'সেচেন ; আমি যেই নিকটে গিয়ে তুলসী ব'লে ডেকেচি, অমনি ধ্যান ভঙ্গ হ'ল, একটু অপ্রস্তুতভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে এসে, গলা ধ'রে কোলে উঠ্‌লেন ; আর হরিপূজা হ'ল না, বোধ হয়, আর মনেও নাই।

তুলসী। মনে আছে বৈ কি বাবা! তা কি ভুল্‌তে পারি ?

রাজা। কৈ, কি ব'লে পূজা কর বল দেখি ?

তুলসী। যখন যা মনে আসে তাই বলি। খেতে বলি, শুতে বলি, ঘুমাতে বলি।

রাজা। ভাল, তাই নয় হ'ল ; তা, অলঙ্কার প'রে বুঝি তোমার হরিপূজা হয় না ?

তুলসী। সে সব আমার ভাল লাগে না। কেন এ বেশ কি ভাল নয় বাবা ? এই বেশই যে হরি ভালবাসেন—এই বেশ প'র্‌লেই যে তিনি দয়া করেন। যাতে হরির দয়া হয়, তাই ভাল ; গয়নায় কাজ কি বাবা ?

রাণী। ঐ শুন্‌লে মহারাজ! সাধে কি মনে সন্দেহ হয়? যার সন্ন্যাস-ধর্ম্মে এত মতি, তাকে নিয়ে আমার সংসারী হবার আশা---

রাজা। আঃ, কি শঙ্কাকুল-হৃদয়! এতে আর তুলসীকে বালিকা-বুদ্ধি বলি কেন? বয়সের ন্যূনাধিক্যে কি বাল্যবার্দ্ধক্যের পরিচয় পাওয়া যায়? জ্ঞান-বুদ্ধিপক্ষে যে দেখ্‌চি উভয়ই সমান। যাক্‌, বলি তুলসি! বস্ত্রালঙ্কার ত্যাগ ক'রে গৈরিক বস্ত্র, হরিনামের মালা ধারণ ক'রেচ; এ সব কোথায় পেলে বল দেখি?

তুলসী। কেন, আমার হরি আমাকে দিয়েচেন।

রাজা। ঐ শুন্‌লে রাজ্ঞি! ওঁর হরি ওঁকে গৈরিকবস্ত্র, হরিনামের মালা দিয়ে তত্ত্ব ক'রে পাঠিয়েচেন। এখন যাও, ওগুলো ত্যাগ ক'রে, বস্ত্রালঙ্কার দাও গে।

[তুলসীকে লইয়া রাণীর প্রস্থান।

রাজা। (স্বগতঃ) রাজ্ঞীকে প্রবোধ দিলাম বটে, কিন্তু এখন যেন সেই দৈবজ্ঞের কথাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'চ্চে; বুঝ্‌লাম সংসারবাসের সুখাশা আমার পূর্ণ হবে না।

নারদের প্রবেশ।

রাজা। আসুন আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক্‌, প্রাতে শয্যা পরিত্যাগের সময় সকলেই সুপ্রভাত সুপ্রভাত ব'লে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে যে, অদ্যকার প্রভাত যেন আমার শুভ হয়; তবে সকলের সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় কি না জানি না, কিন্তু আমার অদ্যকার প্রভাতের প্রার্থনায় বোধ হয়, ভগবান কর্ণপাত ক'রেচেন। আজ ধন্য হ'লাম, দেবারাধ্য পাদপদ্মদর্শনে নয়ন পবিত্র, পদস্পর্শে পুরী পবিত্র হ'ল; এক্ষণে পদরজপ্রদানে দাসের দেহপুরী পবিত্র করুন। (পদরজগ্রহণ)

নারদ। ফলবান্ বৃক্ষ সহজেই অবনত হ'য়ে থাকে। রাজন্যবর্গের যে সকল সদ্‌গুণাবলী থাকা কর্ত্তব্য, তোমাতে তার কোনটীর অভাব নাই। তুমি ধার্ম্মিক, যুদ্ধকুশল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিনয়ী; তোমার রাজ্যমধ্যে তপস্বিগণের তপস্যাচরণ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হ'চ্চে কি না, একথা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্যমাত্র। তুমি সর্ব্বদা প্রজাগণকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ক'রে থাক; সুতরাং তোমার প্রজাপুঞ্জ যে সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গীন সুখে কালাতিপাত ক'র্‌চে, সে পক্ষেও নিঃসন্দেহ; এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বসময়ে সমদৃষ্টি থাক্‌লেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল। প্রার্থনা করি, ধর্ম্মবলের সহিত প্রবল বাহুবল বৃদ্ধি হ'ক্। যেমন রাজদর্শনবাসনায় এসেছিলাম, তেমনি সদালাপে যথেষ্ট সন্তোষলাভ ক'র্‌লাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমার কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ একটী না কি কল্পলতারূপিণী কন্যারত্ন প্রাপ্ত হ'য়েচ?

রাজা। প্রভু অন্তর্য্যামী। বলা বাহুল্য, অনপত্যনিবন্ধন নিয়ত মর্ম্মাহত থেকে তপঃব্রতাদির ফলে, দেবানুগ্রহে, লোকে পুত্ররত্ন লাভ ক'রে যতদূর আনন্দিত হয়, এ কন্যারত্নলাভে আমি ততোধিক সুখী হ'য়েচি। শুভযোগে শুভলগ্নে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় আপনাদের প্রসাদ-স্বরূপ মহিষী একটী কন্যারত্ন প্রসব ক'রেচেন। মা আমার দ্বিতীয়ার শশিকলার ন্যায় দিন দিন আমার গৃহ উজ্জ্বল ক'র্‌চেন। পিতা-মাতার স্নেহের চক্ষে ত হ'তেই পারে, আমার রাজ্যের আপামর-সাধারণ, এমন কি, তপোবণবাসী ঋষি তপস্বী পর্য্যন্ত মা'র আমার অতুলনীয় রূপরাশিদর্শনে তুলসীনাম রক্ষা ক'রেচেন। আজ আমার পরম সৌভাগ্য। অন্যে উপাসনা ক'রে, যে পদ প্রাপ্ত হয় না, আজ আমি বিনা আরাধনাতে, শুদ্ধ আমার তুলসীর কল্যাণে সেই দেবারাধ্য ধন গৃহে ব'সে প্রাপ্ত হ'য়েচি। এক্ষণে কৃপা ক'রে, আসন

পরিগ্রহ-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন; আমি তুলসীকে চরণতলে উপস্থিত ক'রচি। আমি আপনার চিরসেবক; তুলসী আপনার সেবক-কন্যা, তাকে পদরজ প্রদান না ক'রলে, দাস বড়ই দুঃখিত হবে। ঐ মহিষী আসচে। মহিষি! তুমি এলে, তোমার তুলসী কৈ? শীঘ্র উভয়ে দেবর্ষির পদ বন্দনা ক'রে, ধন্যা হও।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। প্রভো! দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে, প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন ক'রতে পেলাম। যতদিন আমার তুলসী না হ'য়েছিল, ততদিন ত এ দাসীর ভবনে দেবর্ষির চরণধূলা পতিত হয় নাই; বোধ হয়, আজ আমার তুলসীর কল্যাণেই সে সৌভাগ্যের উদয় হ'য়েচে। আমার অন্য পুণ্যবল নাই থাক্, সর্ব্বসুলক্ষণময়ী কন্যারত্ন গর্ভে ধারণ ক'রে, ধন্যা হ'য়েচি।

নারদ। (স্বগতঃ) তার আর সন্দেহ নাই, তুলসীকে গর্ভে ধারণ ক'রে, তুমি ত ধন্যা হবেই; তোমার কথা দূরে থাক্, ধর্ম্মধ্বজের কোটী পুরুষ পর্য্যন্ত ধন্য হ'য়েচেন। আজ তুলসী হ'তে ধর্ম্মধ্বজের কীর্ত্তিধ্বজ চিরদিনের মত অক্ষয় হ'ল। মহিষী ব'ললেন যে, "তুলসীর কল্যাণে দেবর্ষির দর্শন পেলাম," তা শুদ্ধ আমি কেন, তুলসীর দর্শনাভিলাষী হ'য়ে, বনবাসী ঋষি তপস্বী, অধিক কি, জগৎবাসী সকলকেই ধর্ম্মধ্বজের গৃহে আগমন ক'রতে হবে। এখন তুলসী কৃপা ক'রে যাকে দেখা দেবেন, সেই ভাগ্যবান্।

তুলসীর প্রবেশ।

তুলসী। দেখ মা! আবার আমি সে সব অলঙ্কার খুলে ফেলেচি।

নারদ। মা! এইটী কি তোমার কন্যারত্ন-তুলসী?

গীত।

পাই যেন সে দিনে মাগো পদতরণী।
পড়িয়ে অকূলে, মা ব'লে ডাকিলে,
পুত্র ব'লে কোলে নিস্ জননি ॥
দেখিয়ে তরঙ্গ-রঙ্গ, অন্তরে বিষমাতঙ্ক,
কাঁপিছে অঙ্গ,—
নিলাম শরণ পায়, ক'র মা কৃপায়,
পতিতের উপায় পতিতপাবনি ॥

নারদ। মহারাজ! তবে এক্ষণে আমি বিদায় নিতে পারি? রাজি! তবে চ'ল্লেম, মা তুলসি! বিদায় দাও।

তুলসী। আমি কি যাব না?

নারদ। তুমি কোথায় যাবে মা?

তুলসী। আপনি কোথায় যাবেন?

নারদ। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা,—যেখানে ল'য়ে যাবেন, সেইখানেই যাব। আমার ত নির্দ্দিষ্ট স্থান কোথাও নাই মা।

তুলসী। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

নারদ। আমি বনবাসী তপস্বী, আমার সঙ্গে তুমি কোথায় যাবে মা?

তুলসী। তপোবনে হরিসাধনে। (রাণীর প্রতি) মা! আমাকে বিদায় দে।

রাণী। যাট, ওকি কথা! তুই দুধের ছেলে, তপোবনে তোর কি কাজ মা? তোকে তপোবনে পাঠিয়ে, আমরা কি নিয়ে থাক্‌ব মা?

তুলসী। কেন মা, আবার ত আমি আস্‌ব!

রাণী। মা! তোর যদি হরিসাধনে এতই সাধ হ'য়ে থাকে, তবে আমার ঘরে ব'সে কেন রাজার মেয়ের উপযুক্ত উপচারে তাঁর পূজা কর্ না? তোকে কাঙ্গালিনীর মত ধূলার নৈবিদ্য ধূলার উপচারে পূজা ক'র্‌তে হবে কেন? বনে গিয়ে বনফুল তুলে, বনের ফুলেই বা পূজা ক'র্‌তে হবে কেন?

তুলসী। বনমালী যে আমার বনের ফলফুলই ভালবাসেন। বনফুলের মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিলে, তিনি যত সন্তুষ্ট হন, বাগানের ফলফুল বুঝি তত ভালবাসেন? ঘরে ব'সে যদি হরিপূজা হ'ত, তাহ'লে ধ্রুব বনে গিয়েছিল কেন? সে কি ঘরে ব'সে হরিপূজা ক'র্‌তে পার্‌ত না? এ কথা ত তোদের কাছেই সেদিন শুনেচি!

রাণী। সে বিমাতার বিদ্বেষে গৃহত্যাগী হ'য়েছিল; পিতার অনাদরে অভিমানে বনে গিয়েছিল। তোর ত মা কোন অনাদর নাই? তুই যে আমাদের সর্ব্বস্বধন। তুই ভিন্ন যে আমাদের জগৎ অন্ধকার মা!

তুলসী। মা! আমি যেমন তোমাদের সর্ব্বস্বধন, আমা ভিন্ন যেমন তোমাদের সব অন্ধকার, তেমনি হরি যে আমার সর্ব্বস্বধন! হরি ভিন্ন যে আমারও সব অন্ধকার। আমি হরিসাধনে যাব; তাঁর দয়া হ'লে, তাঁর দেখা পেলে, আবার গৃহে আস্‌ব; আবার এসে এমনি ক'রে গলা ধ'রে, তোমাকে মা ব'লে ডাক্‌ব। এখন আমাকে বিদায় দাও, বাবা! আমাকে যেতে বল।

রাজা। ভবন আঁধারি কোথা যাবি মা তুলসি!

তুলসী। হরি-আরাধনে পিতঃ! যাবে তব দাসী॥

রাজা। কেমনে মা একাকিনী রহিবি তথায়?

তুলসী। ত্রিলোক-পালক হরি হবেন সহায়॥

রাজা। বনকষ্টে তুলসি রে! পাবি বড় ব্যথা।
তুলসী। কে বলে সে বন, পিতঃ! বনমালী যথা॥
রাজা। শুকাইলে চাঁদমুখ কে দিবে আহার?
তুলসী। জগৎপালক হরি, সে ভার তাঁহার॥
রাণী। কে রাখিবে বনে তোর বিপদ্ ঘটিলে?
তুলসী। বনমাঝে ধ্রুবরে যে ক'রেছিল কোলে॥
রাজা। দাবানলে বনভূমি দহিবে যখন?
তুলসী। "পাবকে জলশায়িন" সহায় তখন॥
রাজা। হিংস্রক-জীবে যদি করে আক্রমণ?
তুলসী। বিপদে সহায় হবেন শ্রীমধুসূদন॥
রাণী। এত কথা তুলসি রে! কে শিখালে তোরে?
তুলসী। এ ত মা! প্রাণের কথা কি শিখাবে পরে?
ভবনে জীবনে বনে যে ডাকে কাতরে।
বিপিনবিহারী হরি রাখেন তাহারে॥
চিন্তা ত্যজে মা আমারে কর আশীর্ব্বাদ!
পূর্ণ যেন হয় তোর তুলসীর সাধ॥

রাজা। না, আর আমি তুলসীর সন্ন্যাসব্রতানুষ্ঠানে বাধা দেব' না। এক্ষণে আমার সম্পূর্ণরূপে ভ্রম দূর হ'য়েছে। দেবর্ষে! এখন আমি সহর্ষে তুলসীকে বিদায় দিতে প্রস্তুত। আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্চে, তুলসী আমার সামান্যা কন্যা নয়। আমার পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফলে কোন মহাদেবী এসে, কন্যারূপে আমার গৃহে উদিতা হ'য়েছেন। পূর্ব্বে প্রজাপতি দক্ষ, পরে গিরিরাজ হিমাচল যেমন জগৎশরণ্যা আদ্যা-শক্তিকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হ'য়েচেন, আমিও তেমনি কুলপবিত্রকারিণী তুলসীকে তনয়ারূপে প্রাপ্ত হ'য়ে, পিতৃগণের সহিত পবিত্র হ'য়েচি।

আমি অনপত্য-নিবন্ধন যেমন সর্ব্বদা পুত্রকামনা ক'র্‌তাম, কুলপাবনী কন্যা হ'তে আমার সে কামনা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হ'য়েচে। পুত্র যদিও স্নেহের বস্তু বটে, কিন্তু কন্যা যেন মূর্ত্তিমতী মায়ার পুতলী। পূর্ব্বে সংসারের প্রতি আমার যেরূপ বৈরাগ্য ছিল, মায়াময়ী কন্যার মায়ায় পতিত হ'য়ে আবার সংসারের প্রতি তেমনি আস্থাও জন্মেছিল। মনে মনে আশা ক'রেছিলাম, সর্ব্বগুণরাশি কুললক্ষ্মী তুলসীকে যথা-সময়ে সুপাত্রে সমর্পণপূর্ব্বক, কন্যা-জামাতাকে রাজসিংহাসন প্রদান-পুরঃসর সংসার-লীলা হ'তে অবসর গ্রহণ ক'র্‌ব। আজ যদিও আমার সে সামান্য আশা অসম্পূর্ণ থাক্‌ল, কিন্তু তুলসী হ'তে আমার যে আশাতীত সাধ পূর্ণ হ'তে চ'ললো, তার কাছে ত সে আশা সামান্য-মাত্র। আয় মা তুলসি! আয়, একবার আমার ব'ক্ষে আয়, আর আমি তোর হরিসাধন-ব্রতে বাধা দেব না। (তুলসীকে বক্ষে ধারণ) মা! তুই কোন্ মহাদেবী এসে, কন্যারূপে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলি? আমি তোকে চিন্‌তে পারি নাই মা! আমার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা মহাত্মা কুশধ্বজ কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ মহালক্ষ্মীর অংশরূপিণী বেদবতীকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হন, সেই লক্ষ্মী-অংশসম্ভূতা সদ্যজাত কন্যা প্রসবমাত্রেই সূতিকা-গৃহে বেদধ্বনি করায়, মনীষিগণ তার বেদবতী নাম রক্ষা করেন এবং সেই বেদবতী সূতিকা-গৃহ হ'তে বহির্গত হ'য়েই তপস্যাচরণে রত হন। প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যা বেদবতী হ'তে কুশধ্বজের আর তুলসী হ'তে ধর্ম্মধ্বজের চিরকীর্ত্তিধ্বজ অক্ষয় থাক্‌বে, তার আর সন্দেহ নাই। আমি দেখেছি,—সংসারের অনেক মহাত্মা কন্যাকে সন্তানমধ্যেই গণ্য করেন না; পুত্রাভাবে কন্যা জন্ম-গ্রহণ ক'র্‌লে, তাঁদের পুত্রকামনা-স্থান পূর্ণ হওয়া দূরে থাক্, বরং শতগুণে মর্ম্মাহতই হ'য়ে থাকেন। অনেক মহাত্মারা কন্যাসত্ত্বে

কতকগুলি অযৌক্তিক প্রবৃত্তিমার্গের অন্ধকারে পতিত হ'য়ে, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ ক'রতেও কাতর হন না; যে মহাত্মারা সে ভ্রমান্ধকারে পতিত, তাঁরা দেখুন, কন্যা হ'তে পিতৃকুল উদ্ধার হয় কি না? মা তুলসি! তুই ত হরিসাধন-ব্রতে দীক্ষিত হ'য়ে বনে চ'ললি; কিন্তু মা! একটী কাজ ক'রিস্, তোর হরিসাধন-ব্রত সমাধা হ'লে, সেই ভবার্ণবের কর্ণধার যখন তোর সম্মুখে এসে উদয় হবেন, তখন যেন এই কথাটী মনে ক'রে বলিস্, কর্ণধার হে! আমার দুর্ভাগ্য পিতামাতা মায়া-অন্ধকারে অন্ধ হ'য়ে অকূল ভবসিন্ধুকূলে প'ড়ে কাঁদ্‌চে, চরমকালে তাদের চরণতরণী দিয়ে উদ্ধার ক'র্‌তে হবে। দেখিস্ মা! যেন সেদিন ভুলে থাকিস্ নে। যাও মা, আর আমি তোমার হরিসাধন-ব্রতানুষ্ঠানে বাধা দিব না।

গীত।

তবে যাও মা প্রাণ-নন্দিনি।
যদি একান্ত হরিসাধনে সাধ জননি॥
বলি মা তোর করে ধ'রে,
যার নামে পাপী উদ্ধারে;
পেলে সে কাণ্ডারী কৃপাধারে;
তখন যেন ব'লো সে কর্ণধারে—
আমার পিতামাতা ঘোর আঁধারে,
কাঁদিছে অকূলের ধারে,
তাঁদের দিতে হবে কর্ণধার হে পদতরণী॥

রাণী। হা মহারাজ! এ কি শুন্‌লাম! আজ কি সত্যসত্যই তুলসীকে আমার সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে বনবাসিনী ক'র্‌বেন? হায়! আমি কি ভাব্‌লাম, কি হ'ল! হায় আমি এ কি শুন্‌লাম্! তুলসি রে—(মূৰ্চ্ছিতা ও পতিতা)

নারদ। রাজ্ঞি! গাত্রোত্থান কর, আর বৃথা রোদনে ফল কি? তুলসী তোমার নিতান্তই তপস্বিনী হবে। মহারাজ কুশধ্বজের কঠোর তপস্যায় যেমন বেদবতী কন্যারূপে মহালক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন, তেমনি তুলসীও তোমার অতি কঠোর তপঃসাধ্য ধন; সে সকল গূঢ়তত্ত্ব পরে বিদিত হবে। এখন তোমার হরিপদাভিলাষিণী কন্যাকে তপস্বিনী সাজিয়ে তপারণ্যে বিদায় দাও।

তুলসী। মা! আমার এ সব অলঙ্কার খুলে নিয়ে, তেমনিধারা তপস্বিনী সাজিয়ে দে। এখন আমার এ সবে আর কাজ কি মা! যদি তেমন সুদিন পাই, যদি হরির দয়া হয়, তবেই আবার এ সব প'র্‌ব, নইলে আর তোর তুলসী সন্ন্যাসিনীর বেশ ত্যাগ ক'র্‌বে না। দে মা, আমাকে সাজিয়ে দে।

রাণী। আমার রাজকন্যা তুলসী যে এমনধারা সন্ন্যাসিনী হবে, তা ত স্বপ্নেও জান্‌তাম না। আজ কোথায় মাকে রাজরাণী দেখে প্রাণ শীতল ক'র্‌ব, তা না হ'য়ে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে বনে বিদায় দিতে হবে! তুলসি রে! আমি মা হ'য়ে কোন্ প্রাণে তোর সোণার অঙ্গের বসন-ভূষণ হরণ ক'রে, ভিখারিণী সাজিয়ে বনবাসে দেব মা! আমি কি পূর্ব্বজন্মে তোর বিমাতা ছিলাম? তাই, সে জন্মে পারি নাই ব'লে, এ জন্মে বাদ সাধবার জন্য তোর মা হ'য়েছি? তুলসি রে! আমার মত এমন কালসাপিনী মা আর কে আছে? এমনধারা অঞ্চলের মাণিক অতলজলে বিসর্জ্জন দিতে আর কে পারে মা? মার কোল

নইলে যার নিদ্রা হয় না, যার সুখের সংবাদ যার কাছে, দুঃখের কথা যার কাছে, মান-অভিমান যার কাছে, যে অবোধ বালিকা মা ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না, তার হৃদয়ে যে এত জ্ঞানের উদয় হবে,—সে যে আজ এমন ক'রে গৃহত্যাগিনী তপস্বিনী হ'য়ে আমার সাধের সংসার আঁধার ক'র্‌বে, তা ত ভুলেও ভাবি নাই! (নারদের প্রতি) আমার তুলসীর উপায় কি হবে ঋষিরাজ?

নারদ। কি হবে! তুলসীর উপায় কি হবে, তাই জিজ্ঞাসা ক'রচ? তুলসীর উপায় তুমি আমি কি চিন্তা ক'র্‌ব; বরং তুলসীর কৃপায় যে তোমাদের নিরুপায় ঘুচ্‌বে, তার উপায় হ'য়েচে। যার পায় আশ্রয় নিলে, জগতের জীবে উপায় পায়, তার উপায় চিন্তা অন্যে কি ক'রবে মা? এক্ষণে আর বিলম্ব ক'র না, তুলসীকে সন্ন্যাসিনীর বেশে সাজিয়ে দাও।

রাণী। (তুলসীর প্রতি) মা! মহারাজকে প্রণাম কর। (তুলসীর প্রণাম)

তুলসী। বাবা! তোমার দাসী তুলসী আজ সন্ন্যাসিনীর বেশে ব'নে চ'ল্‌লো; আশীর্ব্বাদ কর, যেন বনে গিয়ে ডাক্‌লে, সেই বনমালীর দেখা পাই। মা, আর কেঁদ না। আমার এ সব রত্নালঙ্কার খুলে নিয়ে, সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে দাও। তোমার সন্ন্যাসিনী কন্যার এ সব রত্নালঙ্কারে কাজ কি মা! নাও মা! এ সব অলঙ্কার খুলে নাও, আমার হরিনামের মালা আমাকে দিয়ে, প্রসন্নমুখে বিদায় দাও, আর বিলম্ব ক'রো না।

গীত।

বিলম্ব আর করিস্‌ নে মা ত্বরা ক'রে সাজায়ে দে।
সন্ন্যাসিনী তনয়া তোর, কাজ কি মা আর এ সম্পদে॥

সাজিয়ে হরি-মূর্ত্তিকায়,
ডাক্‌ব সেই কাঙ্গালের সখায়,
কর আশীষ যেন এ কায়,
বিকায় হরির রাঙ্গাপদে ॥
সাধনে সঁপিব অঙ্গ,
শুনিব নাম-প্রসঙ্গ,
পেয়েছি মা সাধুসঙ্গ,
সাধনের অঙ্গ ;—
মোক্ষধনে লক্ষ্য যাহার,
রত্নহারে কি কাজ তাহার,
মণিহার ক'বে পরিহার,
হরিহার পরিব হৃদে ॥

(রাজ্ঞীকর্ত্তৃক তুলসীকে সন্ন্যাসিনীর বেশ প্রদান)

রাজা। মা! কন্যা বিবাহের পর পতির সঙ্গে শ্বশুরগৃহে গমনকালে, পিতামাতার নিকট বিদায়গ্রহণ ক'রে থাকে। কিন্তু সে আনন্দের বিদায় ; কারণ, কুলপ্রথানুসারে বিবাহান্তে শ্বশ্রূগৃহই কন্যার আশ্রয় ; তাতে স্বামী সঙ্গে, তথাপি সে বিদায়েও পিতামাতার মায়ামোহাচ্ছন্ন হৃদয়ও গলিত হয় ;—সে বিদায়েও চক্ষের জল সম্বরণ হয় না ; তবে বল দেখি মা! আমরা কি ব'লে মনকে প্রবোধ দিই ? কন্যা শ্বশুর-গৃহে গমনকালে যেমন সর্ব্বকালের সহায় স্বামী সঙ্গে থাকেন, আমিও তেমনি তোকে শ্বশ্রূভবনরূপ বনাশ্রমগমনকালে, তোর ইহপর-কালের সহায় সর্ব্বাচ্ছাদক পতি সেই জগতপতি হরির পদে উদ্দেশে

সমর্পণ ক'র্‌লেম। দেখিস্ মা। যেন পিতামাতা ব'লে মনে রাখিস্। দেবর্ষে! যান, তুলসীকে তপোবনে ল'য়ে যান। ওকে যোগাদি শিক্ষা, ইষ্টমন্ত্রাদি দীক্ষা, যা প্রদান ক'রতে হয়, ক'র্‌বেন।

নারদ। মা! চল তবে।

তুলসী। বাবা! তবে চ'ল্‌লাম।

নারদ। আহা! কি আনন্দ। কি সুচিত্র আনন্দময় দৃশ্য! এ আনন্দময় লীলা দর্শন ক'রে, কার নয়ন না পুলকে প্রেমাশ্রু বর্ষণ ক'র্‌বে? আহা! হরিপ্রিয়া আজ হরিসাধনে চ'ল্‌লেন; পতিতপাবনী সুরধুনী আজ সাগরোদ্দেশে চ'ল্‌লেন! আর কার সাধ্য যে, এ বেগ রোধ করে? চল মা! অগ্রগামিনী হও, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি।

[তুলসী ও নারদের প্রস্থান।

রাজা। রাজ্ঞি! সংসারের সাধ ত ফুরাল, মায়াময়ী মা আমার বিদায় নিলেন; চল, আমরাও কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

[পুষ্করতীর্থ—তপাশ্রম]

তপস্বী শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

লভিলাম মহামন্ত্র গোবিন্দ প্রসাদে,
আচরি দুষ্কর তপ পুষ্কর-আশ্রমে ,
অসাধ্য সাধনে মোর সিদ্ধ এতদিনে
মহামন্ত্র , নিদয় তথাপি দাসে হায়।
পদ্মাসন পদ্মোদ্ভব বরদ বিধাতঃ!
আর কতদিনে দেব পাব দরশন ?
দেবদ্রোহী দৈত্যকুলে জনম আমার
অসুর এ দাস ; দেব! তেঁই কি বঞ্চিত
ও সুরবাঞ্ছিত পদে বিরিঞ্চি তোমার ?
দেখিব সাধিয়া কিন্তু ; যতদিন রবে
তপঃজীর্ণ দেহে আত্মা! প্রতিজ্ঞা আমার!
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন
"জপাৎ সিদ্ধঃ ন সংশয়ঃ" মহাজন বাণী।
(কৃষ্ণের উদ্দেশে করযোড়ে)
হা দেব কমলাপতে! করুণা-নিদান
কৃপা করি এ কিঙ্করে কবচসহিত
প্রদানিলা মহামন্ত্র। যাহার প্রসাদে
ত্রিলোকে অজেয় দাস অজর অমর॥

পবিত্র পুষ্করতীর্থে জপি বহুকাল,
সিদ্ধসাধ্য মন্ত্র এবে তোমার প্রসাদে,
তথাপি বরদ বিধি নহে অনুকূল !
এ কি লীলা ? লীলাময় ! না পারি বুঝিতে।
তৃষিত চাতক যদি যাচে জলধারা,
সতৃষ্ণ-নয়নে চাহি জলধর পানে !
হানে কি কুলীশ কভু সে চাতক-শিরে
জলধর ? জানি তুমি দয়ার জলদ,
তৃষিত চাতক আমি, কৃপা-বারি-আশে
যাচি উর্দ্ধমুখে সদা ! নহে ত উচিত,
হতাশ-কুলীশাঘাত ! ভক্তাধীন তুমি !

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। নাহি প্রয়োজন তপে দৈত্যকুল-রবি !
যথেষ্ট ক'রেছ তপ, তুষ্ট তব প্রতি—
অভীষ্টদেবতা এবে, আদিষ্ট সম্প্রতি,
বরদ বিধাতারূপে আমি, দৈত্যনাথ !
যাচ বর, বীরবর ! যাহা ইচ্ছা তব।

শঙ্খ। দয়া কি হ'য়েছে দেব, এতদিনে দাসে ?
পাদ্য-অর্ঘ্যসহ দেব এই দিতেছি আসন,
হও উপবিষ্ট দেব ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ;
পূজি হৃষ্টমনে সর্ব্ব-ইষ্ট-ফলপ্রদ—
পদদ্বয় তব—

ব্রহ্মা। তাপিত তপনদেব তোর উগ্র তপে,

নবীন তাপস! বর লহ ইচ্ছামত ;
না না, হবে না যাচিতে, জানি আমি—
মনোভাব তব! ভুলেছ কি পূর্ব্বকথা
এবে জাতিস্মর ?
গোলোকবিহারী হরি, সখা তুমি তাঁর,
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র বনমালাধারী
রাধা-শাপে দৈত্যকুলে জনম তোমার।
শ্রীরাসমণ্ডল-স্থিতা গোলোক-গোপিনী—
তুলসীর প্রণয়-ভিখারী!
কিন্তু রাধা-ভয়ে তব অসিদ্ধ সে সাধ।
হবে এবে মম বরে পূর্ণ সে কামনা।
যাও বৎস, অবিলম্বে বদরিকাশ্রমে
মিলিবে তুলসীসহ। চলিনু তথায়—

শঙ্খ। প্রণিপাত করি পায়।

ব্রহ্মা। হ'ক্ তব বাঞ্ছা পূর্ণ। হও মম বরে
ত্রিলোকবিজয়ী, বীর! নিত্যসত্যপ্রিয়॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

বদরিকাশ্রম।

কীর্ত্তিমতি, সত্যমতি প্রভৃতি মুনিবালিকা-
গণের প্রবেশ।

কীর্ত্তিমতি। ভাই সত্যমতি। সত্য ব'লেচ, অন্যান্য দিন পুষ্পচয়নে এসে, এইখানেই তুলসীকে দেখ্‌তে পেতেম ; কিন্তু আজ ত কৈ, তাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না !

সত্যমতি। এখন কি আর সে, সে তুলসী আছে ! বাবা যে বলেন, সাধ্‌লেই সিদ্ধ, সেটা মিছে কথা নয় ; তুলসীই তার প্রমাণ। স্বয়ং গোলোকের হরিকে পতি পাবার জন্য তার কামনা ; যেমন কঠিন কামনা, তেমনি কঠিন তপস্যা , গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, শীতে জলে বাস, বর্ষায় অনাবৃত স্থানে বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা ক'র্‌চে, তার উপর অনাহার।

কীর্ত্তিমতি। ধন্য তপস্যা যা হ'ক্।

সত্যমতি। যেমন ধন্য তপস্যা, তেমনি ধন্য ফলও পাবে ; শুনেচি, তার মন্ত্রসিদ্ধিও হ'য়েচে।

কীর্ত্তিমতি। তবে চল না কেন, একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই। এখন সে কোথায় ?

সত্যমতি। এই আশ্রমেই আছে ; তবে তখন শ্মশানে মশানে যেখানে সেখানে থাক্‌ত, এখন আর তা থাকে না, এখন দেখা হ'লে হেসে কথা কয়, আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয় ; কত কথা বলি, কত

ঠাট্টা করি, তা সব কথার ভাল ক'রে উত্তর দেয় না ; একটু হাসে, তাও যেন মনরাখাগোছ ; লোকে দেখ্‌লে মনে করে,—অহঙ্কার ; কিন্তু তা নয়, তার মনেও বেশ সুখ নেই ; একটা কাজ ক'র্‌তে গিয়ে যতদিন সেটা শেষ না হয়, ততদিন মনও স্থির হয় না।

কীর্ত্তিমতি। তবে চল ভাই, আজ একবার দেখা ক'রে যাই।

[প্রস্থান।

তাপসী তুলসীর প্রবেশ।

গীত।

কতদিনে আর পাব দরশন,
নবঘনশ্যাম, সে সুঠাম বঙ্কিম নয়ন।
চেয়ে জলধর পানে, চাতকী বাঁচে কি প্রাণে ;
বল হে নাথ আর কতদিনে, হবে কৃপা-বারি বরষণ !
(সে মেঘ উঠিবে উঠিবে) (আর কতদিনে)
হবে কৃপা-বারি বরষণ॥
কবে হে নাথ গোলোক ত্যজে, বিনোদ বঙ্কিমসাজে,
দেখা দিবেন হৃদয়-সরোজে ;—
কতদিন এ দুঃখিনীরে, ভাসাবে আর দুঃখ-নীরে,
কণ্ঠে ধ'রে নীলমণিরে, কবে নিবাব এ হুতাশন,
(কবে হবে নাথ হবে নাথ)
(সে দিনের উদয় আমার)
কবে নিবাব এ হুতাশন॥

ঋষি-বালিকাগণের পুনঃ প্রবেশ।

সত্যমতি। ও ভাই! তুলসীর বুঝি এখনও তপ সমাধা হয় নাই? ঐ দেখ না, যে তপস্বিনী সেই তপস্বিনীই আছে।

কীর্ত্তিমতি। ভাল, আমোদ ক'রে দুটো কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেই বা দোষ কি? ভাই তুলসি! না ভাই, ভুল হ'য়েচে, নাম ধ'রে ডাক্‌ব না; সাধু সন্ন্যাসিনী মানুষ, নাম ধ'রে ডাকাটা উচিত নয়। ভাই তপস্বিনি! আমরা তোমাকে দেখ্‌তে এলাম।

তুলসী। যথেষ্ট অনুগ্রহ, এখন ব'স্‌তে দেব কি?—পাতার আসন।

কীর্ত্তিমতি। তা আর তোমাকে দিতে হবে না; পাতার আসন সে ত পাতাই আছে। এখন জিজ্ঞাসা করি,—সংবাদটা না কি শুভ? শুন্‌লাম্, তুমি না কি মনোমত বর পেয়েচ?

তুলসী। সে তোমাদের আশীর্ব্বাদ।

সত্যমতি। কৈ ভাই, কেমন বর? সেই গোলকের ধন—শ্যামসুন্দর বর ত?

তুলসী। সে বর আর এ কলেবর থাক্‌তে নয়।

সত্যমতি। তবে কি বর? এতকাল তপস্যা ক'রে কি ব্যাগার দিলে না কি? এই যে শুন্‌লেম—বর পেয়েচ?

তুলসী। বিধিদত্ত বর আর মন্ত্রসিদ্ধ, সে বর পাবার পন্থা মাত্র।

সত্যমতি। ওমা, এখনও পন্থা, তবে সে আবার কবে?

কীর্ত্তিমতি। ফুল ফুট্‌বে যবে।

সত্যমতি। ওমা, এমন ফুল ফোটাও ত দেখি নাই! কুঁড়িতেই যে শুকিয়ে গেল, এর পর কলিই বা ফুট্‌বে কবে, অলিই বা জুট্‌বে কবে? হা তুলসি! তপব্রতের কি এই ফল?

গীত।

হ'লো এই কি ব্রত ফলে !
দিবেন বর, দিগম্বর,
নাগর জুট্‌বে কি তোর যৌবন গেলে ॥
ব'য়ে যায় জুয়ারের বারি, ভাব্‌লাম সুখে দিবি পাড়ি,
কূলে বাঁধা রইল তরি,
(তার) কাণ্ডারী জুট্‌ল না মূলে ॥

কীর্ত্তিমতি। যাক্ ও সব কথা ভাই এখন বাদ দাও। (তুলসীর প্রতি) ভাই তুলসি ! এই ফুলগাছগুলি তোমারই নয় ? ঐ ফুলটী তুল্‌বে কি ? ওঃ, যে উঁচু !

তুলসী। আমার গাছের ফুলটী তোমাকে দেব, তুমি আমাকে কি দেবে ?

সত্যমতি। ফুলটী যে তুলে দেবে, তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব।

কীর্ত্তিমতি। ভাল, দেখি, পারি কি না ; ওঃ অনেকটা উঁচু।

তপস্বী শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। আপনাদের কষ্ট পেতে হবে না, ফুলটী আমিই তুলে দিচ্চি।

কীর্ত্তিমতি। দেখ ভাই তুলসি ! একটী নবীন সন্ন্যাসী তোমার আশ্রমের দিকে আস্‌চেন। সত্য যে ব'ল্‌লে,—ফুলটী যে তুলে দেবে, তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবে, দেখ বুঝি সত্যর কথাই সত্য হয় ; তোমার বরদাতা বিধাতাই হয় ত তোমাকে সত্যমতিরূপে বর দিতে এসেচেন। তুমি বল ত সন্ন্যাসীটীকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি।

তুলসী। পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বার অনেক সময় আছে। উনি যখন

আমাদের আশ্রমে এসেচেন, তখন অগ্রে অতিথির সেবা ক'রে, পরে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে হয় না ?

কীর্ত্তিমতি। ও কাজটা বরাত না দিয়ে, নিজে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই ত ভাল হয়।

তুলসী। ক্ষতি কি ? সে ত আমারই কর্ত্তব্য-ব্রত। (শঙ্খচূড়ের প্রতি) মহাশয় ! আপনি যেই হ'ন্ যদি কৃপা ক'রে আশ্রমে এসেচেন, তবে কি অতিথিসৎকার গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ ক'র্‌বেন না ?।

শঙ্খচূড়। অবশ্য তোমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হওয়াই উচিত। কিন্তু আমি বিনা পরিচয়ে আতিথ্যগ্রহণে অসম্মত। অগ্রে বল, কে তুমি ? কোন্ মহাত্মার কুল-পবিত্রকারিণী কন্যা ? তরুণ তপস্বিনীবেশে কি জন্য বনে বনে ভ্রমণ ক'র্‌চ ? শুনেচি, শিব-কোপানলে মদন ভস্মরাশিতে পরিণত হ'লে, পতিপরায়ণা রতি পুনর্ব্বার সেই মনোমত পতি মন্মথকে পতিপ্রাপ্তির মানসে তপস্বিনীবেশে পশুপতির আরাধনার্থে বনবাসিনী হ'য়েছিলেন। তুমি কি সেই কামপ্রিয়া রতি,—না, দক্ষকন্যা সতী ? পতিনিন্দা শুনে দক্ষগৃহে প্রাণত্যাগ ক'রে হিমালয়ে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পশুপতিকে পতি প্রাপ্তির বাসনায় তপস্বিনীবেশে বনবাসিনী হ'য়েচ, না, চতুর্থ-প্রকৃতি বেদমাতা সাবিত্রী ? শুনেচি, অগ্নিদেবের পত্নী স্বাহা, পিতৃগণের স্বধা, বায়ুপত্নী স্বস্তি, গণদেবের পত্নী পুষ্টি, অনন্তদেবের পত্নী তুষ্টি, কপিলের ধৃতি, যমের পত্নী ক্ষমা, সত্যের পত্নী উক্তি, বৈরাগ্যের ভক্তি, ধর্ম্মপত্নি মূর্ত্তি, সুকর্ম্মের কীর্ত্তি, পুণ্যের প্রিয়তমা পত্নী প্রতিষ্ঠাদেবী, এরাও তপস্বিনীবেশে সময়ে সময়ে বনভ্রমণ ক'রে থাকেন ; তুমি এর মধ্যে কোন্ মহাদেবী ? চন্দ্রবিরহিতা রোহিণীর ন্যায়, সূর্য্যহারা সংজ্ঞার ন্যায়, একাকিনী বনে বনে ভ্রমণ ক'রচ ? কষ্টসাধ্য কঠোর তপঃশ্রমে

মুখপদ্ম মলিন হ'য়েচে ; লাবণ্যময়ী সুবর্ণপ্রতিমা যেন সদ্যোত্তোলিত অসংস্কৃত মণির ন্যায় মলিন, অথচ যেন কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতির আধার ব'লে বোধ হ'চ্চে। তরুণ তপস্বিনি! তুমি কে, কেন এ বেশে বনে বনে ভ্রমণ ক'রচ? শীঘ্র পরিচয় দাও।

তুলসী। তরুণ তাপস! আপনি বেদমাতা সাবিত্রী, দক্ষকন্যা প্রভৃতি যে সকল পরমারাধ্যা সাধ্বীগণের নাম ক'র্‌লেন, আমি তাঁদের দাসীর যোগ্যও নই। আমি মহারাজ ধর্ম্মধ্বজের কন্যা, নাম তুলসী; তপস্যার্থে বনবাসিনী, এই আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কীর্ত্তিমতি। এই ত আমাদের সখির পরিচয় শুন্‌লেন ; এখন কি আর অতিথি হ'তে বাধা আছে? দে লো সত্য, ভৃঙ্গার ক'রে জল, আর পাতার আসন দে। এখন দয়া ক'রে আপনার পরিচয় দিলে কি, ভাল হয় না? ও কি, আমাদের সখীর পরিচয় শুনে অধোবদন হ'লেন কেন? ও কি, চোখে জল এল যে! ও সত্য, এ আবার কি ভাব লো!

শঙ্খচূড়। অবশ্য আপনারা আমার পরিচয় জান্‌তে ইচ্ছা ক'রচেন? আমারও যে ব'লতে বাধা আছে, তাও নয় ; কিন্তু আপনারা ঋষি-কন্যা, অবশ্যই জানেন যে, অতিথিকে পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রতে নাই।

কীর্ত্তিমতি। ও সত্য, এ আবার কি ভাব লো? অতিথি এমন ধারা অধোবদন হ'লেন কেন? ও কি, চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌চে নয়? হাঁলা, আমরা কোন অপরাধ কর্‌লাম না কি? সাধু-সন্ন্যাসী-মানুষ ভয় হয় যে!

শঙ্খচূড়। আপনারা সে সন্দেহ ক'র্‌বেন না ; বরং আপনাদের শীলতা-পূর্ণ সদালাপে সন্তোষলাভই ক'রেচি। আমি অন্য কোন কারণে বিষণ্ণ হই নাই ; "তুলসী" এই মধুর নামটী শ্রবণমাত্রে একটী

পূর্ব্বকথা স্মরণপথে উদিত হওয়াতে চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়েচে; কিন্তু সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেও পার্‌চি নে; কারণ, তাতে ভদ্রোচিত নীতির অবমাননা করা হয়, অথচ চিত্তবেগ সম্বরণেও অসমর্থ। তুলসি! তুমি কোন্ তুলসী? আমি কার জন্য তপস্বী, আমাকে চিন্‌তে পার কি?

তুলসী। তরুণ তাপস! আমি ত তোমাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না; আমি বালিকাকাল হ'তেই পিতৃগৃহত্যাগিনী বনবাসিনী; এখন আমার পিতামাতাকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পারি কি না সন্দেহ! তা আপনাকে চিন্‌ব কেমন ক'রে? অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসায় যদি কোন দোষ হ'য়ে থাকে, ক্ষমা ক'র্‌বেন।

শঙ্খচূড়। তুলসি! তুমি যে কে, কি জন্য বনবাসিনী হ'য়েচ, স্মরণ হয় কি? বোধ হয়, মনে নাই; ভাল, একটী কথা শোন দেখি,—বৈকুণ্ঠের বহু ঊর্দ্ধভাগে গোলোকনামে একটী নিত্যধাম আছে, শুনেচ কি? যেখানে গোপ-গোপিনীগণে পরিবেষ্টিত স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর রূপে বিরাজিত; সেই নিত্য গোলকে স্বয়ং রাধাশক্তির অংশরূপা তোমার ন্যায় তুলসীনাম্নী সখী কৃষ্ণসেবায় নিরত ছিল। আর গোলকস্থ গোপবৃন্দের মধ্যে গোবিন্দের প্রিয়সেবক শ্রীদামনামে গোপ, শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজরূপে সেই দ্বিভুজ মুরলীধরের পদসেবা ক'র্‌ত; সে দিবানিশি তুলসীর প্রণয়াভিলাষী ছিল; কেবল রাধা-ভয়ে তার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই। এখন সেই শ্রীদাম এবং সেই তুলসী রাধাশাপে মর্ত্তলোকবাসী হ'য়ে, তাপস-তাপসীরূপে বনে বাস ক'র্‌চে। তুলসী! এক সময় বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাও উপাসনা ক'রে যাদের দর্শন পেত না, একদিন যারা বরদাতা বিধাতাকেও বর দিতে অসমর্থ ছিল না, তারা আজ অন্যের কাছে

বরপ্রার্থী! এ সকল কথা কি একবারও স্মৃতিপথে উদয় হয় না তুলসি!

তুলসী। আমি পিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুনেচি বটে, গোলোকের সেই শ্রীদাম, সেই তুলসী রাধা-শাপে মর্ত্ত্যলোকবাসী হ'য়ে, উভয়েই হরি-পদকামনায় তাপস-তাপসী।

শঙ্খচূড়। তুলসি! শ্রীদামের, গোলোকের সে সুখ গিয়েচে, গোলোকের সে সম্পদ গিয়েচে, গোলোকের সাধ—সেই গোবিন্দ-পদসেবায় বঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে গোলোকের সব ভুলে, কেবল একটীমাত্র কামনা হৃদয়ে সম্বল ক'রে, মর্ত্ত্যলোকে দৈত্যকুলে অবতীর্ণ হ'য়েচে। পূর্ব্বে সে গোবিন্দপ্রসাদে যে অক্ষয় কবচসহ মন্ত্র প্রাপ্ত হ'য়েছিল, পুষ্করতীর্থে তার সে মন্ত্রও সিদ্ধ হ'য়েচে।

তুলসী। গোলোকের সকল ত্যাগ ক'রেচেন, কেবল কামনাটী ত্যাগ ক'র্‌তে পারেন নাই; তাঁর এমন কি কামনা ছিল?

শঙ্খচূড়। তার অন্য কামনা কিছুই ছিল না, তার একমাত্র কামনার ধন তুলসী।

তুলসী। কি ব'ল্‌লেন,—তুলসী, তাঁর কামনার ধন—তুলসী? তিনি গোলোকের সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে আস্‌তে পেরেচেন, তথাপি তুলসীকে ভুল্‌তে পারেন নাই! তুলসী-প্রাপ্তি-কামনা মাত্র হৃদয়ে সম্বল ক'রে, দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেচেন! ধন্য শ্রীদাম! যথার্থই তুমি তুলসীকে প্রণয়ের চ'ক্ষে দেখেছিলে! তপস্বিন্! আপনি ত অন্তর্যামী; ব'ল্‌তে পারেন কি, কতদিনে তাঁর সাক্ষাৎ পাব?

শঙ্খচূড়। সাক্ষাতের প্রয়োজন? সাক্ষাৎ হ'লে কি তাঁর আশা পূর্ণ হবে? তুলসী কি তাঁর প্রতি সদয় হবেন?

তুলসী। যিনি সেই গোলোকের নিত্যসম্পদ হারা হ'য়ে, সেই নিত্যদেহ

ত্যাগ ক'রে, জন্মান্তরেও তুলসীর অনুরাগ বিস্মৃত হন নাই, তুলসী যে তাঁর প্রণয়াভিলাষিণী, আর তিনি কৃষ্ণের অভেদাঙ্গ, কেবল দ্বিভুজ আর চতুর্ভুর্জ ভেদমাত্র। এখন দয়া ক'রে ব'লুন—এ তপস্বিনী কতদিনে কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাবে ?

শঙ্খচূড়। তুলসি! তোমাকে কোথাও যেতে হবে না ; যে পিপাসিত, সেই সরোবরের অন্বেষণ করে ; সরোবর কখনও তৃষিতের জন্য অগ্রসর হয় না। তুলসি! যে শ্রীদাম গোলোকধামে সেই গোপাল-রূপী গোবিন্দের অভেদাঙ্গরূপে অবস্থিত ছিল, সেই শ্রীদাম আজ দেবদ্বেষী দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে, তপস্বীবেশে বনে বনে ভ্রমণ ক'র্‌চে ; এখন তার নাম শঙ্খচূড়। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ গোলোকের সেই তুলসী আজ' মর্ত্ত্যলোকে ধর্ম্মধ্বজকন্যা তরুণ তপস্বিনীবেশে বনবাসিনী। তুলসি হে! এ সকল কথা মনে হ'লে কি আর হৃদয়ে যাতনা রাখ্‌বার স্থান থাকে!

তুলসী। আপনি তপস্বী, আপনার হৃদয় করুণার আধার ; তাই আজ পরদুঃখকাতর হৃদয় পরের জন্য এত ব্যাকুল হ'য়েচে।

শঙ্খচূড়। তুলসি! আমি অন্যের জন্য আক্ষেপ করি নাই ; আমিই সেই রাধাশাপভ্রষ্ট শ্রীহরির পদচ্যুত কৃষ্ণসখা শ্রীদাম ; আমি সেই অতুলনীয়া রূপরাশি তুলসীর প্রণয়াভিলাষী শ্রীদাম, মর্ত্ত্যলোকে এসে আজ শঙ্খচূড় দৈত্যনামে অভিহিত হ'য়ে, তপস্বীবেশে বনে বনে ভ্রমণ ক'র্‌চি!

তুলসী। কে তুমি! তুমিই সেই শ্রীদাম! শ্রীদাম! কৃষ্ণসখে! বড় দুঃখের দিনে তোমার দেখা পেয়েচি!

শঙ্খচূড়। তুলসি! আর ও নাম কেন ? ও নাম ভুলে যাও। এখন আমাকে শঙ্খচূড় দৈত্য ব'লে ডাক। তুলসি! তুমি গোলোকের

অতুল পদ, অক্ষয় সম্পদ, সমস্তই হারিয়েচ সত্য; কিন্তু গোলোকের সেই নামহারা হও নাই। তুমি যে তুলসী ছিলে, সেই তুলসীই আছ; আমি যে তুলসি! সব হারিয়েচি! এখন তোমার দেখা পেয়ে, আমার শুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ শান্তসলিল-সিক্ত হ'ল; চিরনির্ব্বাসিতের পূর্ব্বমিত্রের ন্যায়, পথশ্রান্তের ছায়ার ন্যায়, অকূলের তরণীর ন্যায়, আজ তুলসি! তোমাকে পেয়ে আমার হতাশহৃদয় অনেক শান্ত হ'ল। দেখ তুলসি! দেখ দেখ! সহসা বনভূমি আলোকময় হ'ল নয়! ঐ যে জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি রক্তাম্বরপরিহিত, করতলে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, স্বয়ং জগৎপিতা তোমার তপারণ্যে আগমন ক'র্‌চেন। ধন্য তুলসি! ধন্য তাপসি! ধন্য তোমার তপানুষ্ঠান!

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। বৎস শঙ্খচূড়! আমি যে সময়ে তোমাকে তুলসীর তপারণ্যে প্রেরণ করি, তখন প্রতিশ্রুত ছিলেম যে, শীঘ্রই পুষ্করতীর্থে গিয়ে, তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব; এক্ষণে কুশলে আছ ত?

শঙ্খচূড়। প্রভো! দাস আপনাকে প্রণিপাত ক'র্‌চে। (প্রণাম)

তুলসী। দাসী তুলসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

ব্রহ্মা। মা তুলসি! আমার আগমনের কারণ বোধ হয়, বুঝ্‌তে পেরেচ। এক্ষণে তোমরা আপনাপন পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ ক'রে, আমার আদেশে পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হও; আজ দৈত্য-কুলেশ্বর শঙ্খচূড়ের সহিত তোমার বিবাহ দিলাম। সর্ব্বদা হরিপরায়ণা হ'য়ে, হরি-অংশসম্ভূত দৈত্যেশ্বর শঙ্খচূড়ের সেবা কর। আমার বরে শঙ্খচূড় জগদ্বিজয়ী হবে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, সমস্ত পরাজয়-পূর্ব্বক দেবত্বের উপর আধিপত্য ক'র্‌বে। তুমি ইচ্ছাময়ী হ'য়ে,

শচীতুল্য সৌভাগ্যে ঐহিকের সুখসম্ভোগপূর্ব্বক যথাকালে হরিদর্শন-লাভ ক'র্‌বে। এই ধর মা, পতির করধারণ কর। (পরস্পরের করধারণ)

গীত।

কঠোর কামনার ধনে ধর সম্প্রীতি।
দৈত্যকুলের পূর্ণচন্দ্র হইলেন আজ তব পতি॥
লভিয়ে সুগৌরবে, সদা ইচ্ছাময়ী হবে,
গন্ধর্ব্ব-দেব-দানবে সেবিবে তোমারে সতি॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

[হিমালয়-প্রান্তর]

নারদের প্রবেশ।

নারদ। বৃদ্ধির আতিশয্যই পতনের মূল। যেখানে অতি বৃদ্ধি, সেইখানেই অচিরাৎ পতন; এটী যেন জগতের একটী অখণ্ডনীয় নিয়ম। দেবতা দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সকলেই এই অখণ্ডনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী। এ নিয়ম শুদ্ধ জীবজগতের নয়, জড় প্রকৃতিতেও এর ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। 'অসার বৃক্ষলতাদি যেমন অকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,

পতনও তেমনি অচিরে হ'য়ে থাকে। আবার সামান্য প্রস্তরস্তূপ অতি অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে, কালে প্রকাণ্ড পর্ব্বতরূপে পরিণত হয়, অথচ তার স্থায়িত্বও বহুকালব্যাপী। দাম্ভিকের দর্প অচিরেই চূর্ণ হ'য়ে থাকে। সামান্য কীটপতঙ্গ হ'তে স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত, এমন কি, আমার পিতা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাও আত্মাভিমান জন্য দণ্ডের হস্তে নিস্তার পান নাই, শঙ্কর-কর্ত্তৃক তাঁর শিরশ্ছেদনই তার প্রমাণ। শিবসেবক সুমালী দানবের প্রতি শূলাঘাত করাতে, শূলপাণির হস্তে সূর্য্যের, সুদর্শন কর্ত্তৃক দুর্ব্বাসার, ইন্দ্র কর্ত্তৃক পর্ব্বতগণের দর্প চূর্ণ হয়। আবার যে ইন্দ্র দাম্ভিক পর্ব্বতগণের দর্প হরণজন্য লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতের পক্ষ ছেদন করেন, সেই ইন্দ্রই এখন আত্মাভিমানে মত্ত হ'য়ে, শিবক্রোধানলে পতিত হ'য়েছেন এবং অচিরেই যে শ্রীভ্রষ্ট হবেন, তারও পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হ'চ্চে। ইন্দ্রত্বহরণের জন্যই শাপভ্রষ্ট শ্রীদামের শিবকোপানলে দানবী শঙ্খচূড়রূপে উৎপত্তি; তবে যে এখনও কার্য্যের কোন উদ্যোগই দেখ্‌চি নে, কেবল নারদ উদ্যোগী না হওয়াই তার কারণ। পিতা ব্রহ্মা আমাকে ইন্দ্রদর্প হরণের জন্য দানবকুলকে উত্তেজিত কর্‌বার অনুমতি দিয়েছেন; আমিও আজ সেই পিতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থে দৈত্য-পুরী অভিমুখে যাত্রা ক'রেচি; কিন্তু এ কার্য্যের পরিণাম হবে কি? দর্পান্ধ ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হবেন, শঙ্খচূড় স্বর্গাধিকার ক'র্‌বে, পরে আবার যথাকালে ইন্দ্রও পূর্ব্বসম্পদ প্রাপ্ত হবে, শঙ্খচূড়ও দানবদেহ পরিত্যাগ ক'রে, স্বধামে চ'লে যাবে। ওদিকে আমি যে তুলসীকে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে কঠোর তপানুষ্ঠান শিক্ষা দিয়েছিলাম, সেও ইহলোকে শচীতুল্য সৌভাগ্যশালিনী হ'য়ে পরলোকে ত্রিলোকপূজিত নিত্যলোক গোলোকধামে স্থান প্রাপ্ত হবে। কালে সকলের অভীষ্টই পূর্ণ হবে,

কিন্তু আমি যে পরের কার্য্যের জন্য এত বিব্রত, আমার এ ব্রতানুষ্ঠানের ফল কি হবে? আমি ধ্রুবকে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেচি, প্রহ্লাদকে হরিনাম শিক্ষা দিয়েছি, তারাও সাধনক্ষেত্রে সেই ধনকে মূলধন ক'রে এ সংসারব্যবসায় পশার রেখে, শেষে সারধন সারাৎসার হরি-পাদপদ্ম লাভ ক'রেচে! গয়াসুরকে হরিনাম দিয়েছিলাম; সেও সেই সম্পদ হ'তে পরমপদ লাভ ক'রে, শেষে হরিপদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং নিস্তার পেয়েচে, আর এই জগজ্জনের নিস্তারের পবিত্র পথ বিস্তার ক'রে রেখেচে। এ ব্যবসায়ে যখন যাকে দীক্ষিত ক'রেচি, সেই যথেষ্ট লাভবান্ হ'য়েচে; কিন্তু আমি এ ক'র্‌লাম কি! লাভের জন্যই ত ব্যবসা করা; তা আমার কাছে মূলধন নিয়ে কত জন কত ধনলাভ কর্‌লে; আর আমি লাভের কথা দূরে থাক্, শেষে যে মূলধন পর্য্যন্ত রাখ্‌তে পারলেম না! আজ চ'ল্‌লাম কি না শঙ্খচূড়কে ইন্দ্রদমনের যুক্তি দিতে; কিন্তু নিজের দেহ-স্বর্গে যে ইন্দ্রিয়গণ স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠ্‌ল, তাদের দমনের জন্য কি যুক্তি ক'র্‌লাম! পিতা ব্রহ্মা আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তোমাকে কেবল বৃথা ভ্রমণ ক'র্‌তে হবে; সে অমোঘ পিতৃবাক্যের ফল যাবে কোথা! আমাকে যে সে ফলভোগ ক'রতেই হবে। হে দীনবন্ধু হরি! এ দীনহীনের গতি কি হবে? কেবল বৃথা ভ্রমণেই কাল গত ক'র্‌লাম, গতির সঙ্গতিও কিছু ক'রলাম না; তুমি নিয়ন্তা, যেমন কার্য্যে নিযুক্ত ক'রচ, তাই ক'র্‌চি; এখন কৃপা ক'রে পদকল্পতরুমূলে স্থান দাও; বিষম মায়াঘোরে প'ড়ে আর কত দিন ঘুরে বেড়াব।

[হিমালয়—দৈত্যপুরী]

দানবমন্ত্রী ও বয়স্যের প্রবেশ।

মন্ত্রী। বয়স্য! রাজধানীর চতুর্দ্দিকে দৃঢ়ভিত্তি দুর্গ-প্রাচীর প্রশস্ত পরিখাদি কেমন সুপ্রণালীতে নির্ম্মিত হ'য়েচে বল দেখি?

বয়স্য। আজ্ঞে উত্তম, অতি উত্তম, খুব উত্তম; যেমন প্রাচীর, তেমনি পরিখা; যেমন মজবুত, তেমনি অদ্ভুত; সেই উঁচু প্রাচীর ভেঙ্গে মশামাছির পর্য্যন্ত প্রবেশ করবার সাধ্য নাই।

মন্ত্রী। দুর্গবেষ্টিত পরিখাও অতি আশ্চর্য্যরূপে খনন করা হ'য়েচে; সহসা দেখ্‌লে যেন বিস্তীর্ণ সমুদ্রবিশেষ ব'লেই বোধ হয়।

বয়স্য। সমুদ্রবিশেষ কি! ঠিক সমুদ্র—হুবহু সমুদ্র, এ পার হ'তে ওপার দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; আবার ওপার হ'তে এপার নজর হয় না!

মন্ত্রী। স্থূল কথা, সে দৃঢ়ভিত্তি দুর্গ ভগ্ন ক'রে, শত্রু প্রবেশের কোন আশঙ্কা নাই।

বয়স্য। শত্রু-প্রবেশ! সে পাঁচীল ভেঙ্গে পাখী উড়ে যাবার যো নাই, তার আবার শত্রু-প্রবেশ,—সে দুর্গ কোন জন্মে ভাঙ্‌বে না।

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খচূড়। যতদিন পর্য্যন্ত এই ভাগ্য-দুর্গ ভগ্ন না হবে, ততদিন এ দুর্গও অক্ষয় থাক্‌বে; আবার এ দুর্গও যে দিন ভঙ্গ হবে, তোমাদের নির্ম্মিত দুর্গ যতই কেন দৃঢ় কর না, সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিসাৎ হবে।

বয়স্য। আজ্ঞে, আমারও ঐ ভয়, আপনার ভাগ্য-দুর্গ ভাঙ্‌লে রাজ্য যাবে; আমার মার্গ-দুর্গ ভাঙ্‌লে জগৎ অন্ধকার হবে;

ভাগ্যদেবতা আর মার্গ-দেবতা যে কখন কি খেলা খেলেন, কিছুই বলা যায় না। ছুবার ছড্‌কা নাম্‌লেই অমনি ভবের চরকা কাটা ফুরাল।

মন্ত্রী। তা বটে, কিন্তু তা ব'লে শুদ্ধ ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকাও কর্ত্তব্য নয়।

বয়স্য। কথনই না, এক দণ্ডও না।

শঙ্খচূড়। নিজের চেষ্টা বৃথা মাত্র; ভবিষ্যতের লিপি অখণ্ডনীয়।

বয়স্য। আজ্ঞে, নিজেব চেষ্টা মিথ্যা বৈ কি, একবারে বৃথা; সম্পূর্ণ নিষ্ফল। অদৃষ্টের লিখনই ঠিক্।

মন্ত্রী। তা ব'লে কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে, কে কবে নিশ্চিন্ত-চিত্তে কালযাপন ক'রেচে? এই দৈত্যকুলে যে সকল মহাত্মা জন্ম-গ্রহণ ক'রেচেন, তাঁরাই স্বীয় অধিকার বিস্তার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে, শেষে দেবত্বের উপর আধিপত্য লাভ ক'রে গিয়েছিলেন; তাঁরা দৈব অপেক্ষা পুরুষকারকেই প্রধান ব'লে জান্‌তেন। জগতে সকল কার্য্যই যত্নসাধ্য, চেষ্টায় না হয় কি?

বয়স্য। তাই ত বটে, আমারও ঐ কথা, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?

শঙ্খচূড়। আমিত জানি ভাগ্যই মূল।

বয়স্য। আজ্ঞে, তা আর বল্‌চেন, ভাগ্য যে মূল তা কি আর একবার ক'রে? শাস্ত্রেই ব'লেচে "কপালং কপালং কপালং মূলঃ।" অর্থাৎ পুরুষের কপাল কেমন? না, মূলোর মত, মূলো যেমন একবার ওপ্‌ড়োলে আর গজায় না, পুরুষের কপালও তেমনি একবার ভাঙ্‌লে আর গড়ে না।

মন্ত্রী। তুমি ত সকল পক্ষেই আছ হে।

শঙ্খচূড়। যাক্ যাক্, যদি নিয়তি অপেক্ষা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান

করা কর্ত্তব্য হয়, তবে যতদূর পার সৈন্যসংখ্যা বিস্তারের চেষ্টা কর, উপস্থিত দুর্গমধ্যে কত সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েচে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, সৈন্যসংগ্রহ যথেষ্টই হ'য়েচে, তবে সংখ্যার পরিমাণ ঠিক বল্‌তে পার্‌চি না।

বয়স্য। তা পার্‌বেন কেমন ক'রে? সে কি গণে ঠিক কর্‌বার যো আছে?

মন্ত্রী। সেনাপতিগণকে আদেশ করা হ'য়েচে, প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে অন্ততঃ বিংশতি সহস্রের ন্যূন সৈন্য না থাকে; সেনাপতির সংখ্যাও শতাধিক, সুতরাং সৈন্যসংখ্যা বিংশতি লক্ষের কম না হওয়াই সম্ভব।

বয়স্য। আজ্ঞে কম কি! আমি এক একটী ক'রে গণে দেখেচি, মন্ত্রী মশাই যা বল্‌লেন তাই ঠিক। সেনা, সেনাপতি, রথ, রথী, উট, খচ্চর, ঘোড়া, হাতী, অস্ত্র, শস্ত্র বিস্তর জোগাড় হয়েচে, কিছুরই অভাব নাই।

শঙ্খচূড়। এখনও অনেক অভাব।

বয়স্য। আজ্ঞে, সম্পূর্ণই অভাব, বিস্তর অভাব।

মন্ত্রী। সে অভাব শীঘ্রই পূর্ণ করা হবে।

বয়স্য। শীঘ্র ব'লে শীঘ্র! অতি শীঘ্র, পলকের মধ্যেই পূর্ণ হবে; মন্ত্রী মশায় মনে ক'র্‌লে না হয় কি?

শঙ্খচূড়। মন্ত্রি! আমি যে অভাবের কথা বল্‌চি, সে অভাব অতি শীঘ্র পূর্ণ হবার উপায় নাই।

বয়স্য। আজ্ঞে, তা হবার যো কি! কিছুতেই হবার উপায় নাই।

মন্ত্রী। এমন কি অভাব আছে, যা দৈত্যনাথ শঙ্খচূড়ের অধিকারকালে অসম্পূর্ণ থাক্‌তে পারে?

বয়স্য। আমিও ত তাই বলি, এমন অভাব ত কিছুই দেখিনে, যা মহারাজের বাহুবলে অসম্পূর্ণ থাক্‌তে পারে।

মন্ত্রী। আমি মহারাজের আদেশমত স্থপতি-বিদ্যাবিদ্ কৃতবিদ্য শিল্পিগণকে পুরীনির্ম্মাণে নিযুক্ত ক'রেচি; তাদের কার্য্যও প্রায় সমাধা হ'য়েচে। এক্ষণে মহারাজ একবার পরিদর্শন ক'র্‌লেই জান্‌তে পার্‌বেন।

শঙ্খচূড়। অবশ্য, দুর্গবেষ্টিত প্রাচীর, পরিখা, উদ্যান, সরোবর, ইত্যাদি কিরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হ'য়েচে, একবার পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য।

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। মহারাজ! অভিবাদন করি। দানবেশ্বর! হিমালয়ের উত্তরপ্রান্তে যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আছে, সেই স্থানে মহারাজের রাজধানী নির্ম্মিত হ'য়েচে; রাজধানীর চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ পরিখা, তার উপরে অত্যুচ্চ পর্ব্বতাকার প্রশস্ত প্রাচীর এবং তৎপরেই সৈন্যনিবাস; রাজপ্রাসাদ সকল শ্বেত, রক্ত, নীল লোহিতাদি বিবিধবর্ণের প্রস্তরের উপর বিবিধ কারুকার্য্য দ্বারা সুকৌশলে গঠিত হ'য়েচে, এবং নীলকান্ত, অয়স্কান্ত, পদ্মরাগ, মরকত আদি মণি সকলের দ্বারা সৌধমধ্যভাগ সুসজ্জিত করা হ'য়েচে। উদ্যান, সরোবর সকলও অতুল-শোভায় শোভিত হ'য়েচে; এক কথায়, যা কিছু শোভার আধার, তার কোনটীরই অভাব নাই।

শঙ্খচূড়। অদ্যই তবে সে সকল পরিদর্শনার্থে গমন করা কর্ত্তব্য, কেমন বয়স্য! তোমার গমন হবে ত?

বয়স্য। আজ্ঞে না, আমি সেখানে যাব না। আঃ! সাদা, কাল, লাল, নীল পাথরের উপর চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, পদ্মরাগ, মরকত এই সব

জহরৎ বসিয়ে ইমারৎ বানিয়ে কেরামৎ ক'রেচে, তাই দেখ্‌তে যেতে হবে! আর তাই দেখ্‌লে আমার পেট ভ'র্‌বে, কেমন?

মন্ত্রী। ভাল, তোমাব মতে কি কিছু অপূর্ণ আছে?

বয়স্য। অপূর্ণ! সম্পূর্ণই অপূর্ণ। আরে ও রকম ত আজকাল নয় নচ্ছারে ক'র্‌চে। কতকগুলো ফলফুলের বাগান, জলের পুকুর, আর পাথরের ইমারৎ, এই বানিয়ে ভারি কেরামৎ ক'রেচেন আর কি? এমন বাগান বানাও, যাতে চোখ জুড়াবে, মুখ জুড়াবে, জগৎ ঠাণ্ডা হবে। মিঠায়ের বাগান বানাও; কোন বৃক্ষের পত্র সকল চক্রাকার রুচিজনক লুচিরূপে পরিণত হবে, কোন বৃক্ষের ফল রসনার প্রিয়বন্ধু রসপূর্ণ রসগোল্লা, কোন বৃক্ষে মনোমোহন মণ্ডা মহাশঙ্খ, মনোহর মনোহরা, মহামান্য মিহিদানা, মতিচুর, প্রচুর পরিমাণে থাজা, গজা, সরভাজা, সরপুরিয়া সকল শাখায় শাখায় দোদুল্যমান হবে। আর শর্ম্মা, ত্রেতায় রুদ্রাবতার হনুমানকৃত রাবণের মধুবন ভঙ্গের ন্যায় জগৎ কম্পিত ক'রে, ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক এ বৃক্ষ হ'তে ও বৃক্ষে, ও বৃক্ষ হ'তে সে বৃক্ষে পতিত হ'য়ে, সেই সকল থাজা, গজা, সরপুরিয়া, উদর পুরিয়া আহার করতে থাক্‌বেন। অপরদিকে মায় খিড়্‌কীর পুকুর পর্য্যন্ত ক্ষীর ক্ষীরসায় পূর্ণ হবে; পুরীবেষ্টিত পরিখাদি অতি সুমধুর দধিনদীরূপে পরিণত হবে; আর শর্ম্মা, সমুদ্রশোষণকারী অগস্ত্যবৎ, চোঁ চোঁ শব্দে উদরস্থ ক'র্‌তে থাক্‌বেন। কোন মহাবৃক্ষে নবীন নধর রাজপুত্রবৎ নবজলধর শ্যামসুন্দর কালবরণ অজাপুত্র সকল লম্ববান্ হ'য়ে, মধুর ভ্যা ভ্যা রবে কর্ণ-কুহর পবিত্র ক'রতে থাক্‌বে। আর শর্ম্মার যখন ইচ্ছা, সেই সকল পণ্টকীফল চয়ন ক'রে, যথারীতি অগ্নিসংস্কার দ্বারা— আর ব'ল্‌তে পার্‌লাম না, মুখ দিয়ে জল স'র্‌চে। দোহাই ধর্ম্মাবতার, একটী

যোগাড় করে দিন; দেখ্‌বেন, দিন দিন আপনার রাজশ্রী বৃদ্ধি হবে।

মন্ত্রী। ভাল, এখন চল; সে পক্ষে বিবেচনা করা যাবে।

শঙ্খচূড়। মন্ত্রি! দেখ দেখ, আমি পুষ্করতীর্থে মন্ত্রসিদ্ধ হওয়ার পর, যে মহাত্মা একবার দর্শন দিয়েছিলেন, যিনি পতিব্রতা তুলসীকে হরি-সাধনব্রতে দীক্ষিতা ক'রেছিলেন, সেই মহাত্মা নারদ আজ আমাদের নিকট আগমন ক'র্‌চেন। চল, সকলে সমাদরের সহিত দেবর্ষির পাদবন্দনা করে কৃতার্থ হই। (নারদের প্রতি) আসুন, আসুন দেবর্ষে! আজ দানবকুলের সৌভাগ্য যে, দেবারাধ্য পদরজ আজ দানবপুরীতে পতিত হ'ল! এক্ষণে প্রণাম করি, কৃপাদৃষ্টিপাতে কৃতার্থ করুন।

মন্ত্রী। প্রভো! দানবেশ্বর শঙ্খচূড়ের মন্ত্রী, প্রণাম করি, পদরজদানে ধন্য করুন।

বয়স্য। প্রভো! আমি দানবকুলের ভুষণ্ডী কাক! অনেক দেখ্‌লাম, দেখ্‌বও অনেক। এক্ষণে প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন উঠ্‌তে পারি। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে গিয়া ভূতলে পতন) এই গো, বুঝি আর উঠ্‌তেও পার্‌লাম না। মন্ত্রী মশায়! তুলে ধর গো, পেটের ভারে নীচে টান ধ'রেচে; (অতি কষ্টে উঠিয়া) ও বাবা! ভাল প্রণাম ক'র্‌তে গিয়েছিলাম! অগস্ত্যকে প্রণাম কর্‌তে গিয়ে, বিন্ধ্যগিরির যে দশা হয়েছিল, ভাবলেম বুঝি আমারও সেই দশা হ'ল।

শঙ্খচূড়। প্রভো! সম্প্রতি কিজন্য দাসের ভবনে আগমন ক'রেচেন? অনুমতি করুন, সাধ্যমতে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন ক'রে ধন্য হই।

নারদ। দানবেশ্বর! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন উর্ব্বর-

ক্ষেত্রে স্বহস্তে বীজ-রোপণ করা যায়, তাহ'লে সেই বীজোৎপাদিত বৃক্ষে কি ফল ধারণ করে, তা দেখ্‌তে কি আগ্রহ জন্মে না?

শঙ্খচূড়। অবশ্যই আগ্রহ জন্মে; বরং যথাকালে সেই বীজোৎপাদিত তরুতে সুফল ধারণ ক'র্‌লে, রোপণকর্ত্তার সমধিক আনন্দের কারণই হ'য়ে থাকে।

নারদ। আমার একটী স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষের ফলধারণকাল উপস্থিত জেনে, আজ আনন্দের সহিত দর্শন ক'র্‌তে এসেচি। অতি বালিকা-কালেই তোমার সহধর্ম্মিণী তুলসীর হৃদয়রূপ উর্ব্বরক্ষেত্রে, আমি স্বহস্তে হরিনামবীজ রোপণ ক'রেচি, বীজও যথাসময়ে অঙ্কুরিত হ'য়ে, ক্রমে ফলধারণকাল প্রাপ্ত হ'য়েচে; কিন্তু পাছে তুলসী, রোপণকারীকে বঞ্চিত ক'রে, সেই কল্পবৃক্ষজাত মোক্ষফল একা অধিকার করে, সেই জন্যই একবার স্মরণ করিয়ে দিতে এসেচি। বৃক্ষ বা বৃক্ষজাত ফলে ক্ষেত্রস্বামীর পূর্ণাধিকার থাক্‌লেও, রোপণ-কর্ত্তা শ্রমভাগে বঞ্চিত হয় না। আমি বৃক্ষ রোপণকাল হ'তেই মনে মনে আশা ক'রে আস্‌চি যে, তুলসীর উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে হরিনামবীজ রোপণ ক'র্‌লে, সে বীজোৎপাদিত তরু অল্পকালেই শাখা-পল্লব বিস্তার ক'র্‌বে; আমিও পাপ-তাপময় সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ ক'রে, কলুষতাপে তাপিত হ'য়ে, সেই রোপিত তরুর শীতল ছায়ায় ব'সে শীতল হব; এবং যথাকালে সেই কল্পবৃক্ষ হ'তে মোক্ষফল লাভ ক'রে, জীবন সফল ক'র্‌ব। আসাও সেইজন্য, এখন জিজ্ঞাসা করি—সকলে কুশলে আছ ত?

শঙ্খচূড়। প্রভুর প্রসাদে সমস্তই মঙ্গল; তুলসী আপনার দাসী, আমি আপনার চিরদাস; দাসদাসীর ভবনে মধ্যে মধ্যে পদরজ প্রদান করাই ত প্রভুর কর্ত্তব্য।

নারদ। তোমার সৌজন্যে শুদ্ধ আমি কেন, সকলেই বাধ্য; সম্প্রতি শুন্‌লেম, তুমি একটি ইন্দ্রালয় হ'তেও শ্রেষ্ঠতর পুরী নির্ম্মাণ ক'রেচ? সেইটি দেখ্‌বার বাসনা ছিল, দেখেও এলেম।

শঙ্খচূড়। প্রভো! জগতে আপনার ত কোন স্থানই অবিদিত নাই! বিশেষতঃ অমরাবতীতে সর্ব্বদাই গতিবিধি আছে; সেইজন্যই জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, জগতের যাবতীয় শিল্পিপ্রধানগণকে নিযুক্ত রেখে, যে সুরম্য পুরীটী নির্ম্মিত হ'য়েচে, তার সঙ্গে ইন্দ্রালয়ের শোভা-সমৃদ্ধির কোন তারতম্য আছে কি?

নারদ। 'কি ব'ল্‌লে! তোমার সে অকিঞ্চিৎকর সামান্য সম্পদের সঙ্গে ইন্দ্রালয়ের উপমা? পর্ণকুটীরে আর পূর্ণসৌধমালায়? খদ্যোৎ-দ্যুতিতে আর বিদ্যুৎ-আলোকে, সমুদ্রে আর গোস্পদে উপমা? জগতে যা কিছু অপূর্ব্ব, যা কিছু অমূল্য, তাই ইন্দ্রালয়ে; যার বাহন উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত; উদ্যানশোভা যার পারিজাত, বিলাস-কানন নন্দনবন, সেই বাসববিভবের সঙ্গে দানব-সম্পদের তুলনা?

শঙ্খচূড়। প্রভো! যা ব'ল্‌লেন, তা সত্য; উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, পারিজাত এ সমস্তই ইন্দ্রের গৌরবের বস্তু বটে; কিন্তু যে বস্তুর দ্বিতীয় নাই, তার স্থান কিরূপে পূর্ণ হ'তে পারে?

নারদ। যে বস্তুর দ্বিতীয় নাই, যার তুল্য নাই, যার মূল্য নাই, সেই অদ্বিতীয় বাসব-বিভবের সঙ্গে তোমার এ অকিঞ্চিৎকর সম্পদের তুলনা করাই কেবল আপনার ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় প্রদান করা মাত্র; কিন্তু দানবকুলের মধ্যে কেউ যে কখন সে সম্পদ সম্ভোগ করেন নাই, তা নয়। মহাবীর বৃত্রাসুর, ত্রিলোক-বিজয়ী ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি দৈত্যকুলের কীর্ত্তিমান্ মহাত্মাগণ সকলেই একদিন সগৌরবে বাসবাধিকৃত সম্পদ সুখে সম্ভোগ ক'রে গেচেন।

শঙ্খচূড়। একের অধিকার হরণপূর্ব্বক স্বাধিকার স্থাপন ভিন্ন ত উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত অধিকার সুখসম্ভোগের উপায়ান্তর নাই; হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি যে সকল দৈত্যকুলের কীর্ত্তিমান্ মহাবীরগণের নামোল্লেখ ক'র্‌লেন, তাঁরা বাহুবলে স্বর্গবিজয়পূর্ব্বক ইন্দ্রের সম্পদ অপহরণ ক'রেছিলেন।

নারদ। তাঁদের স্বর্গবিজয়-উপযোগী বাহুবল ছিল; সুতরাং বৈর-নির্য্যাতনে ক্ষান্ত না থেকে, ইন্দ্রকে স্থানচ্যুত ক'রেছিলেন; তোমাতে যদি সে বল, সে বীর্য্য থাক্‌ত, তুমিও সে আশা ক'র্‌তে পার্‌তে।

শঙ্খচূড়। প্রভুর প্রসাদে এ দাস তাতেও অসমর্থ নয়; তবে পরার্থহরণে অবশ্যই পাপ আছে, এইটিই আমার বিশ্বাস।

নারদ। অবশ্য দুর্ব্বলের পক্ষে সে বিশ্বাস শান্তিলাভের কারণ বটে; কিন্তু দানবদলের মধ্যে যাঁদের অতুল বলবীর্য্য ছিল, জয়লক্ষ্মীকে যাঁরা বীরভোগ্যা ব'লে জান্‌তেন; বাসবের গৌরবের ধন ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবাদি কেবলমাত্র দেবতার সম্পদ নয়, দেব-দানব, উভয় দলের শ্রমলব্ধ ধন ব'লে যাঁদের জানা ছিল; তাঁরা বাহুবলে সে সকল অধিকার করে, জগতে অতুল বীরকীর্ত্তি রেখে, অনন্তধামে চ'লে গিয়েচেন।

শঙ্খচূড়। উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত প্রভৃতি দেবতার সম্পদ, বাসবের অধিকৃত ধন; সে সব অসুরের শ্রমলব্ধ কিরূপে?

নারদ। অসুরের পূর্ণাধিকার না থাক্, দেব-দানব উভয়দলে একত্রে সমুদ্রমন্থন করাতে, যখন ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, পারিজাত, সুধা ইত্যাদি সমুত্থিত হ'য়েছিল, তখন এ সকলে উভয়দলের তুল্যাংশ থাকাই অবশ্য ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি অসুরগণ দেবতাদের কুটিল বুদ্ধির

নিকটে চিরকালই পরাজিত ; কাজেই সেই কুটিল দেবচক্রে পতিত হ'য়ে, দানবেরা সকল বিষয়েই বঞ্চিত ; আর উভয়দলের শ্রমলব্ধ ধনে বাসবই একা অধীশ্বর হ'লেন। এখন সে সকল দেবতার ধন, ইন্দ্রের সম্পদ ; অসুরের লাভের মধ্যে বাসুকির বিষনিশ্বাস, আর প্রাণান্ত পরিশ্রম। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, শুম্ভ, নিশুম্ভ, ত্রিপুরাসুর, বৃত্রাসুর প্রভৃতি মহাত্মারা এ বৈমাত্রেয় বিসম্বাদের মূল কারণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন ; প্রতিকার-যোগ্য বাহুবলও পেয়েছিলেন ; সুতরাং বাহুবলে দেবদলকে নির্জ্জীত, ইন্দ্রকে স্বর্গভ্রষ্ট এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে, দানবাধিকার বিস্তারপূর্ব্বক বীরগতি লাভ ক'রেচেন। তুমিও সেই কীর্ত্তিমান্ বংশের বংশধর সত্য, কিন্তু সে বংশোচিত বলবীর্য্য তোমাতে আছে কি না, কেমন ক'রে জান্‌ব ? ক্ষেত্রে ধান্যবীজ রোপণ ক'র্‌লে সমস্তই যে সারগর্ভ হয়, তা নয় ; তণ্ডুলহীন অসারভাগও উৎপন্ন হ'য়ে থাকে।

শঙ্খচূড়। প্রভো! যথেষ্ট হ'য়েচে, আর না,—আর লজ্জা দেবেন না ; প্রকৃতপ্রস্তাবে এ সকল গূঢ় বৃত্তান্ত আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। দেব-দানবের চিরবৈরভাব চ'লে আস্‌চে, সে কেবলমাত্র বৈমাত্রেয় বিবাদ ব'লেই আমার ধারণা ছিল ; দুর্বৃত্ত দেবদলের এতদূর চক্রান্ত ! এতদূর বঞ্চনা ! ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, পারিজাত প্রভৃতি সিন্ধু-গর্ভজাত রত্নাদিতে দেবদানব উভয়পক্ষের তুল্যাধিকার সত্ত্বেও দুরাত্মা দেবগণ কৌশলে দানবগণকে বঞ্চিত ক'রে, সে সকল পূর্ণাধিকারে সম্ভোগ ক'র্‌চে ! এ কথা যদি পূর্ব্বে জান্‌তেম, তা হ'লে বোধ হয়, আজ আপনার নিকট এতদূর লজ্জিত হ'তে হ'ত না ; এতদিন অমরাবতী উৎপাটিত ক'রে সিন্ধুগর্ভে নিমগ্ন কর্‌তাম, হয় দেবগণ দৈত্যকুলের ভৃত্যভাবে পদপূজা ক'র্‌ত, নয় অমর নামের অস্তিত্ব

পর্য্যন্ত থাকৃত কি না সন্দেহ। দুরাত্মা বাসবের এতদূর অত্যাচার, এতদূর স্বার্থপরতা—

নারদ। ইন্দ্র যে দানবগণের সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই, এ কথা কে না বল্‌বে? দেবদানবের পরস্পর বৈমাত্রেয় সম্বন্ধ, স্বতরাং বৈমাত্রেয় সম্বন্ধ স্থলে ঈর্ষার অধিকার যেন স্বতঃসিদ্ধই হ'য়ে থাকে; তবে সেই ঈর্ষাভাব সংযত রেখে সদ্ভাবস্থাপন ক'র্‌লে, কালে আর জ্ঞাতি-বিরোধানল প্রবল হ'তে পারে না; অথচ জ্ঞাতিগণের পক্ষে বিশেষতঃ বাসবের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্যও তাই, কিন্তু সে ঈর্ষাভাব সাম্য রাখা দূরে থাক, দেবদানবে যে এতদূর বৈরভাব দাঁড়িয়েছে, একমাত্র বাসবই তার মূল কারণ; সমুদ্র মন্থনকালে উভয়পক্ষের যে পরিশ্রম, তাত আমি স্বচক্ষেই দেখেচি; মন্থনদণ্ডের জন্য মস্তকে মন্দার পর্ব্বত বহন ক'র্‌তে দানবগণ, আবার বাসুকীর শিরোভাগ ধারণ ক'রে বিষম নিশ্বাসবিষে দগ্ধ হ'তেও দানবগণ; কিন্তু সুধাপানের সময় দেবতারা; আর উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, রত্নাদি অধিকার ক'র্‌তে ইন্দ্র; শুদ্ধ কি এই সকল বিষয় বঞ্চিত ক'রেই ক্ষান্ত হ'য়েছে! বাসবের এক একটী কথা স্মরণ ক'র্‌লে তাঁকে দেবরাজ ব'লে সম্বোধন ক'র্‌তেও ঘৃণা বোধ হয়। ভ্রাতৃ-বিরোধেই হ'ক্ বা জ্ঞাতি-বিরোধেই হ'ক্, সম্মুখযুদ্ধে জয়পরাজয় বীরধর্ম্ম; তাতে বীর-ব্রতধারী দেবদানবের পক্ষে দোষাবহ না হ'তে পারে; কিন্তু কৌশলে, কপটাচারে, দানবগণকে যথার্থ প্রাপ্য ভাগে বঞ্চিত করা, অবৈধ আচরণে জম্ভাসুরকে বিনাশ করা, কদর্য্যাচরণে নমুচি দানবকে সংহার করা কি বাসবের নিতান্ত নীচাশয়ের ন্যায় ব্যবহার হয় নাই? এ সকল তত্ত্ব দৈত্যকুলের কোন মহাত্মারাই অবিদিত ছিলেন না; তুমি বালক, স্বতরাং এ সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত না থাকাই সম্ভব;

অথচ অপ্রতিবিধেয় বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকাই ভাল, কারণ এ সকল অবগত হওয়াতে বিষম বিদ্বেষের সহিত বৈরনির্য্যাতনস্পৃহানল প্রবল হ'য়ে উঠে; তবে কেউ শাণিত অসি সহায়ে শত্রু-শোণিতে সে অনল নির্ব্বাণ ক'রেচেন; আর যিনি সে বলে বঞ্চিত, তাঁকে সেই ঈর্ষানল শুষ্ক-বৃক্ষের কোটরস্থিত অগ্নির ন্যায় মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ ক'রে থাকে। তাই বলি—তোমার এ সকল অপরিজ্ঞাত থাকাই ভাল; জেনে কেবল মর্ম্মাগ্নিতে দগ্ধ হওয়া বৈ ত নয়। যা পেয়েচ, তাতে ভুলে থাকাই ভাল। ছি ছি, আত্মকার্য্যে এত বিস্মৃতি।

শঙ্খ। (স্বগতঃ) তাইত, সম্পূর্ণ বিস্মৃতি! পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে লুপ্ত। ধন্য মহিমণ্ডলের মহীয়সী মায়ার কুহক! বোধ হয়, আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত ক'র্‌বার জন্যই দেবর্ষির আগমন। (নারদের প্রতি) প্রভো! আর না, প্রভুর প্রসাদে দাসের পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হ'ল; আর অনলে আহুতি দেবেন না, যথেষ্ট হ'য়েচে। দৈত্যকুলের পক্ষে এ হ'তে তীব্র ভর্ৎসনা আর কিছুই নাই। বৈরনির্য্যাতনে অক্ষম হ'য়ে, শত্রুশোণিতে ক্রোধাগ্নি শীতল ক'র্‌তে না পেরে, আপন মর্ম্মাগুণে আপনিই দগ্ধ হব; এখনও দৈত্যকুলের সে দুর্দ্দিন হয় নাই। বীরপ্রসূতি দানব-রমণীগণ এখনও মাংসপিণ্ড প্রসব করে নাই! সিংহবনিতার গর্ভে এখনও শৃগালের উৎপত্তি হয় নাই! একা বাসব কি—যদি শত সহস্র ইন্দ্র বজ্র ধারণ ক'রে সম্মুখসমরে সমাগত হয়, তা হ'লে এক একটী বাসবকে এক একটী মশক হ'তেও ক্ষুদ্র জ্ঞান করি। আজ প্রভুর সমক্ষে জগৎ সাক্ষী ক'রে অমরনির্য্যাতন-রূপ মহাব্রত পালনার্থে এই অস্ত্র ধারণ ক'র্‌লাম। স্বর্গ দেবশূন্য না ক'রে, দৈত্যকুলের চিরশত্রু আদিত্যগণকে পশুবৎ দলিত না ক'রে, আর এ অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌ব না। দৈত্যকুলের দাসত্বজীবি

ভৃত্যভাব ভিন্ন স্বাধীনভাবে দেবনামধারী প্রাণীমাত্র স্বর্গে থাক্‌তে যদি অস্ত্র ত্যাগ করি, তা হ'লে অধিক আর কি ব'ল্‌ব, চরাচর বিশ্বসংসারকে সাক্ষী ক'রে প্রভুর পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি, তা হ'লে যেন আমাকে স্বর্গগত দৈত্যকুলের কোটী পুরুষের সহিত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপের জন্য অনন্তকাল নরকে বাস ক'র্‌তে হয়। (সেনাপতির প্রতি) যাও সেনাপতি, এই দণ্ডে—এই মুহূর্ত্তে সৈন্য-গণকে প্রস্তুত হ'তে অনুমতি দাও গে; অমরবিজয় মহাব্রত উদ্‌যাপন ভিন্ন দৈত্যনামধারী কেউ যেন আর শিবিরে প্রত্যাগত না হয়। অদ্যই সসৈন্যে স্বর্গদুর্গ আক্রমণ ক'র্‌তে হবে। যাও, এই মুহূর্ত্তে— (নারদের প্রতি) প্রভো! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পিতৃকুলের পূর্ব্বরিপু অমরদল দলন ক'রে প্রতিজ্ঞা পূরণে সমর্থ হই।

নারদ। কথাপ্রসঙ্গে অনেক কথাই প্রকাশ ক'র্‌লাম; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, দৈত্যদেহ ধারণের কর্ত্তব্য ব্রত পালন ক'রে সময়ের কার্য্য সময়ে সম্পন্ন কর; আমি এক্ষণে বিদায়। (স্বগতঃ) আমি যখন যে ক্ষেত্রে যে বীজ রোপণ ক'রেচি, তাই অঙ্কুরিত হ'য়ে যথাকালে সুফল ধারণ ক'রেচে। দানব শঙ্খচূড়ের হৃদয়ক্ষেত্রে ইন্দ্রদর্প হরণের জন্য যে বিষম অমরজিগীষা-বীজ রোপন ক'র্‌লাম, এও ত সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হ'ল; অন্যের হৃদয়-ক্ষেত্রে বীজ রোপণ ক'র্‌লে কোনটীই নিষ্ফল হয় না; কিন্তু নিজের হৃদয়-ক্ষেত্র উর্ব্বর ক'র্‌তে পার্‌লাম কৈ? এ মরুভূমিতে যে কোন বীজই অঙ্কুরিত হ'ল না! তা হবে কেন, ভূমিতে বীজ রোপণের পূর্ব্বেই তার চতুর্দ্দিক রুদ্ধ ক'র্‌তে হয়; এবং সময়ে কর্ষণ ক'রে যাতে কু-বৃক্ষাদি বদ্ধমূল হ'তে না পারে তার উপায় ক'র্‌তে হয়। আমি এ ভূমির উর্ব্বরতা সাধনের জন্য কি চেষ্টা ক'রেচি! সময়ে কর্ষণাভাবে কতকগুলি

কণ্টক তরু এমনভাবে বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেচে যে, আর তাদের উৎপাটনের সাধ্য নাই; কাজেই এ মরুভূমিতে গুরুদত্ত বীজ অঙ্কুরিত হওয়া দূরে থাক, ক্রমেই শুষ্ক হ'য়ে গেল; সময়ে সুশস্য পাব ব'লে, সর্ব্বস্ব পণ ক'রে কৃষিকার্য্যে ব্রতী হ'লাম, কিন্তু লাভের আশা দূরে থাক্, শেষে যে রাজস্ব পর্য্যন্ত সংগ্রহ হ'ল না। আমি শুনেচি,—ভূস্বামী যদি যথানিয়মে প্রজার নিকটে রাজকর প্রাপ্ত না হন আর রাজস্বদানে অসমর্থ প্রজা যদি কাতর হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তা হ'লে দয়াবান ভূম্যধিকারী তাকে রাজকর হ'তে অব্যাহতি দিয়ে, সে ভূমি আপন অধিকারভুক্ত ক'রে থাকেন। আমিও ত এ ভূমির রাজকর সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌লাম না, এখন কাতর হ'য়ে ভূম্যধিকারীর নিকট জানাচ্চি,—আমাকে রাজস্ব হ'তে অব্যাহতি দিয়ে, তোমার নিজের ভূমি নিজস্ব ক'রে নাও। আর এ কর্ম্মভূমির কৃষিকার্য্যের জন্য, অকর্ম্মণ্য কৃষককে এ কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠিও না; এখন ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য, যথাসর্ব্বস্ব রাজস্বদায় গ্রহণ ক'রে একেবারে সংসার-পারাবার পার ক'রে দাও, আর যেন অসার ব্যবসার জন্য বারংবার এ সংসারক্ষেত্রে আস্‌তে না হয়।

গীত।

পার কর কাণ্ডারী হরি ভবসিন্ধুকূলে।
কাঁদিব কত কাতরে কোথায় দীনবন্ধু ব'লে॥
প'ড়েছি কুচক্রে হরি, ষড়চক্রে ভুলে,
সতত আবদ্ধ এ অভেদ্য মায়াজালে॥

কর হে কাণ্ডারী হরি মুক্ত এ জঞ্জালে,
অবিরত সহিব কত, দহিব দুঃখানলে,
যেদিনে কৃতান্ত আসি, ধরিবে সবলে,
যেন ভ্রান্তদাসে শান্ত হরি ক'র অন্তকালে ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

[অমরাবতী—দেবশিবির]

কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কার্ত্তিক। (স্বগতঃ) সহসা পূরিল দিক ঘোর কোলাহলে।
বহিল বিশুষ্ক বায়ু। দেবের গৌরব—
দেবেন্দ্র-আসন আজ টলিল অকালে।
স্খলিত সুরেন্দ্রশিরে কনক কিরীট।
দৃঢ়ভিত্তি দুর্গদ্বার ভাঙ্গিল সহসা।
অকস্মাৎ অনিমিত্ত ঘটিল ত্রিদিবে।
উঠিবে কি স্বর্গে পুনঃ অসুর-পতাকা ?
আবার কি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন দানবে ?
দনুজ-দাসত্ব-লিপি দেবের ললাটে—
আছে কি এখনো ? কিছু না পারি বুঝিতে।

বধিনু দুর্ব্বার দৈত্য দুরন্ত তারকে ;
দেবহিতে দেহত্যাগ করিয়া দধীচি
প্রদানিল পঞ্জরাস্থি ; নিরমিয়া তাহে
মহাবজ্র, বিনাশিল দেবেন্দ্র বাসব
দুর্বৃত্ত সে বৃত্রাসুর সমরবিজয়ী ;—
তদবধি নির্ব্বাপিত সমর অনল।
ভাবিলাম, এতদিনে শান্ত স্বর্গধাম ;
দৈত্যের দৌরাত্ম্য-মুক্ত আদিত্য সকলে।
বহুদিন নাহি রণ নিশ্চিন্ত বাসব ;
নিশ্চিন্ত অমরসেনা যুদ্ধচর্চ্চা ত্যজি।
মলিন দেবের অস্ত্র বিনা সঞ্চালনে,
সমর-বিরতি-চিহ্ন অমর-আয়ুধে ;
সহসা বিপক্ষরূপে পশিবে দানব,—
নির্জ্জীত দৈত্যের হবে পুনরভ্যুদয় ;—
উচিত সর্ব্বদা থাকা প্রস্তুত সমরে,—
এ ভাবী ভাবনা কে পারে ভাবিতে !
যা হ'ক্ যখন দৈত্য পশেছে ত্রিদিবে,
নিশ্চয় করিব তার প্রতিকার এবে।

দ্রুতপদে জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। সেনাপতি মহাশয় ! সর্ব্বনাশ হ'ল ! পঙ্গপালের মত দৈত্যসেনা দলে দলে স্বর্গের দিকে আস্‌তে আরম্ভ ক'রেছে।

কার্ত্তিক। তাতে আর সর্ব্বনাশ কি ? পতঙ্গশ্রেণীবৎ দৈত্যসেনা স্বর্গবেষ্টন ক'রেছে, অনলও প্রজ্বলিত আছে।

দূত। তাতে হবে কি গো?

কার্ত্তিক। অনলের নিকট পতঙ্গের যে গতি হ'য়ে থাকে।

দূত। সেটা কথার চেয়ে কাজে পরিচয় দেওয়াই দেব-সেনাপতির উপযুক্ত কাজ!

কার্ত্তিক। ভাল, কার্য্যেই পরিচয় দেওয়া যাবে। দূত! তুমি এই মুহূর্ত্তে বিশ্বকর্ম্মার নিকট যাও; স্বর্গে পুনর্ব্বার অসুর উপদ্রব উপস্থিত হবে, তা পূর্ব্বেই অনুমান করা হ'য়েছে, আর সেই জন্যই বিশ্বকর্ম্মার প্রতি অস্ত্রাদি সংস্করণের ও নূতন অস্ত্র নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হ'য়েছে। তুমি আবশ্যকমত অস্ত্রবাহকগণসহ সত্বরে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন ক'রে সমস্ত অস্ত্রাদি ল'য়ে এসে দুর্গমধ্যে রক্ষা কর এবং আমার নাম ক'রে ব'ল যে দ্বিতীয় আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত অস্ত্রনির্ম্মাণে ক্ষান্ত না থাকে; যাও, আর বিলম্ব ক'র না।

দূত। যে আজ্ঞে, তবে আমি চ'ল্লাম।

ইন্দ্র ও সূর্য্যের প্রবেশ।

সূর্য্য। সেনাপতি! শুনেছ কি স্বর্গের ঘটনা?

কার্ত্তিক। পূর্ণ নয় অংশমাত্র শুনি দূতমুখে,
নাহি জানি কোন্ দৈত্য রণোন্মত্ত এবে।

সূর্য্য। বিস্তারিয়া সমুদায় শুনিবে পশ্চাতে;
চিন্তার সময় আর নাহি শক্তিধর,—
বেড়িয়াছে দৈত্যসেনা স্বর্গ-দুর্গদ্বার!
উচিত যা হয় কর বিহিত উপায়।
হের দেবরাজ আজ চিন্তায় মলিন।

কার্ত্তিক। বৃথা চিন্তা দেবরাজ! বহু ব্যবধান
কি সাহসে কি বিক্রমে অমর দানবে।

ইন্দ্র। সুরশ্রেষ্ঠ শক্তিধর পার্ব্বতীকুমার,
সতত আশ্বস্ত আমি তোমার সাহসে!
কিন্তু সেনাপতি!
যতদিন যার প্রতি নিয়তি সদয়,
অটল অক্ষয় সেই রহে ততদিন!
নিতান্ত নিয়তি আজ প্রতিকূল দেবে;
নতুবা সহসা কেন খসিল কিরীট!
সহসা ভাঙ্গিল কেন স্বর্গ-দুর্গদ্বার!
কেনবা ঘটিল স্বর্গে অমঙ্গল এত!
নিশ্চয় জেনেছি দেবে বিধি প্রতিকূল!
ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন আবার দানবে!

দ্রুতপদে অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। কি আশ্চর্য্য সূর্য্যদেব! নিশ্চিন্ত এখনো?
এখনো নিশ্চিন্ত স্কন্দ দেব-সেনাপতি?
কেন না হইবে তবে দেবের দুর্দ্দশা!
লাঞ্ছনা দুর্গতিগ্রস্ত দিতি-সুত করে?
শিয়রে নিরখি সর্প নিদ্রিত যে জন,
কে না জানে সর্পাঘাত অনিবার্য্য তার!

কার্ত্তিক। নহি ত নিশ্চিন্ত দেব প্রস্তুত সমরে।
কোন্ দৈত্য আসি কহ পশিল ত্রিদিবে?

অগ্নি। পশিল সমরে দৈত্য নাম শঙ্খচূড়,
রণে চন্দ্রচূড়সম দৈববলে বলী।

কার্ত্তিক। না চাহি শুনিতে আর, শুনিব তখন,
জানাবে যখন দৈত্য আসি নিজমুখে।
যাও দেব ত্বষাম্পতি! যাও পূর্ব্বদ্বারে,
বৈশ্বানর পশ্চিম তোরণে,
দক্ষিণ দুর্গেতে যান্ সসৈন্যে শমন,
যুঝিতে উত্তরদ্বারে সৈন্যদলসহ
আপনি সাজিব আমি।
যাও, তবে দেবরাজ! নির্ভীক হৃদয়ে
সসজ্জে সজ্জিত থাক স্বপুরে দেবেশ!
থাকিতে শোণিতবিন্দু অমর হৃদয়ে,
না দিব পশিতে স্বর্গে দিতি-সুতগণে।
কত দৈত্য কতবার লভিয়া জনম,
দৈব-বলে কিছুকাল প্রকাশি বিক্রম,
যথাকালে দেব-অস্ত্রে হইল নিহত।
সেইরূপ এ দানব ক্ষিপ্তগ্রহ প্রায়,
ক্ষণেক জ্বলিয়া পুনঃ হবে নির্ব্বাপিত!
যাও, তবে অগ্নিদেব যাও পূর্ব্বদ্বারে,
বিস্তারি বিষম জ্বালা বিপুল বিক্রমে
দানব-পতঙ্গকুল কর ভস্মীভূত।
অজর অমর দেব, দানব-লাঞ্ছিত
না হয় শুনিতে যেন;—
যাও সবে সাজগে সমরে।

গীত।

যাও যাও সবে সাজগে সমরে।
হ'য়ে আতঙ্ক-বৰ্জ্জিত, থাক রণে সজ্জিত,
অসুরনিৰ্জ্জীত হ'য়ে যেন লজ্জিত ক'রনা অমরে।
দক্ষ দক্ষ রথী সজ্জিত ক'রে রণে,
লক্ষ লক্ষ-জনে রক্ষ প্রতি তোরণে,
সঁপনা যেন সব, অমর-গৌরব, অসুর পামরে।

[সকলের প্রস্থান।

দূতের পুনঃ প্রবেশ।

দেবদূত। (কাঁপিতে কাঁপিতে) সামাল! সামাল! সামাল! আর সামাল! একেবারে কাপড়ে-চোপড়ে অসামাল! এই গো, বুঝি বামালও দেখা দিয়েছে! বাবা বেটারা কি চতুর! সব ছেড়ে আগে এসে বিশ্বকৰ্ম্মা মহাশয়ের কারখানাটায় চড়াও হ'য়ে পড়ে সব ঘেরাও ক'রে ফেল্‌লে, তার হেতের-হুতের লোহা-লক্কড়ি যা পেলে চার হাতে লুটতে লাগ্‌লো; মনে ক'র্‌লাম, বুঝি এইগুলো নিয়ে চ'লে যাবে। ও বাবা! তা কোথা গো! শেষে তার হাপরের উপর হুপুড়ে প'ড়ে সেই হুপুরে রোদে মুত্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে! ও বাবা! সে কি মুতের ঘটা গো! কোথা লাগে দক্ষি ষষ্ঠি! মুতে পাথার ক'রে ফেল্‌লে; ভাগ্যে সাঁতার জান্‌তাম, তাই রক্ষে; নইলে, দত্যিদানার মুতে ভেসে গিয়াছিলাম আর কি।

কাৰ্ত্তিক। দূত! এত ত্রাসিত কেন? দৈত্যেরা বিশ্বকৰ্ম্মার ভবন অধিকার ক'রেছে?

দেবদূত। ওগো, সব আগে এসে সেই মশাইকেই পাক্‌ড়েছে; তার হেতের হুতের, মুতের ঠেলায় কোথায় ভেসে গেল, নেয়াই-মুগুড়, সাঁড়াশী-ফাঁড়াশী, করাৎ-ফরাৎ, উকো-ফুকো, বাটালি-ফাটালি, ছেনি-ফেনি, কিছু রাখে নাই। আগুন-ফাগুন নিভিয়ে, তার দোকানের আঙ্গার কয়লা সব ভাসিয়ে দিয়েছে গো, সব ভাসিয়ে দিয়েছে। বাবা! যেন কয়লাঘাটার জোয়ার উঠেছিল। ঐ গো, বুঝি সুয্যি ঠাকুরকেও পাক্‌ড়ালে।

যুদ্ধ করিতে করিতে সূর্য্য ও সহকারী দৈত্য-সেনাপতির প্রবেশ।

সূর্য্য। সেনাপতি! এতক্ষণে বুঝিনু নিশ্চয়,
নিয়তি নিতান্ত আজ প্রসন্ন দানবে!
নতুবা এখনি ধ্বংস হ'ত দৈত্যকুল,
অনিবার্য্য সূর্য্যতেজে পতঙ্গ যেমতি।

সহকারী। পতঙ্গের কাছে বটে এ বিক্রম তব,
রাহুর নিকটে কিন্তু বৃথা সে গরিমা।
যাবৎ দানব-দেহে রবে রক্তস্রোত
তাবৎ অটল দৈত্য নিজ বীর্য্যবলে।
সাহসে, বিক্রমে, বীর্য্যে অটল দানব;
অমরত্ব মাত্র ক্ষুদ্র দেবের ভরসা।
না থাখানি তুচ্ছ দেবে; থাখানি সুধায়,
যার বলে অনশ্বর অমর-জীবন।
যদি না থাকিত দেবে অমরত্ব বল,

চূর্ণিতাম ধুলিবৎ দলিয়া চরণে ;
মিশাত দেবের আত্মা অনন্ত আকাশে।

সূর্য্য। আত্মগর্ব্ব নিজমুখে ? নীচমুখে শুনি ;—
মহতের যশ অন্য বাগিন্দ্রিয়গত !
অধম অসুর তুই অশিক্ষিত রণে ,
অনুচিত তোর সহ সম্মুখ-সমর।
শঙ্খচূড় দৈত্য এবে নিয়তি-প্রসাদে
সর্ব্বজয়ী, দাস তার তুই দৈত্যাধম,
তেঁই সে নির্ভীক আজ বাক্‌শক্তি তব।
নাহি কাজ তোর সহ বাক্য আড়ম্বরে ,
বোঝা যাবে বলাবল অস্ত্র পরীক্ষায়।

সহকারী। ধর্ অস্ত্র তবে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্নি ও দৈত্যসেনাপতির প্রবেশ।

অগ্নি। (করধারণপূর্ব্বক) এই বলে এত দর্প পাপিষ্ঠ দনুজ !
মিটেছে কি এতক্ষণে সমরবাসনা ?
যাও দুষ্ট, দিনু ছাড়ি, না নাশিব তোরে ;
অস্পৃশ্য ঘৃণিত তুই দৈত্যকুলাধম !

সেনাপতি। রাখ্ তোর বাচালতা দেবকুলাধম !
স্বপনের ঘোরে কি রে দেখিছ প্রলাপ ?
করে ধ'রে কারে বদ্ধ করিবি পামর ?

পার যদি পদে ধ'রে পূরাও বাসনা।
বিতংসে পড়িবে বাঁধা কেশরী যেদিনে,—
সাগর রুধিবে যবে বালির জাঙ্গালে,—
সফরীর পক্ষে হবে বিক্ষোভিত যবে
অনন্ত অতল সিন্ধু, হবে সেইদিনে—
আবদ্ধ আদিত্য-করে দৈত্য সেনাপতি।

অগ্নি। বিপদে পদের দাস, সম্পদে স্বাধীন,
দানবের জাতিধর্ম্ম, নাহি দোষ তোর;
ভাল, ধর অস্ত্র পুনঃ,—
কর দেখি আত্মরক্ষা বুঝি বলাবল।

(অসি আঘাত ও সেনাপতির অসি পতন ও পুনঃ হস্তধারণপূর্ব্বক)

এ কি হ'লো দৈত্যাধম!
বিতংসে আবদ্ধ নাকি হয় না কেশরী?
রোধিতে অক্ষম নাকি বালির জাঙ্গালে
উত্তাল তরঙ্গময় সাগরের গতি?
আর কি বাসনা আছে পরীক্ষা করিতে
অমরের বাহুবল? অধোমুখ কেন?
থাকে সাধ, বল, কেন থাকে ক্ষোভ মনে?
পুনঃ পুনঃ মিটাইব বাসনা তোমার।

সেনাপতি। অবিশ্রাম যুঝিলাম বহু দেবসহ,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
করি শ্রান্তিদূর;—পরে করিব সমর।

অগ্নি। ক্ষণকাল যুদ্ধ করি পরিশ্রান্ত তুমি!
বহু বর্ষ—বহু যুগ যদি অনাহারে,

অনিদ্রায়, অবিশ্রাম যুঝি দৈত্যসহ,
তথাপিও ক্লান্ত নহি মুহূর্ত্তের তরে।
দিনু অবসর, যাও, খুলি অঙ্গত্রাণ,
শিবিরে কি তরুমূলে লভহ বিশ্রাম ;
যখন বাসনা রণে করিও আহ্বান ;—
আমার এ সমভাব সদা সর্ব্বক্ষণ।

সেনাপতি। না করি প্রার্থনা কভু হেন অনুগ্রহ
তব কাছে ;—ধর অস্ত্র, করিব সমর,
যাবৎ এ রণতৃষ্ণা না মিটে তোমার।

অগ্নি। কোন্ যুদ্ধে ?

সেনাপতি। যাহা ইচ্ছা তব।

অগ্নি। এখনও মিটে নি সাধ ?

সেনাপতি। দেবতা থাকিতে স্বর্গে ?

অগ্নি। সকলি করিতে পারে, আশা-মায়াবিনী !

সেনাপতি। নিষ্ফল-প্রতিজ্ঞ নহে দানব কদাপি !

অগ্নি। রাখ্ তোর বাচালতা, না চাহি শুনিতে।

সেনাপতি। প্রত্যক্ষ দেখিলে কেন চাহিবে শুনিতে ?

অগ্নি। দেখেছি অনেক, আরো দেখিব বিস্তর ;
জ্বলিল অনেক উল্কা কালচক্রবশে,
বিস্তারি বিষম জ্বালা, জ্বালায়ে অমরে
মুহূর্ত্তে হইল শেষ, হবেও আবার।

সেনাপতি। নহে উল্কাগ্রহ, হের ঘোর বজ্রানল।

অগ্নি। প্রহার সবলে, থাকে যতদূর বল।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

দেবদূতের পুনঃ প্রবেশ।

দেবদূত। সেনাপতি মশায়! আবার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! অগ্নি, যম, অরুণ, বরুণ, পবন, দৈত্যিসেনার কাছে সব হার মেনেছে।

কার্ত্তিক। দেবগণ কি সকলেই পরাস্ত হ'য়েছেন?

দেবদূত। প্রথমে সবাই কোমর বেঁধে মরাকামড় দিয়ে লেগেছিল; দত্যিদানার দলও প্রায় হার্‌ব হার্‌ব হ'য়ে উঠেছিল, তারপর কোথা থেকে সেই শঙ্খচূড় বেটা এসে, সব মেরে চুর্‌মার্‌ আরম্ভ ক'র্‌লে; আর দেবতারা সব, আমচুরপানা মুখ ক'রে পালাতে আরম্ভ ক'র্‌লেন।

কার্ত্তিক। তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, আমি অগ্রসর হ'লেম।

(গমনোদ্যত ও দৈত্যসেনাপতি কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত)

দৈত্য-সেনাপতি। কোথা যাও সেনাপতি দেহ অগ্রে রণ,
যথা ইচ্ছা যাও চলি পরাজিয়া মোরে।

কার্ত্তিক। মিটাইব রণতৃষ্ণা মুহূর্ত্তেক পরে;
দেহ পথ ছাড়ি।

সেনাপতি। কদাচিৎ নহে।

কার্ত্তিক। ধর অস্ত্র তবে;—
পথের কণ্টক অগ্রে করিব ছেদন।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

ইন্দ্র, যম, পবন, অগ্নি প্রভৃতির প্রবেশ।

ইন্দ্র। দেবগণ অসুর-অস্ত্রে সকলেই ত প্রায় পরাস্ত হলেন; এক্ষণে উপায় কি বল দেখি?

যম। কুমার কার্ত্তিক যা ব'লে পাঠিয়েছেন সে বিষয়ে সকলের মত আছে কি? আমার ত সম্পূর্ণ মত।

ইন্দ্র। সেনাপতি এখন কোথায় যুদ্ধে ব্রতী আছেন? আর কি ব'লে পাঠিয়েছেন?

যম। তিনি দানব-সেনাপতিকে পরাজয়পূর্ব্বক, উত্তর দুর্গে দৈত্যপতি শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধে ব্রতী আছেন, কিন্তু সে যুদ্ধের পরিণাম শুভ নয় জেনে, ব'লে দিয়েছেন—দেবসৈন্যদল সকলে একত্রিত হ'য়ে দৈত্যপতি শঙ্খচূড়কে আক্রমণ করা ভিন্ন, দানবযুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই।

ইন্দ্র। সেটা কি উচিত?

যম। উচিত? খুব উচিত! ভারি উচিত! এখন কি আর অনুচিত বিবেচনার সময় আছে? সকলে একত্রিত হ'য়ে পাপাত্মা দানব শঙ্খচূড়কে আক্রমণ কর।

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। ভাল ভাল, তাই হ'ক, ন্যায়যুদ্ধে অক্ষম হও, যাতে জয়লাভ ক'র্‌তে পার, তাই কর, সকলে একত্রে যুদ্ধে ব্রতী হবে? উত্তম; আমি তাতেই প্রস্তুত। সেনাপতি! তোমরা যুদ্ধে নিরস্ত থাক, কারও গতিরোধ বা কারও প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ ক'র না।

যম। এবার কার সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হবে?

শঙ্খ। আবার কার সঙ্গে! একেবারে দেব-বলবীর্য্যের সমষ্টির সঙ্গে।

যম। তাতে দেবতার বীরধর্ম্ম কলঙ্কিত হবে না, অসুরবধে আবার ন্যায়যুদ্ধ কি? ধর্ম্মাধর্ম্মই বা কি?

শঙ্খ। অবশ্য, এখন ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌তে গেলেই বা চ'ল্‌বে

কেন, আগে আত্মরক্ষা—পরে ধর্ম, এত শাস্ত্রসিদ্ধ। বাক্যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; এখন হয়, সকলে শীঘ্র অস্ত্র ধারণ কর, নতুবা পশুবৎ বিনাশ ক'রব।

যম। আসন্ন মরণ যার, এইরূপ ঘটে তার,
বিকারে প্রলাপ কত বাহিরায় মুখে,
নাহি ব্যাজ ক্ষণদণ্ড, হের দুষ্ট কালদণ্ড,
জীবন অন্তক তোর নাচিছে সম্মুখে।

শঙ্খ। যে জন না চেনে তোরে, দেখাস এ দণ্ড তারে,
নাহি ডরি কাল-দণ্ডে তোর।
ধরি বজ্র বাম করে, পরাজিনু বাসবেরে,
তোর দণ্ডে কি ভয় পামর।

যম। রাখ্ দেখি প্রাণ তবে কাল দণ্ডাঘাতে। (দণ্ডাঘাত)

শঙ্খ। হের এই অবাধে ধরিনু বাম হাতে।
(নিক্ষিপ্ত দণ্ড বামহস্তে ধারণ)

অগ্নি। দেবরাজ, শীঘ্র বজ্র প্রহার দানবে।

শঙ্খ। কেন ক্ষোভ থাকে, সাধ পূর্ণ কর তবে।

অগ্নি। এত গর্ব্ব এ সাহস কতক্ষণ রবে?

শঙ্খ। যতক্ষণ ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন দানবে।

কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কার্ত্তিক। দেবরাজ শীঘ্র নাশ অসুর পামরে,
নাহি দেহ অবসর লভিতে বিশ্রাম।
(বেগে প্রবেশোন্মত্ত)

দৈত্য-সেনাপতি। কোথা যাও দেবাধম! কভু না ছাড়িব,
যাবৎ না হয় জয়, কিম্বা পরাজয়। (পথরোধ)

শঙ্খ। ছাড় পথ সেনাপতি! দেহ পশিবারে,
হউক দেবতাদল একত্রিত সবে,
দেখ রণ ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে নীরবে,
মুহূর্ত্তে অমরগর্ব্ব নাশিব সবার।

(সমস্ত দেবগণের সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ, যমের মূর্চ্ছা ও দেবগণের পলায়ন)

শঙ্খ। নাহি মৃত্যু অমরের সুধার প্রসাদে।
ল'য়ে যাও সেনাপতি! দুরাত্মা শমনে,
রাখ বাঁধি অশ্বশালে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে।

দৈত্যদূত। সেনাপতিমহাশয়, দাঁড়াও ত গো, বেটার নাদ্‌না গাছটা কেড়ে নিই। (দণ্ডাকর্ষণ করিতে করিতে) উঃ, মুটিয়ে ধ'রেচে দেখ ও বাবা! এ খোলাও যাবে না, তোলাও যাবে না। বাবা! এ লাশই বা চাগাবে কে?

সেনাপতি। মহারাজের অনুমতি—সকলে একত্রিত হ'য়ে দুরাত্মা শমনের দেহ শিবিরে ল'য়ে চল, অগ্রে বন্ধন কর।

দৈত্যদূত। এস বাবা বাঁধি! বাবা! বাবার উপর বাবা আছে, তা বুঝি জান না? তুমি বাবা মড়াকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে বিচার কর, তোমাকে জীয়ন্তে নিয়ে গিয়ে নরকে ফেল্‌ব, সেনাপতি মশায় এ বেটার বিচারের ভারটা যেন আমাকে দেওয়া হয়; আর এই সঙ্গে সেই কায়েত বেটাকে ধ'রে আন্‌তে পার্‌লে ভাল হ'ত, বেটার জাত কি চোর গা! যেমন মুহুরি—তেমনই জহরি! কাগজে কলমে ক'রেচে কি, চুরি ক'রে ব'সেচে। আচ্ছা, সে বেটা যমের বাড়ীতে কি চুরি করে গা? দু-পয়সা ঘুস্‌ঘাস্ নেবে, তা, যাদের কাছে ঘুস্ নেবে, তাদের কাছে ত সেখানে ধন-দৌলত কত! এখানে যাঁরা

ভুঁড়ি মোটা আমীর, ধনের কুমীর হ'য়ে ব'সে আছেন, সেখানে যাবার সময় ধন কড়ি দূরে থাক, বাছার পাছার কাপড়খানি পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে, চা'র কড়া কড়ি আর দুটো ভেঁড়ার লোম সঙ্গে দিয়ে বিদায় করে। কায়েৎ বাবাজী, বুঝি সেই লোম খুন্ নিয়ে জা'ত রক্ষা করবেন।

সেনাপতি। কয়েত্ মশায় কে রে ?

দৈত্যদূত। সেই যে গো, সেই চিত্রগুপ্ত বেটা, হুকুম দেন ত বেটাকে ধ'রে এনে বলি—হয় খাতা থেকে আমাদের নাম কেটে দে, নয় ত হাত পা বেঁধে নরকে ফেলে রাখ্‌ব।

সেনাপতি। ভাল তাই হবে, এখন একে বেঁধেছেঁদে ল'য়ে চল।

[বন্ধনপূর্ব্বক যমকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

শঙ্খচুর ও সেনাপতির পুনঃপ্রবেশ।

শঙ্খ। সেনাপতি। স্বর্গের সমস্ত দুর্গ অধিকৃত হ'য়েচে ত ?

সেনাপতি। আজ্ঞে, সমস্ত দুর্গই অধিকার করা হ'য়েচে, দেবসৈন্য দূরীভূত ক'রে দানবসৈন্যে দুর্গ পরিপূর্ণ করা হ'য়েচে।

শঙ্খ। ইন্দ্রপুরীর অবস্থা ?

সেনাপতি। ইন্দ্র স্বর্গচ্যুত, দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক, অরুণ, অগ্নি সব কোথায় পলায়ন ক'রেচে! স্বর্গে দেবতানামধারী প্রাণিমাত্র প্রকাশ্য-ভাবে আর কেউ নাই, যমকে কারাবন্দী ক'রে রাখা হ'য়েছিল; কিন্তু দেবী তুলসীর আদেশে কুমার সুচন্দ্র তাঁকে স্বহস্তেই মুক্তিদান ক'রেচেন।

শঙ্খ। যাক্, আর অধিক যন্ত্রণা দেবার প্রয়োজন নাই, ভালই হ'য়েচে, এখন ইন্দ্রের অন্তঃপুরের অবস্থা ?

সেনাপতি। আমরা স্বর্গ বিজয়ের পূর্ব্বে ইন্দ্রের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে উদ্যত হ'য়েছিলাম; কিন্তু সহসা দূতমুখে শুনলাম, দেবী তুলসী আদেশ ক'রেচেন—স্ত্রীজাতির প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা না হয়, সেই জন্য আমি, অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত ক'রে এসেচি, তৎপরে আর কোন তত্ত্ব গ্রহণ করা হয় নাই।

শঙ্খ। সে উত্তম কার্য্যই হ'য়েচে, এক্ষণে সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হও গে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

[হিমালয়—গিরিসঙ্কট]

যোগীবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। এত উপাসনা ক'রলাম, তথাপি শবাসনার দয়া হ'ল না, বাসনাও পূর্ণ হ'ল না। না হ'ক্, যে সমাধি অবলম্বন ক'রেচি, সেই সমাধিই আমার জীবনের শেষ সমাধি। তথাপি আর স্বর্গে যাব না, শচীর সঙ্গেও আর সাক্ষাতের চেষ্টা ক'র্‌ব না; এ দানবলাঞ্ছিত মুখও আর দেখাব না। আর কি ব'লে তার কাছে যাব? যে মস্তকে সুরেন্দ্রোচিত মণিখচিত রাজমুকুট ধারণ ক'রে প্রেয়সীর সহিত সাক্ষাৎ ক'রেচি, আজ সেই মস্তকে দৈত্য-পদরজচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক কোন্ মুখে তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াব? একদিন শত শত সুরবালায় যার পদসেবা ক'রেচে, সেই সুর-কুল-বন্দিনীর দৈত্য-কারাবন্দিনী বেশ দেখ্‌তে যাব? সিংহ-বনিতাকে আজ শৃগালবিবরে দেখ্‌তে যাব?

কি ব'লে গিয়ে সম্বোধন ক'র্‌ব ? কাল্ যাকে মনের সুখে, সহাস্য মুখে, দেবেন্দ্রাণী—দেবরাজ্ঞী—সুরেশ্বরী ব'লে সাদরে সম্ভাষণ ক'রেছি, আজ তাকে কি ব'লে সম্বোধন ক'রব ? সেই সুর-বন্দিনী শচীকে আজ দৈত্য-কারাবন্দিনী ব'লে সম্বোধন ক'র্‌তে হবে ? না, আর সে দৈত্যপুরীতে যাব না, যদি দানববংশ ধ্বংস ক'রে স্বর্গ অধিকার ক'র্‌তে পারি, তবেই আবার স্বর্গে যাব, তবেই আবার শচীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব, আবার দেবসমাজে এ দগ্ধমুখ দেখাব, নতুবা আর স্বর্গে যাব না। আমি, দেবসেনাপতি স্কন্দ প্রভৃতি সুর-রথীগণকে আশ্বস্ত ক'রে কৈলাসোদ্দেশে যাত্রা ক'র্‌ব মনে ক'রেছি ; কিন্তু কি আশ্বাসে, কি বিশ্বাসে যাব ? দেবতার দুর্গতি দেখে কি, সেই দুর্গতিনাশিনী ঈশানীর দয়া হবে ! ও মা দীনপালিকে ! দক্ষবালিকে ! দয়াময়ী দুর্গে ! দুরন্ত দানবভয়ে ভীত দেবগণের প্রতি কি দয়া হবে না ? ওমা আশুতোষ-প্রিয়ে ! অপর্ণে ! অভয়ে ! অসুরলাঞ্ছিত অমরগণ তোমার শরণাগত ; অনুগত সন্তানের প্রতি কত দিনে দয়া হবে মা !

গীত।

ওমা ঈশানি পাষাণী হ'য়ে রবে কত আর।
এ দুঃখের বাণী, শুনে শর্ব্বাণি,
হবে দনুজদলনী দুর্গে দয়া কি তোমার॥
কবে দয়া প্রকাশিবে, কবে দুর্গতি নাশিবে,
কতদিনে হবে শিবে করুণা-সঞ্চার॥
স্বর্গভ্রষ্ট সুর সবে, উদ্ধারিবে কে বাসবে,
মা বিনে আর কেবা সবে এ সন্তানের ভার॥

দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। বাপ সুরেন্দ্র! আর তোমাকে কাতর হ'তে হবে না, এই ত বাপ, আমি এসেছি; তুমি ডাক্‌লে কি আমি স্থির থাক্‌তে পারি? স্কন্দ যেমন আমার পুত্র, ইন্দ্রও তেমনি! তুমি জ্যেষ্ঠপুত্র, কার্ত্তিক কনিষ্ঠ, তাই তোমাকে ইন্দ্রত্ব দিয়ে তাকে সেনাপতি ক'রেছি। তবে বাপ আমার স্কন্দ হ'তে তুমি কি আদরের ধন নও?

ইন্দ্র। মা! যদি আর কোন কথা থাকে, তবে তাই ব'লে এ হতভাগাকে আশ্বস্ত কর, আর তোর পুত্র ব'লে পরিচয় দিস্ না, পুত্রের প্রতি তোর্ যত মমতা, তা ত প্রত্যক্ষই দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোর হৃদয়ে যদি দয়া থাকৃত, তোর হৃদয় যদি পাষাণ না হ'ত, তা হ'লে কি আজ তোর প্রদত্ত ইন্দ্রত্ব দৈত্যহস্তগত হ'ত? অমর-সৌভাগ্যলক্ষ্মী কি অসুরকে আশ্রয় ক'রত? না তোর পুত্র শক্তিধর ষড়ানন আজ অসুর-লাঞ্ছিত দৈত্য-পদ-দলিত হ'য়ে দুর্দ্দশা ভোগ ক'রত? জানি, সৌভাগ্য—দুর্ভাগ্য, শুভ—অশুভ, জয়—পরাজয়, তুমি সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমি দশদিকের রক্ষাকর্ত্রী, সেই জন্যই তুমি দশ প্রহরণধারিণী দশভুজা, তোমার পদে অসুরশক্তি, পাশবশক্তি দলিত সেইজন্যই তুমি সিংহবাহিনী অসুর-স্কন্ধারূঢ়া। তুমি জগতের শ্রীপদা, জ্ঞানদা, সেইজন্য তোমার বামভাগে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বিদ্যাবিধায়িনী বাণী। তুমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, সেইজন্যই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ গণদেব তোমার পুত্র। তুমি জগৎপ্রসবিনী, রক্তবর্ণাশক্তিরূপে শ্বেতকান্তি শিবসম্মিলনে সৃষ্টিকর্ত্রী; আবার তুমিই সংহারকারিণী। তুমি সত্ত্বগুণে সৃষ্টি-কারিণী, রজঃগুণে জগৎপালিনী অন্নপূর্ণা, আবার মা তোমার যে পদে পাপরূপ পাশবশক্তি, রিপুরূপ অসুরশক্তি বিদলিত, রূপান্তরে আবার

শিবও সেই পদে বিদলিত, বোধ হয়, তুমি যে সময় তমোগুণ আশ্রয় ক'রে মহাপ্রলয়কারিণী কালিকা মূর্ত্তি ধারণ কর, তখন আর তোমার শিবাশিব ভেদ থাকে না, অথবা তোমার পদের এমনি মাহাত্ম্য যে, পদস্পর্শে অশিবও শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইজন্যই শিব তোমার পদাশ্রিত। মা! যার পদের এত গুণ, তার হৃদয় এমন দয়াশূন্য কেন মা! কি পাপে দেবগণকে এত দুর্গতিগ্রস্ত কর্‌লি! অমরের সম্পদ অসুরে অর্পণ ক'রে তোর্ কি মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হ'ল মা! ধন্য দুর্গে! ধন্য তোর দয়া! কে তোকে দুর্গতিনাশিনী বলে মা!

গীত।

কি গুণে দুর্গতিহরা বলে দুর্গে মা তোমাকে।
কে বলে মা দয়াময়ী, তোর্ মত পাষাণী মাকে ॥
পাসরি সন্তানের মায়া, অসুরে সদা সদয়া;
ধন্য মহামায়া, মা তোর্ এ কেমন মায়া;—
পুত্র যার বিপন্ন সদা, মা কি তার নিশ্চিন্ত থাকে ॥

দুর্গা। বাপ ইন্দ্র! আমার পুত্র ষড়ানন অসুরযুদ্ধে নির্জ্জীত—সর্ব্বদা শান্তিবিহীন দেখেও আমি নিশ্চিন্ত আছি মনে ক'রে আমাকে পাষাণী বল্‌ছ? হা বাপ! তার কি শান্তিতে সুখ আছে? না, যুদ্ধশ্রমে শ্রান্তিবোধ আছে? যদি যুগযুগান্তকাল তাকে নিয়ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকৃতে হয়, তথাপি তার হৃদয়ে নব নব উৎসাহ ভিন্ন কখনই অবসাদের উদয় হবে না। শান্তিসুখ সম্ভোগের জন্য ত তার জন্ম নয়! তবে সে শক্তিপুত্র হ'য়ে যে আজ অসুরযুদ্ধে পরাস্ত, স্বর্গরাজ্য যে আজ অসুরহস্তগত, তার অন্য কারণ আছে; জীবের কর্ম্মফল ধ্বংস

ক্‌রা সকলেরই সাধ্যাতীত। শঙ্খচূড় আজ কঠোর তপস্যার ফলে স্বর্গবিজয়ী, তবে তাই ব'লে আমি তোমাকে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে বলি না, সকল কার্য্যেরই একটা উপায় উপলক্ষ চাই।

ইন্দ্র। কি উপায়, উপলক্ষ মা।

দুর্গা। সে উপায় আমি ব'ল্‌ব না, যাঁর কার্য্য তিনিই ক'র্‌বেন, এক্ষণে আমার সঙ্গে কৈলাসে চল, কৈলাসনাথকে সঙ্গে ল'য়ে গোলোকধামে গমন ক'র্‌বে, সেখানে গেলেই সব উপায় জান্‌তে পার্‌বে, আমিও সঙ্গে যাব, এক্ষণে চল, আর বিলম্ব ক'র না, আমার সঙ্গে কৈলাসে চল।

[প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

গোলোকধাম।

রাধাকৃষ্ণের প্রবেশ।

রাধিকা। পূর্ণানন্দধাম গোলোকের আর যেন সে শোভা নাই, সখী বিরজা আজ জলরূপা, সুশীলা গোলোকত্যাগিনী, শ্রীদাম নাই, সে তুলসী নাই, সকলেরই শূন্যমন্দির যেন গোলোকের সেই পূর্ব্ব শোভার অপূর্ণতার পরিচয় দিচ্চে। এ কার দোষ? রাধার? রাধার দোষে আজ গোলোকের এ দশা! আহা! নিরপরাধ শ্রীদামের প্রতি অভিশাপ দিয়ে আমি ভাল কাজ করি নাই, সে ত কোন দোষে দোষী নয়, আমি তুচ্ছ ক্রোধের বশে কৃষ্ণনিন্দা ক'রেছিলাম,

কৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীদামের তা সহ্য হয় নাই ; তাই আমাকে কৃষ্ণনিন্দা-কারিণী ব'লে ভৎর্সনা ক'রেছিল। যে কথায় আমার চৈতন্য হওয়া উচিত, যে কথায় তাকে আদর করা উচিত, আমি সেই কথায় তাকে অভিশাপ দিয়েছি। আহা! কৃষ্ণ-গতপ্রাণ শ্রীদাম যখন শাপভ্রষ্ট হ'য়ে গোলোকধাম ত্যাগ ক'রে মর্ত্ত্যধামে গমন করে, তখনকার তার সেই বিষাদমাখা মুখখানি, সেই পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক দরদরিত-ধারাবিগলিতচক্ষে বিদায়গ্রহণ, স্মরণ কর্‌তে হ'লেও বুক ফেটে যায়, গমনকালে আমাকে বল্লে, রাধে! আমাকে যেমন নিরপরাধে কৃষ্ণপদসেবায় বঞ্চিত ক'র্‌লে, এম্‌নিধারা তোমাকেও শত বৎসরের জন্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ সহ্য কর্‌তে হবে। হা শ্রীদাম! আজ তুমি কৃষ্ণসেবায় বঞ্চিত হ'য়ে যে কষ্টভোগ ক'র্‌চ, একদিন তোমার বাক্যে আমাকেও তা হ'তে শতগুণে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে, শ্রীদাম মর্ত্ত্যে গমনকালে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিল, কিন্তু সখী তুলসী আমাকে অভিশাপ দেওয়া দূরে থাক্, মুখ তুলে একটা উঁচু কথাও কয় নি! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সখী আমার গোলোকধাম হ'তে বিদায় হ'য়েছে! হা সখী তুলসীরে! তোর গুণের ধার আর শুধ্‌তে পার্‌ব না। হা তুলসি। হা প্রাণসখি! আর কতদিনে গোলোকধামে তোর দেখা পাব!

কৃষ্ণ। স্বহস্তে অগ্নিদান পূর্ব্বক গৃহদাহ ক'রে শেযে আক্ষেপ করাও যা, শ্রীদাম-তুলসীর জন্য তোমার খেদ করাও তাই, তাদের জন্য আর খেদ কেন, তারা ত তোমারই মাহাত্ম্য প্রচার ক'র্‌তে গিয়েচে।

রাধা। কিসের মাহাত্ম্য?

কৃষ্ণ। রাধার দয়াময়ী নামের মাহাত্ম্য! শ্রীদাম হ'তে দৈত্যকুলে,

আর তুলসী হ'তে মর্ত্ত্যে মানবকুলে, তোমার ভক্তাধিনী রাধানামের মাহাত্ম্য প্রচার হ'চ্ছে।

রাধা। আর আমাকে লজ্জা দেওয়া কেন? দোষী যদি নিজে অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'বে, তা হ'লে আর কি তাকে কিছু বলা উচিত?

কৃষ্ণ। বলা উচিত নয়ই বা কেন? তুমি দোষ স্বীকার ক'রে পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু তাদের পবিত্রাণের উপায়?

রাধা। যে চিরকাল উপায় ক'রে আসচে, সে-ই উপায় ক'রবে।

কৃষ্ণ। যে সাপে দংশন ক'রেচে, সেই সাপেই কেন বিষ তুলে নিক্ না।

রাধা। তা হ'লে আর ওঝার প্রয়োজন?

কৃষ্ণ। ওঝা, নয় বিষরোগীকেই আরোগ্য ক'র্‌লে, তার পর?

রাধা। তার পর আর কি?

কৃষ্ণ। সর্পে দংশন ক'র্‌লে শুদ্ধ যে সর্পদষ্ট জীবই বিনষ্ট হয়, তা নয়, সেই সঙ্গে সর্পকেও জরাগ্রস্ত হ'তে হয় জান?

রাধা। তার কি আর জরা হ'তে অব্যাহতির অন্য উপায় নাই?

কৃষ্ণ। খোলস ছেড়ে নূতন দেহ ধারণ ভিন্ন আর উপায় কি?

রাধা। এ রাধা-সাপিনীর ভাগ্যে যে তাই ঘট্‌বে, তা শ্রীদাম হ'তেই বুঝতে পেরেচি, এখন শ্রীদাম-তুলসীর বিষরোগ হ'তে মুক্তির উপায়?

কৃষ্ণ। বিষ বৈদ্যের প্রয়োজন।

রাধা। সে বৈদ্য কে, তুমিই ত?

কৃষ্ণ। আমি যাঁর কাছে মন্ত্রশিক্ষা ক'রেচি, জগতের লোক যাকে বৈদ্যনাথ বলে, যিনি মথিত সমুদ্রসমুত্থিত সর্ব্বসংহারী কালকূটকে অকাতরে কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক নীলকণ্ঠ নাম ধারণ ক'রেচেন, নাগ যাঁর যজ্ঞোপবীত, সর্প যাঁর শিরোভূষণ, কোটী কোটী মহানাগ যাঁর

কটিবন্ধন, যিনি আমার ইষ্টদেবতা, সেই জগদ্‌গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু বিরূপাক্ষ, ভবদুঃখবিনাশিনী মোক্ষদার সহিত—ঐ দেখ গোলোক-ধামে আগমন ক'রচেন। আহা! যেন প্রশান্ত মহাসাগরের ধবল ফেনপুঞ্জের সঙ্গে কনককমল ভেসে আসচে। এস প্রিয়ে, আমরা উভয়ে গিয়ে উভয়েব অভয় পদে প্রণাম ক'বে ধন্য হই।

শিব, দুর্গা ও নন্দীর প্রবেশ।

শিব ও দুর্গা। নমস্তে করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে!
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে।

(কৃষ্ণকে প্রণাম)

রাধা রাসেশ্বরি রম্যা রসিকে রাসবল্লভে,
গোবিন্দবল্লভা লক্ষ্মি নমস্তে গোলেকেশ্বরি।

(রাধিকাকে প্রণাম)

রাধা ও কৃষ্ণ। মদন-মদমর্দ্দন মহাযোগী মহেশ্বর,
মহাপাপ হরং দেব ত্বং নমামি বৃষধ্বজ।

(শিবকে প্রণাম)

সর্ব্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে ত্রাম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

(দুর্গাকে প্রণাম)

নন্দী। যা দেখ্‌তে সঙ্গে আসা, সে সাধ ত মিট্‌লো খাসা।
ভাবলাম এবার ধাঁধা যাবে, আঁধার প্রাণটা আলো হবে।
(তা) যার কপালে নাইকো ঘি; ঠক্‌ঠকালে হবে কি?

শিব। কেন নন্দি! তোমার আবার ধন্দ কি? মনের অন্ধকারই বা

কি ? বল, যাতে তোমার মনের অন্ধকার নষ্ট হয়, যাতে হৃদয়ে জ্ঞানালোকের সঞ্চার হয়, তার উপায় ব'লে দিচ্চি।

নন্দী। পাকেপাকে যে লাগায় ভুলো, সে কি কখনো দেখায় আলো ?

শিব। কেন বাপ! আর ত অন্ধকার থাকবার কথা নয়, এতদিন বরং অন্ধকারে ছিলে, এখন ত আলোকেতে এসেছ।

নন্দী। আঁধারে বরং ছিলাম ভাল,
(এ যে) আলো-আঁধারে প্রাণটা গেল।

শিব। আর অন্ধকার থাকবে না, যাঁর কৃপালোকে ত্রিলোকের লোকের মনের আঁধার নষ্ট হয়, একবার নয়ন-ভরে পুলকের সহিত সেই গোলোকের ধনকে দেখ। স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় সম্মুখে থাকতে আবার অন্ধকার কি ?

নন্দী। একটা বল্লেই কথা মেটে,
তা হ'লেই ত আঁধার কাটে।

কৃষ্ণ। নন্দি! আমি যে গুরুর কৃপায়, গোলোকের নিত্যালোকে স্থান পেয়েছি, তুমি যখন আমার সেই গুরুর শিষ্য, সেই শিবের সেবক, তখন তোমার মনের অন্ধকার নষ্ট হ'তে কি আর বাকি আছে ?

নন্দী। (এই) আবার হ'লো ঘুরঘুট্টি,
চোরের মায়ের চোরগুট্টি।

শিব। পাগলের সব কথাগুলিরই নিগূঢ় অর্থ আছে, চোরের মা কেরে নন্দি!

নন্দী। অবিদ্যা যতিনী বুড়ী, বিষম কটা বেটা তারি;
আঁধার পেলেই বাড়ায় জারি, সর্ব্বস্বটা করে চুরি।

কৃষ্ণ। তোমার আবার অন্ধকার হ'লো কিসে ?

নন্দী। আবার ব'ল্‌চ হ'ল কিসে ?
তুমিই ত দিলে লাগিয়ে দিশে।

শিব। নন্দীর মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেচি, আমাদের পরস্পরের গুরুত্ব অস্বীকার, আর শিষ্যত্ব স্বীকারই নন্দীর সন্দেহের কারণ। নন্দি! আমাদের কে যে গুরু, কে যে শিষ্য, তা কি এখনও বুঝ্‌তে পার নাই ?

নন্দী। কে যে গুরু, কে যে চেলা,
বোঝা যায় না লীলা-খেলা।

কৃষ্ণ। কেন, আমি যে বিশ্বনাথের শিষ্য, তা কি তুমি জান না ?

নন্দী। তুমি ব'ল্‌চ আমি দাস, গুরু আমার কৃত্তিবাস।
সেই একজন ব্রহ্মলোকে, চেঁচ্‌য়ে ওঠেন থেকে থেকে।
কেবল বলেন ত্রাহি মাং, কৃপাং কুরু জয় শিবরাম।

কৃষ্ণ। আমাদের তিনজনের মধ্যে কে যে প্রধান, তা কি বুঝ্‌তে পেরেচ ?

নন্দী। কিসে বুঝ্‌ব, কে যে প্রধান,
পায়ের দিকেই সবাই ধান।

কৃষ্ণ। নন্দি! আমি এবং কৈলাসবাসী মহেশ্বর, কিম্বা সেই ব্রহ্মলোক-বাসী চতুরানন, এক বস্তু হ'তেই এই ত্রিবিধ মূর্ত্তির উৎপত্তি। আমাদের তিনেই এক, একেই তিন, কেবল কার্য্যভেদে দেহ ভেদমাত্র ; এখন বুঝ্‌তে পেরেচ ত ?

নন্দী। এখন নন্দী নেড়ে খুঁজে, জমাখরচ ত পেলি বুঝে।
একটা ধ'রে ক'বি কথা, কান টান্‌লেই পাবি মাথা।
একে তিন, তিনে এক, ধিন্‌তা ধিনাক্‌ ধিনাক্‌ তাক।
তিনকে তিন মিলে গেল, নন্দীর ভাগ্যে শূন্য প'ড়ল ॥

শিব। কেন নন্দি! তোমার ভাগ্যে শূন্য প'ড়্বে কেন? কল্পতরুমূলে এলে কি বাসনা অপূর্ণ থাকে? কি বাসনা বল, অবশ্যই পূর্ণ হবে!

নন্দী। সেই-সেই-সেই সাগর ধারে, দ্বন্দ্ব যখন দেবাসুরে;—

কৃষ্ণ। তখন কি হ'য়েছিল নন্দি?

নন্দী। দুজনেতে যেমন ক'রে, মিলেছিলে হরি হরে।

কৃষ্ণ। তাই দেখ্তে তোমার সাধ হ'য়েচে? দেব আশুতোষ! নন্দীর অভিলাষ শুন্‌লেন ত?

শিব। তুমি ভক্তাধীন, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ না ক'র্‌লে যে, তোমার ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু নামের মাহাত্ম্য নষ্ট হবে।

কৃষ্ণ। তবে নন্দীর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক্।

শিব। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হ'লে, জগতে আর কি অসম্পূর্ণ থাকে প্রভু! দুর্গে! তোমার ইচ্ছা কি?

দুর্গা। অমৃতে কার অরুচি?

নন্দী। তারই রুচি হলাহলে, বিষ খায় যে সুধা ফেলে।

শিব। আমি সে সুধা ত্যাগ ক'রেছি বটে, কিন্তু এ সুধা যে, দেবের দুর্ল্লভ! এই সুধার স্বাদ পেয়েছি ব'লেই আমি হলাহল পানে সমর্থ হ'য়েছিলাম।

নন্দী। (তবে) ও সব কথা রাখ ফেলে, দুজনেতে যাও না মিলে। কোথা গেলি আয় না জয়া, দেখবি যদি আয় বিজয়া! মনের সুখে ধ'রে তান, দুজনাতে গাইবি গান।

(হরিহর মিলন)

জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ ও গীত।

উভয়ে। মরি মরি মরি কি রূপ দেখ্‌রে সবে।
হবে নয়নের সাধ পূর্ণ, আজ জীবন ধন্য হবে॥

জয়া। ধবল ধূর্জ্জটী—অঙ্গ শ্যামাঙ্গ মাধবে,

বিজয়া। যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত মধুর ভালে।

(রূপ দেখ্‌রে সবে)

জয়া। শোভিত ত্রিভঙ্গপদ সুবঙ্কিম ভাবে।

বিজয়া। সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গা যে পদে উদ্ভবে॥

(রূপ দেখ্‌ রে সবে)

জয়া। হরপদে মিলে কিবা হরিপদ সাজে।

বিজয়া। যেন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ একত্রে বিরাজে॥

(এ গোলোকের মাঝে)

জয়া। সুশোভিত পীতধটী আধ কটিতলে।

বিজয়া। কিবা অর্দ্ধকটি বদ্ধ শুদ্ধ দিব্য বাঘছালে॥

(রূপে জগৎ ভোলে)

জয়া। নীলকণ্ঠের কণ্ঠ কাল গরল অশনে।

বিজয়া। ভাল মিলেছে সে কালকণ্ঠ কালরূপের সনে॥

(সবে দেখ্‌ নয়নে)

জয়া। আধ হৃদে অস্থিমালা চিতাভস্ম মাখা।

বিজয়া। আধ হৃদে বনমালায় ভৃগুপদ ঢাকা॥

(তবু যায় রে দেখা)

জয়া। আপাদলম্বিত জটে কুলু কুলু ধ্বনি।

বিজয়া। যেন দেখিতে জনমস্থান ধায় মন্দাকিনী॥

(দিয়ে হুলুধ্বনি)

জয়া। আধ অঞ্চল চিকুরে শোভে শিখি-পুচ্ছ-চূড়া।

বিজয়া। আধ জাহ্নবী-জড়িত জটে ফণিমালা ঘেরা॥

(ভুবন আলো করা)

জয়া। হরিহর মিলিতাঙ্গ রূপের মাধুরী।

বিজয়া। দেখে আঁখি মিলে, সবে মিলে বল হরি হরি॥

(সকল পরিহরি)

জয়া। এত দয়া জীবে, না থাকিলে তবে,
ভক্তাধীন তবে বলিত কেবা।
ভক্তের সম্বল, জ্ঞান-বুদ্ধিবল,
ভক্ত ভৃঙ্গদল মানস-লোভা॥
ঘুচা রে বিষাদ, নয়নের সাধ,
ভ্রমের প্রমাদ মিটা রে ভবে।
এ রূপ লহরী, বারেক নেহারি,
হরি হরি হরি বল রে সবে॥

[জয়া বিজয়ার প্রস্থান।

নন্দী। সে তা করুক যার খুসি যা, তুলে হরি নামের ধ্বজা,
প্রাণভরে টেনে গাঁজা, নন্দীরাম তুই বগল বাজা।

(বগল-বাদ্য ও নৃত্য)

ইন্দ্র। পূর্ব্বে মহাপাপের প্রতিফলস্বরূপ, আমার অঙ্গে জঘন্য চিহ্ন সকল নির্গত হয়ে, শেষে যদিও নয়নরূপে পরিণত হয়েছে; কিন্তু পাপের দণ্ড ভিন্ন একদিনের জন্যও আমি এ চিহ্নকে গৌরবের চিহ্ন মনে করি নাই। "সহস্রলোচন" নামটী যেন আমার পক্ষে উপহাসের নাম ব'লে জ্ঞান ছিল; কিন্তু আজ বোধ হ'চ্চে, আমার সহস্রলোচন নাম এতদিনে স্বার্থক হয়েছে। যাদের কেবল দুটী মাত্র নয়ন, তাদের

ত কথাই নাই, আজ যদি এই জগৎ-মনোহররূপ সহস্রলোচনে সহস্র বৎসর দর্শন করি, তা হলেও দর্শনপিপাসার শান্তি হয় কি না, সন্দেহ! আহা! আজ ধন্য হ'লাম। যাক্, স্বর্গের বৈভব যাক্! দেবত্বের গৌরব যাক্! ইন্দ্রত্ব দানবপদে দলিত হ'ক্, শচী দৈত্য কারাগারে থেকে আর্ত্তনাদ করুক, আজ সব ভুল্‌ব, সব মায়া ত্যাগ কর্ব্বো। পূর্ব্বস্মৃতি দূর হও! ইন্দ্রত্ব অভিমান যাও,—দৈত্যদাসত্বে ব্রতী হও গে। স্বর্গের গৌরব! ইন্দ্রের বৈভব! উচ্চৈঃশ্রবা! ঐরাবৎ! পারিজাত! সাগরগর্ভে যাও। নয়, দানবের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর শোভাবৃদ্ধি কর গে। শঙ্খচূড় দৈত্যেশ্বর! নিরাপদ হও, নিষ্কণ্টকে ইন্দ্রত্ব উপভোগ কর, আর ইন্দ্র স্বর্গে যাবে না, আর বাসব-বজ্রানলে দৈত্যসেনা দগ্ধ হবে না। আজ ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, সব দৈত্যপদে সমর্পণ ক'রে, এই নিত্যপুলকময় গোলকধামে থেকে নিত্য নিত্য নিত্যসুখে হরিপদ সেবা ক'র্‌ব, আর সে অনিত্য ইন্দ্রত্ব-সুখে মুগ্ধ হ'য়ে নিত্যসম্পদ হারাব না!

কৃষ্ণ। ও কে, বাসব! এস, এস, এতক্ষণ সদানন্দময়ীর সঙ্গে সদানন্দকে পেয়ে, প্রেমানন্দে নন্দীর আনন্দোৎসব, দর্শনে অন্যমনস্ক ছিলাম। সেজন্য তোমার দেবেন্দ্রোচিত অভ্যর্থনার ত্রুটী হয়েছে ব'লে ক্ষুণ্ণ হ'ও না।

শিব। আর বাসবকে দেবেন্দ্রযোগ্য অভ্যর্থনার ত প্রয়োজন নাই, ইন্দ্রত্ব থাক্‌লে ত ইন্দ্রযোগ্য সম্মান।

কৃষ্ণ। কেন দেব! ইন্দ্র অসম্মানের পাত্র হ'ল কিসে?

শিব। কেনই বা নয়? কুসুমে পরিমল থাক্‌লে ত তার আদর। কেশব! বাসব যে আজ ইন্দ্রত্বহারা, দানবলাঞ্ছিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

কৃষ্ণ। সকলই জানি, বাসবের এ দুর্দ্দৈব যে একদিন উপস্থিত হবে,

তা আপনারও অবিদিত নাই; কে যে এ দুর্ঘটনার মূল, তাও জানেন।

শিব। মূল—বাসবের অদৃষ্ট।

কৃষ্ণ। শুদ্ধ অদৃষ্ট নয়, আত্মকৃত কর্ম্মফল; বাসবের আত্মাভিমান আর ইন্দ্রত্বের অহঙ্কারই এ দুর্ঘটনার মূল।

ইন্দ্র। প্রভো! কবে যে বাসবের দুর্ম্মতি ঘটেছিল, তা স্মরণ নাই। যে ইন্দ্রত্বের জন্য বাসবের হৃদয় আত্মাভিমানপূর্ণ, যে সম্পদের অহঙ্কারে আপন দুরদৃষ্টকে আপনি আহ্বান ক'রেছে, ইন্দ্র আর সে স্বর্গের সম্পদ চায় না। যারা নির্ব্বিকার হৃদয়ে নিরহঙ্কারে, ন্যায়-পরতার সহিত দেবরাজ্য শাসন কর্‌বে, সেই দানবগণই এখন স্বর্গের সম্পদ ভোগ করুক!

কৃষ্ণ। বাসব! দুঃখিত হও' না। দানবগণ নিরহঙ্কারী বা সদাচারী নয়, আর ইন্দ্রত্বও যে তাদের স্থায়ী সম্পদ, তাও নয়; তবে তুমিও যেমন কর্ম্মদোষে ইন্দ্রত্বচ্যুত, দানবও তেমনি কর্ম্মফলে ক্ষণেকের জন্য স্বর্গাধিকারী।

ইন্দ্র। দেব! কি অপরাধে বাসব ইন্দ্রত্বচ্যুত, তা ত স্মরণপথে উদয় হয় না।

কৃষ্ণ। মনে হয় না বাসব! কোন সময়ে তুমি কৈলাসধামে গমন ক'রে আত্মাভিমানপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা—পরমাত্মধ্যানপরায়ণ, যিনি আজ তোমাকে সঙ্গে ল'য়ে দৈত্যনাশের উপায়ের জন্য গোলোকধামে এসেছেন, যিনি ইন্দ্রের শ্রীভ্রষ্ট হওয়ার প্রথম কারণ, সেই পশুপতির ধ্যানভঙ্গ করাতেই তোমাকে ভস্ম কর্‌তে উদ্যত হন। যদিও অমর-দেহ ধ্বংসে কাহারও অধিকার নাই, কিন্তু অজর, অমর, যাই বল—শিবক্রোধানলে কেউ কখন নিস্তার পান নাই, মদনভস্মই তার

জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তোমারও সেই গতি উপস্থিত দেখে সুচতুর চতুরানন তোমার জীবনভিক্ষা করেন ; আর তৎকর্ত্তৃক সেই শিব-ক্রোধানল সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হওয়াই, তোমার ইন্দ্রত্বচ্যুতির প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ, আমার গোলোকলক্ষ্মী—ঐ দেখ অধোবদনে বোধ হয় সেই বিষয়ই চিন্তা কর্‌ছেন।

ইন্দ্র। গোলোকলক্ষ্মী রাধাসতী আমার ইন্দ্রত্বনাশের দ্বিতীয় কারণ কিসে ?

কৃষ্ণ। সামান্য অপরাধে শ্রীদামের প্রতি অভিশাপ দেওয়াই তার দ্বিতীয় কারণ।

রাধিকা। রাধা যদি তার দ্বিতীয় কারণ হয়, তা হ'লে ইন্দ্রত্ব-নাশের তৃতীয় কারণ তুমি। দৈত্যকুলে জন্মিলেই যে ইন্দ্রত্ব জয় ক'র্‌বে, এমন কোন কথা আছে কি ? তুমিই ত তাকে অক্ষয় কবচ দিয়ে জগতে অজেয় করেছ। ব্রহ্মা বর দিয়েছেন, তবে বল, তিনিও এর চতুর্থ কারণ।

শিব। কারণের জন্য যদি অন্য কেউ দায়ী হ'ত বা প্রতিকারে সমর্থ হ'ত, তা হ'লে ইন্দ্রকে দৈত্যভয় হ'তে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে গোলোকধামে আস্‌ব কেন ? এখন ও-সকল বঞ্চনার কথা রেখে যাতে বাসবের দুর্গতির অবসান হয়, তার উপায় কর।

কৃষ্ণ। উপায় অচিরেই হবে। গোলোকের অর্দ্ধ মুহূর্ত্তকালের জন্য শ্রীদামের মর্ত্ত্যলোকে গমন। তার নিয়মিত কালও প্রায় পূর্ণ হয়েছে, তবে—

রাধিকা। তবে ব'লেই যে নীরব হলে ? আর কোন কথা আছে নাকি ?

কৃষ্ণ। অন্য কথা কিছুই নয়, শ্রীদামের দৈত্যদেহ ধ্বংস করা

আমার সাধ্যাতীত; শিবক্রোধানলে তার উৎপত্তি, সুতরাং যেখানে উৎপত্তি, সেইখানে নিবৃত্তি হওয়াই উচিত, অথচ একের কার্য্যভার, একের অধিকার, অন্যের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। সংসারের ভার স্বয়ং সংহারকর্ত্তাই গ্রহণ কর্‌বেন। শ্রীদাম আমার গোলোকের পারিষদ, সুতরাং তার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করা আমার পক্ষে নিতান্তই অকর্ত্তব্য। গোলোকের মুহূর্ত্তার্দ্ধকালান্তে শঙ্খচূড়ের বিনাশ অবধারিত। (শিবের প্রতি) এই সর্ব্বসংহারক ত্রিশূল গ্রহণ করুন, এই ত্রিশূলাঘাতে শঙ্খচূড় সংসারলীলা সম্বরণপূর্ব্বক স্বধামে আগমন কর্‌বে। (ইন্দ্রের প্রতি) যাও বাসব! আনন্দে সুরবৃন্দের সহিত মিলিত হ'য়ে কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হও গে, অচিরেই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম অঙ্ক।

দৈত্য-শিবির।

সেনাপতি ও সহকারী সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। কেমন সহকারী সেনাপতি! কর্ত্তব্য কার্য্যের কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই ত? যে যে কার্য্যভার তোমার প্রতি অর্পিত ছিল, সেগুলি ত যত্নের সহিত প্রতিপালিত হয়েছে?

সহকারী। সমস্তই সুপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়েছে, প্রতি-নিয়ত দেবতাদিগের গুপ্ত মন্ত্রণাদির তত্ত্ব গ্রহণ জন্য সুচতুর দূতগণকে

ছদ্মবেশে ভ্রমণে নিযুক্ত করা হ'য়েছে ; স্বর্গের প্রতি দুর্গে ও দুর্গ-প্রাচীরে সহস্র সহস্র ভীষণাকার মহাবল দৈত্যসেনাগণ অহর্নিশি সতর্কতার সহিত ভ্রমণ কর্‌ছে, দৈত্যপুরী যদিও সম্পূর্ণ উপদ্রবশূন্য, তথাপি—ওকি ! বাদ্যোদ্যম হচ্ছে নয় ? বোধ হয় মহারাজ সভায় আগমন কর্‌ছেন।

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

সেনাপতিদ্বয়। দৈত্যনাথ! অভিবাদন করি ;—

শঙ্খ। সেনাপতি ! সহকারী সেনাপতির একটী অসমাপ্ত বাক্যের শেষ কথা কর্ণগোচর হ'লো ; কি বল্‌ছিলে সহকারী সেনাপতি ! দৈত্যপুরী নিষ্কণ্টক, তথাপি, এই পর্য্যন্ত ব'লেই যে নীরব হ'লে ?

সহকারী। দৈত্যেশ্বর ! গত যামিনীর শেষভাগে একজন ছদ্মবেশী দূত প্রত্যাগত হ'য়েছে, তার কাছে যতদূর শুন্‌লাম, তাতে দেবতারা যে পুনর্ব্বার স্বর্গাধিকারে অগ্রসর হবে, এইটিই সম্পূর্ণ অনুমিত হচ্ছে।

শঙ্খ। দূত কি বল্লে ?

সহকারী। গত রজনীর শেষভাগে ছদ্মবেশী গুপ্তচর প্রত্যাগত হ'য়ে বল্লে—হিমালয়ের উত্তরভাগে, অন্ধকার রজনীতে, দেবদেহের পূর্ণ জ্যোতি দৃষ্টি হ'য়েছিল। দেবতাদিগের মধ্যে কি যেন একটা ভৈরব কোলাহল উত্থিত হ'য়েছিল ; ঐ কলরব শ্রবণে ও দেবদেহের জ্যোতিপ্রকাশ দর্শনে গুপ্তচর বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারায় জান্‌তে পারে যে, ইন্দ্র এতদিন কোথায় নিরুদ্দেশ থেকে পুনর্ব্বার এসে দেবদলের সহিত মিলিত হ'য়েচে !

সেনাপতি। তাতে তত চিন্তার কারণ কিছুই নাই ; দৈত্যপতি শঙ্খচূড় জীবিত থাক্‌তে দানব-বাহুবল অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, তা নিশ্চয় জে'ন।

দেবদানবে ত ক্রমাগত শতশত বার যুদ্ধ হ'য়েচে, কিন্তু স্মরণ কর দেখি সহকারী সেনাপতি! দৈত্যনাথ শঙ্খচূড়ের কি অভাবনীয় যুদ্ধকৌশল। কি অমিত বাহুবল! ইন্দ্রের যে বজ্রানলে সহস্র সহস্র দৈত্যসেনা একেবারে ভস্মে পরিণত হ'য়েচে; গত যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রক্ষিপ্ত যে অমোঘ বজ্রের ভীষণ গর্জ্জনে মুহুর্মুহু সহস্র সহস্র দানবসেনা অচেতন হ'য়েচে! প্রলয়কালের ন্যায় ত্রিলোক কম্পিত হ'য়েচে! এইবার অব্যর্থ বজ্রানলে দৈত্যকুল নির্ম্মূল হ'ল ব'লে, দেবদলে জয়োৎসব, দানবদলে হাহাকার উত্থিত হ'য়েচে। সেদিনের সে বজ্রাগ্নিতে দানবসেনা নিষ্কৃতি পাবে, এ কার আশা ছিল? কিন্তু দৈত্যকুলকেশরী মহাবীর শঙ্খচূড় সে বজ্র-গর্জ্জনে ভীত হওয়া দূরে থাক্, নির্ভীকচিত্তে সকলকে অভয়দানপূর্ব্বক সেই প্রচণ্ড বজ্র অবলীলাক্রমে বাম হস্তে ধারণ ক'রে—বল দেখি, কি অভাবনীয় বাহুবলের পরিচয় প্রদান ক'র্‌লেন! যদিও দেবতারা গিরিপ্রান্তরে, পর্ব্বতকন্দরে লুক্কায়িত থেকে সময়ে সময়ে গুপ্তভাবে দৈত্যপুরী আক্রমণ পূর্ব্বক দানবসেনা বিনাশ ক'র্‌চে সত্য; কিন্তু সেটী দানবের বাহুবলের ন্যূনতা বশতঃ নয়, কেবল সতর্কতার ত্রুটীমাত্র॥ এখন দুর্গপ্রাচীরে ভীষণাকার দৈত্য সেনা সকল নিয়ত চক্রাকারে পরিভ্রমণ ক'র্‌চে, সুতরাং সে আশঙ্কাও দূর হ'য়েচে, সেজন্য আর চিন্তা কি?

শঙ্খ। (স্বগতঃ) শঙ্খচূড় যে চিন্তায় চিন্তিত, সে চিন্তার শতাংশের একাংশ মাত্রও যদি দৈত্যকুলের মধ্যে কেউ গ্রহণ ক'র্‌ত, সে চিন্তার্ণবের বিন্দুমাত্র যদি কারও হৃদয় স্পর্শ ক'র্‌ত, তা হ'লে আজ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণকেও ধন্য মনে ক'র্‌তেম্, প্রাণের কথা বল্‌বার পাত্র পেতাম, মর্ম্মের ব্যথা লাঘব ক'র্‌বার উপায় হ'ত; তা পাপ দানবের কথা দূরে থাক্, জাতিস্মরা তুলসী পর্য্যন্ত যখন সে চিন্তার

কিছুমাত্র ভাগ গ্রহণ ক'র্‌লে না, তখন আর অন্যের কথা কি? সেনাপতিগণ স্বর্গদুর্গ রক্ষার জন্য সৈন্যনিয়োজনে বিব্রত; কিন্তু শঙ্খচূড় যে, কি ব্রত অবলম্বন করে' তার উদ্‌যাপনের জন্য ব্যাকুল হ'য়েচে, তা আর কে বুঝ্‌বে? আমি দেবতাদিগের সমরসজ্জা দেখে চিন্তা ক'র্‌চি না, নিজের শেষ শয্যার দিনের বিলম্ব দেখে চিন্তা ক'র্‌চি। কেন যে এত বিলম্ব হ'চ্চে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; আস্‌বার সময় কর্ণধারকে ত ব'লে এসেছিলাম যে, কার্য্য সমাধা হ'লেই কূলে এসে দাঁড়াব, সে সময় যেন পার ক'র্‌তে বিলম্ব ক'র না; এখন কার্য্য ত সমাধা হ'য়েচে, তবে কর্ণধারের দেখা পাচ্ছি না কেন? সর্ব্বদাই ত মনে মনে ডাক্‌চি। হ্যাঁ হে, কর্ণধার! আমার কর্ম্ম ত সমাধা হ'ল, আর কত বিলম্ব?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। দানবনাথ! একজন শিবদূত দ্বারদেশে উপস্থিত, আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষী।

শঙ্খ। বড় শুভসংবাদ, শীঘ্র সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এস।

প্রহরী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

শঙ্খ। সেনাপতি! গুপ্তচর যতদূর জেনে এসেচে, শিবদূতের আগমনেই তার অনেকটা সত্যতা প্রমাণ হ'চ্চে। ভাল, শিবদূত কি সংবাদ ল'য়ে এসেচে, শুন্‌লেই সমস্ত জান্‌তে পারা যাবে।

শিবদূতের প্রবেশ।

শিবদূত। দৈত্যেশ্বর! আমি ভগবান শঙ্করের প্রেরিত দূত, পুষ্পভদ্রা নদীতীর হ'তে আগমন ক'র্‌চি; নাম পুষ্পদন্ত—

শঙ্খ। কি বক্তব্য ?

শিবদূত। দৈত্যেশ্বর! যেস্থানে পুষ্পভদ্রা নদীতীরে শুভপ্রদ অক্ষয়বট-বিরাজিত, সেইস্থানে সিদ্ধক্ষেত্র নামে সিদ্ধগণের সিদ্ধাশ্রম বিদ্যমান আছে, সেটী পুণ্যক্ষেত্র, মহর্ষি কপিলের তপস্যাশ্রম। সেইস্থানে ভগবান্ শঙ্কর দেবগণের সহিত মিলিত হ'য়ে, আপনাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান ক'র্‌চেন; তিনি ব'ল্‌চেন, আপনি কৌশলেই হ'ক আর সম্মুখযুদ্ধেই হ'ক্, যে সমস্ত দেবসম্পত্তি হরণ ক'রেচেন, সেগুলি নির্ব্বিবাদে প্রদান ক'রে দেবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করুন।

শঙ্খ। যদি নির্ব্বিবাদে দেব-সম্পত্তি প্রদান না করি, সন্ধিস্থাপনে যদি অসম্মত হই ?

দেবদূত। যুদ্ধসজ্জা ক'র্‌তে পারেন।

শঙ্খ। এ কি ভয় প্রদর্শন ? দূত! তুমি নিশ্চয় জে'ন, আতঙ্ক বা ভয় এটা কথামাত্র ব'লে জানা ভিন্ন, শঙ্খচূড় কখনও তার অস্তিত্ব অনুভব করে নাই। এ হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই, বোধ হয়, জীবিত-কালের মধ্যে পাবেও না। তুমি নিয়ন্তার বার্ত্তাবহ মাত্র; অধিক কথার উত্তর দেওয়া তোমার অধিকার নাই; সুতরাং তোমার সঙ্গে বাক্যব্যয় বৃথা, এক্ষণে যাও দূত, সেই পরাশ্রিত ফেরুদলসদৃশ দেব-বৃন্দকে—সেই পলায়িত কাপুরুষ দেবেন্দ্রকে বল গে,—ইন্দ্রত্ব তার পিতৃসম্পদ নয়। বিজয়লক্ষ্মী বীরভোগ্যা, আমি সম্মুখযুদ্ধে বাহুবলে স্বর্গাধিকার ক'রেচি, তাঁর সাধ্য থাকে, তিনিও বাহুবলে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করুন, অথবা যার আশ্রয়ে দানব-বিজয়-বাসনা ক'রেচেন, সেই ভিক্ষান্নজীবী বিরূপাক্ষকে ব'ল, "এ দুর্ব্বল ত্রিপুরাসুর নয়, যে সমস্ত দেবদল একত্রিত হ'য়ে কপটে পরাজয় কর্‌বেন। তিনি যেন পলায়িত শৃগালদলের সহিত মিলিত হ'য়ে যুদ্ধে প্রস্তুত থাকেন।

আমি কল্য প্রভাতেই যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ব।" সেনাপতি! শিবাদলসদৃশ দেবদলের পলায়নকাল হ'তে দৈত্যসেনা একেবারে যুদ্ধচর্চ্চা-পরিশূন্য, অস্ত্র সকলও রণ-বিরতি কলঙ্ক ধারণপূর্ব্বক বিশ্রাম ক'র্‌চে, সে সকল রাত্রিমধ্যেই সংস্কার ক'রতে অনুমতি দাও, দুর্গরক্ষার উপযোগী সৈন্য পুরীরক্ষায় নিযুক্ত ক'রে সমস্ত সৈন্যই যেন প্রস্তুত থাকে, আমি কল্য প্রভাতেই যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ব।

সেনাপতি। যে আজ্ঞে! যথাসময়ে সৈন্য সকল দুর্গদ্বারে প্রস্তুত থাক্‌বে।

শম্ভ। এক্ষণে তোমরা বিদায় হ'তে পার।

[সকলের প্রস্থান।

সেনাপতি ও সহকারী-সেনাপতির পুনঃ প্রবেশ।

সহকারী। সেনাপতি মহাশয়! যামিনী ত প্রায় অবসান হ'য়েচে, সৈন্যগণ কেহই নিদ্রা যায় নাই। সকলেই রণোৎসাহে উৎসাহিত হ'য়ে সমস্ত যামিনী জাগরণেই অবসান ক'রেচে। এক্ষণে দৈত্য-নাথের আদেশমত সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে অনুমতি দেওয়া উচিত। ও কে আস্‌ছে—দিব্য দুকুলপরিহিত! গলে হরিনামের মালা! স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি! মহারাজ নয়, হাঁ, তিনিই বটে; আজ মহারাজের এ বেশ কেন?

সেনাপতি। বোধ হয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধার সময়ে প্রত্যহ এই বেশই ধারণ ক'রে থাকেন। আমরা ত সকল দিন এত প্রভাতে সাক্ষাৎ পাই না; সুতরাং আমাদের পক্ষে নূতন ব'লেই বোধ হ'চ্চে, যা হ'ক্‌, একটু অন্তরালে থেকে দেখা যাক্।

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। (স্বগতঃ) দীর্ঘ কারাবাসীর মুক্তির দিন নিকট হ'লে তার শেষের দিন যত নিকটবর্ত্তী হয়, ততই যেমন দীর্ঘ জ্ঞান হ'য়ে থাকে, সংসার-কারাগার হ'তে মুক্তির দিন নিকট হওয়ায়, শঙ্খচূড়ের পক্ষেও তাই ঘ'টেচে; এতদিন কূলে দাঁড়িয়ে "কর্ণধার কর্ণধার" ব'লে ডাক্‌চি, কর্ণধার কি কর্ণপাত ক'র্‌বেন না? আর যে কালবিলম্বও সহ্য হ'চ্চে না। বুঝেচি, সহজে কর্ণপাত ক'র্‌বেন না! আর নাবিক-মাত্রের গতিই এইরূপ,—পার-ঘাটে একা গেলে, কখন পার ক'র্‌তে চায় না; যদিও পার করে, তা হ'লে অধিক মূল্যের প্রার্থনা ক'রে থাকে; আমার ত সে মূল্য দেবার ক্ষমতা নাই, অথচ দিবাও অবসানপ্রায়, পারে যাবারও নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কতকগুলি পরগামী একত্রিত না হ'লে ত কর্ণধার পার ক'র্‌বে না; তবে এখন উপায় কি? তা আমি যে শুদ্ধ একাই পার হ'তে যাচ্ছি, তাও ত নয়, সম্মুখযুদ্ধে দেহত্যাগ ক'র্‌লে ত তাঁকে পার ক'র্‌তেই হবে; এবার আর কাউকে ফির্‌তে দেব না, নিজেও ফিরে আস্‌ব না, একবারে সসৈন্যে গিয়ে কূলে দাঁড়াব; দেখি, পার ক'র্‌তে হয় কি না? এই ত ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা পরিত্যাগ ক'রে, প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন ক'র্‌লাম। এক্ষণে কর্ত্তব্যকার্য্য কুমার সুচন্দ্রকে রাজ্যাভিষেক, আর তুলসীর নিকট বিদায়গ্রহণ—মায়ামুগ্ধ দেহীর পক্ষে সেইটিই কিছু গুরুতর কার্য্য। যাক্, আর বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে নিজের কর্ত্তব্য বিস্মরণ হব না; একবার মন্ত্রীকে আহ্বান করে' শীঘ্র শীঘ্র কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। প্রহরি! শীঘ্র সেনাপতি এবং মন্ত্রীকে সভায় ল'য়ে এস।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। দৈত্যেশ্বর! এত প্রভাতেই দাসকে আহ্বান কেন? রাজবেশ পরিত্যাগ ক'রে এ পট্ট-বসন ধারণেরই বা কারণ কি?

শঙ্খ। মন্ত্রি! দানবসৈন্যের বাহুবলে, আর তোমার মন্ত্রণাবলে অমরাবতী পরাজয়পূর্ব্বক দানবাধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছিলাম; কিন্তু মন্ত্রি! আর থাকে না, যতবার অমরযুদ্ধে অগ্রসর হ'য়েছি ততবারই জয়লাভ ক'রে প্রত্যাগত হয়েছি, কিন্তু এবারকার যুদ্ধযাত্রা আমার শেষ যাত্রা! আর জয়লাভের বাসনা নাই; এখন বাসনা-রজ্জু ছিন্ন করাই আমার বাসনা! তাই আমার একান্ত ইচ্ছা,—কুমার সুচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত ক'রে যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ব; যদি প্রত্যাগত হই—উত্তম; নতুবা কুমার সুচন্দ্রই এখন হ'তে তোমাদের রাজা, তুমি যেমন মন্ত্রি আছ, সেইরূপ থেকে কুমারকে সর্ব্বদা সুমন্ত্রণা প্রদান ক'র্‌বে। এক্ষণে কুমারকে রাজসভায় লয়ে এস, আমি স্বহস্তে তাকে অভিষিক্ত ক'রে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌ব।

মন্ত্রী। এ সময়ে এ যুক্তি—

শঙ্খ। আমি তোমাকে যুক্তির জন্য ডাকি নাই মন্ত্রি! এ সময়ে যুক্তি-দাতা এ দৈত্যপুরীতে আর আমার কেউ নাই; এ সময়ে মনের সহিত যা যুক্তি ক'রেছি, সেই আমার শেষ যুক্তি—সেই আমার সার যুক্তি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে না, আমি যুক্তির কথা কিছুই বলি নাই, তবে এক কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম,—শুন্‌লাম,—স্বয়ং শূলপাণি শঙ্কর, অমরদলের সহিত মিলিত হ'য়ে আপনাকে সমরক্ষেত্রে আহ্বান ক'রেছেন, এ কথা শুন্‌লে রাজ্ঞী তুলসী কি আপনাকে বিদায় দিবেন?

শঙ্খ। মন্ত্রি! তুলসী আমার জ্ঞানবতী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপথে কথনই বাধা দেবে না, আর দিলেই বা কে কবে স্ত্রী-বাক্যে বীরধর্ম্ম ত্যাগ ক'রেছে?

তুলসীর প্রবেশ।

তুলসী। আমি ত তোমাকে ধর্ম্মত্যাগ ক'র্‌তে বলি নি, নাথ! সহধর্ম্মিণী কি কথন ধর্ম্মত্যাগ কর্‌তে বলে?

শঙ্খ। তবে আর নূতন ক'রে কি বল্‌তে এলে? সমস্ত রজনীই ত কথা হ'য়েছে, অনেক কথাই ত ব'লেছ। এখনও কি কথার শেষ হয় নাই?

তুলসী। সকল কথার শেষ কৈ হ'য়েচে নাথ। এখনও যে কত কথা মনে রয়েছে, বল্‌তে আর সময় কৈ দিলে প্রাণেশ্বর! তুমি ত কতবার যুদ্ধে গিয়েছ! কতবার বিদায় দিয়ে প্রাণকে বুঝিয়ে গৃহে রেখেছি! তখন ত এমন ক'রে প্রাণ কাঁদে নাই! এমন ক'রে ত চক্ষে জল আসে নাই; এবার যে কত অমঙ্গল দেখছি! কত অমঙ্গলের কথা মনে আস্‌ছে! কেমন যেন তোমাকে হারাই হারাই মনে হচ্ছে; তাই নাথ! আবার দাসী পায়ে ধর্‌তে এসেছে; প্রাণকে বুঝায়ে রাথ্‌তে পার্‌লে না ব'লে আবার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌তে এসেছে, দাসীর কথা রাখ নাথ! যুদ্ধে বিরত হও; সাধে সাধে— সাধের ভবন অন্ধকার ক'র না।

গীত।

কান্ত ক্ষান্ত হও ধরি হে চরণে।
কাঁদে প্রাণ বল নাথ কি কারণ,
দিতে হৃদয়-চাঁদ বিদায় আজ তোমায় রণে॥

যতনে যত নিবারি, তত চক্ষে বহে বারি,
অমঙ্গল অনিবারি, কেন হেরি নয়নে ॥
অন্তরে বিষম আতঙ্ক, কাঁপিতেছে দক্ষিণাঙ্গ,
বুঝি সুখের বাজি ভঙ্গ হ'ল নাথ এতদিনে ॥

শঙ্খ। যাও না মন্ত্রি, কুমারকে রাজসভায় আন্‌তে বিলম্ব কর্‌ছ কেন? (তুলসীর প্রতি) দেখ তুলসি! আমি মনে কর্‌তেম, অনেক সুকৃতিবলেই তুলসীর ন্যায় গুণবতী সহধর্ম্মিণী পেয়েছি। কখন ভ্রমান্ধকারে পতিত হ'লে তুলসীই আমার সে পথপ্রদর্শিকা হবে; কিন্তু এখন কার্য্যকালে যে তার কিছুই ফল পেলেম না।

তুলসী। কি ফল পেলে না নাথ!

শঙ্খ। পেলামই বা কি? এইমাত্র বল্লে যে আমি ধর্ম্মত্যাগ ক'র্‌তে বলি নাই। তুমি ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্মপথের সহায় হবে, মনে উৎসাহ দেবে, হৃদয়ে শক্তি দেবে, তা না হ'য়ে সামান্য স্ত্রীর ন্যায় আমাকে মায়াপাশে বদ্ধ ক'রে আমার ধর্ম্মপথ রুদ্ধ ক'র্‌তে এলে! ছি ছি, এ কি তোমার মত জ্ঞানবতী সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য?

তুলসী। কেন? যুদ্ধ কি দানবের সনাতন ধর্ম্ম, অন্য পথে কি ধর্ম্মসঞ্চয় হয় না?

শঙ্খ। হয় বটে, কিন্তু অসম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞার অধোগতি কখন নিবারণ হয় না। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেচি—সে ত মনে মনে নয়; সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—যতদিন দানবদেহে বিন্দুমাত্র শোণিত থাক্‌বে, ততদিন ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রতারক দেবতাদের স্বর্গরাজ্য সুখে সম্ভোগ ক'র্‌তে দেব না। দ্বিতীয় কথা—তপস্যাকালে স্বয়ং বরদাতা বিধাতা তোমাকে বরপ্রদান করেছেন,—তুমি ইচ্ছাময়ী হবে, শচীর ন্যায়

সৌভাগ্যশালিনী হ'য়ে স্বর্গরাজ্যের একাধীশ্বরী হবে। আমাকে পতিত্বে বরণ ক'রে যদি তোমার সে বাসনা অপূর্ণ থাকে, তা হ'লে যে বিধিবাক্য মিথ্যা হবে; আর জগতের লোকেও বলিবে—তুলসী একজন কাপুরুষকে পতিত্বে বরণ ক'রেছিল ব'লে, আজ বিধিবাক্য বৃথা হ'ল; তাই বলি, তুলসি! আর আমাকে বাধা দিও না। এক্ষণে প্রফুল্লমনে প্রসন্নবদনে আমাকে বিদায় দাও।

তুলসী। কেন প্রাণেশ্বর! আমার কি সে আশা পূর্ণ হয় নি? তোমার প্রসাদে আমি ত শচীর মত সৌভাগ্যশালিনী হ'য়েছি, ইচ্ছাময়ী আর কাকে বলে নাথ! যখন যা ইচ্ছা করেছি, তুমিত আমার সেই সাধই পূর্ণ ক'রেছ, আমার কোন সাধই অপূর্ণ নাই, তবে একটি—

শঙ্খ। কি! কি! বল তুলসি! তুমি আমার বড় আদরের পত্নী, তোমার কোন সাধ অপূর্ণ রেখে যাব না।

তুলসী। পূর্ণ কর্‌বে কি? সত্য ক'রে বল দেখি?

শঙ্খ। অসত্য কখনও শঙ্খচূড়ের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, বল, তোমার কি সাধ অপূর্ণ আছে?

তুলসী। তোমার প্রসাদে আমার কোন সাধই অপূর্ণ নাই, কেবল শেষের সাধ একটী,—কুমার সুচন্দ্রকে রাজা ক'রে বনে গিয়ে হরিসাধনা আর তোমার পদসেবা ক'র্‌ব।

শঙ্খ। তাতে হবে কি?

তুলসী। যুদ্ধের শান্তি হবে, হৃদয়ে শান্তি পাব আর অন্তে শান্তিধাম হরিপদে স্থান পাব।

শঙ্খ। তবে মুখ্য উদ্দেশ্য গোলোকে স্থান পাওয়া। ভাল তুলসি! যদি তপোবনে না যেতে হয়, তাপস তপস্বিনী না সাজ্‌তে হয়, অথচ তা হ'তে অল্পকালে অন্য উপায়ে যদি সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাতে তোমার

অসম্মতি নাই ত? যদি না থাকে, তবে আমার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কর; তা হ'লে অচিরেই সেই চিরবাঞ্ছিত ধন লাভ কর্‌তে পাব্‌বে। তুলসি! আজ মর্ত্ত্যলোকের মায়ার কুহকে প'ড়ে গোলোকের কথা বিস্মরণ হ'য়েছ বলেই যা হ'ক, নৈলে গোলোকধাম তুলসীর পক্ষে নূতন নয়। আজ স্বর্গের সামান্য সম্পদে মুগ্ধ হ'য়ে সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা মনে কর্‌ছি, অনিত্য ইন্দ্রত্বের উপরে আধিপত্য স্থাপন ক'রে দৈত্যজন্ম সফল জ্ঞান কর্‌ছি; কিন্তু তুলসি! একদিন আমাদের এমন দিন—এমন সম্পদ ছিল যে শত শত ইন্দ্র আমাদের উপাসনা ক'রে দর্শন পায় নাই। আমরা কর্ম্মদোষে সেই নিত্যধনে বঞ্চিত হ'য়ে পাপ-দৈত্যদেহ ধারণপূর্ব্বক অনিত্য ধনের অধিকারী হ'য়েছি, এখন যাতে এ অনিত্যসম্পদ পরিত্যাগ ক'রে সেই নিত্য সম্পদ লাভ কর্‌তে পারি, তার উপায় কর। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী সহধর্ম্মিণী। যে অঙ্গের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ কর্‌লে, ধর্ম্মের ভাগ গ্রহণ করলে, সে যে মর্ম্মের ভাগ গ্রহণ কর্‌লে না, এ বড় দুঃখের কথা। আমি যে কি সম্পদলাভের জন্য এ অনিত্য সম্পদ ত্যাগ কর্‌তে বসেছি, তা যখন, এখন পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লে না, তখন আর বুঝ্‌বে কবে? তুলসি! যখন সিদ্ধাশ্রমে তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন বালিকা ছিলে, কিন্তু সে সময় ত অনেক কথাই স্মরণ ক'রে বলেছিলে, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে কোথায় জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, তা না হ'য়ে মায়া বৃদ্ধি ক'রে সব ভুলে গিয়েছ। অগ্নিশিখায় অন্ধকার নাশ ক'রে, আর সেই অগ্নিতে শুষ্ক তৃণাদি অর্পণ কর্‌লে, সে শিখা ক্রমেই প্রজ্বলিত হ'তে থাকে, কিন্তু শুষ্ক ইন্ধনের পরিবর্ত্তে রাশি রাশি সিক্ত কাষ্ঠ প্রদান কর্‌লে সে শিখা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক, তাকে নির্ব্বাণ ক'রে, ক্রমে ধূমোৎপাদন পূর্ব্বক আলোকের পরিবর্ত্তে অন্ধকারই

বিস্তার ক'রে থাকে। তাই বলি, তুলসি! একবার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ কর, আমি এ পর্য্যন্ত তোমাকে এ সকল কথা বুঝাবার চেষ্টা করি নাই, আজ কিন্তু মর্ম্মের কথা ব্যক্ত করতে হ'ল, কারণ আর বল্‌বার সময় পাব না। যা বল্‌বার ছিল, সবই ব'লে চল্লাম, এখন আমাকে বিদায় দাও, আর প্রর্থনা কর, যেন এ দৈত্যদেহ পতনান্তে তোমার পতিত পতি অন্তে সেই পতিতপাবনের পদপ্রান্তে স্থান পায়; এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, আর কেঁদ না।

গীত।

কেন মুগ্ধ আর মায়ার বশে ও বিধুমুখি।
ভবে কেবা কার, তুমি কার হে, কে তোমার,
বৃথা এ সংসার, ছায়াবাজি সব ফাঁকি॥
কেবা কার পর কে কার আপন,
মোহ নিদ্রার মহাস্বপন,
পথিকের পথের আলাপন,
ক্ষণেকের তরে সখি॥
কেন আর চিন্তা অন্তরে,
মিলন হবে দেহান্তরে,
পেয়ে নব জলধরে,
বাঁচ্‌বে চাতক চাতকী॥

তুলসী। নাথ! আর আমি তোমার যুদ্ধযাত্রায় বাধা দেব না, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী; আমি কায়মনে কামনা কর্‌ছি—হরি যেন তোমার বাসনা পূর্ণ করেন। কিন্তু নাথ! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—

পত্নীকে লোকে ইহপরকালের সঙ্গিনী বলে নয়? তবে যাকে ইহকালের সঙ্গিনী ক'রে রেখেছেন, তাকে কি পরকালের পথে পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া উচিত? তুমি কর্ণধারের কাছে চল্লে, তিনিও তরণী ল'য়ে তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন; কিন্তু নাথ! দাসী কি সে তরীতে স্থান পাবে না?

শঙ্খ। তরণীতে স্থান পাবে কি না, জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? এ কথার উত্তর আমি কি দেব? তবে এইমাত্র ব'লে চল্‌লেম, আমি যে পথ দেখিয়ে দিয়ে যাচ্চি, সেই পথে অগ্রসর হও। সতীকুলের কর্ত্তব্য ব্রতপালনে যেন বিরত হও' না, তা হ'লে এ পারে হ'ক্, আর পরপারে হ'ক্, পরস্পর সাক্ষাৎ হবে। কে ও, মন্ত্রি! কৈ, কুমার সুচন্দ্র কৈ?

মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

মন্ত্রী। দৈত্যেশ্বর! আদেশমত কুমার সুচন্দ্রকে রাজসভায় আনা হ'য়েছে। আমাদের প্রতি কোন যুক্তিদানের অনুমতি নাই; সুতরাং আমাদের আর কোন কথা বল্‌বারও অধিকার নাই। এখন যা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, আদেশ করুন, ক্রমেই সময় গত হয়।

শঙ্খ! তাইত, ক্রমে সময় গত হ'চ্ছেই ত বটে! আমি সকলকেই বাধ্য ক'র্‌তে পেরেছিলাম, পারি নাই কেবল কালকে। কেউ কখনও তাকে বাধ্য ক'র্‌তে পারেও নাই; কাল কারও কথা শোনে না,—কারু বাধা মানে না, অপ্রতিহত গতিতে প্রতিনিয়তই প্রবাহিত হ'চ্চে, শুধু কি আপনিই চ'লে যাচ্ছে—তা নয়, প্রতিপলকে জীব-মাত্রের পরমায়ু হরণ ক'রে অনন্ত-বায়ুর সঙ্গে অনন্তে লয় হ'চ্চে! কাল কারও মুখাপেক্ষা করে না, তবে যে ব্যক্তি সেই কালকে

বিফলে হরণ না ক'রে, সাধনাদি সৎকার্য্যে ব্যয়িত করে, সেই কাল, তার পরকালের পথ পরিষ্কার ক'রে অন্তকালে কালের হস্তে রক্ষা ক'রে থাকে। নদীর কূল ভগ্ন হ'লে তীরস্থিত বৃক্ষ-লতাদি সেই তরঙ্গের সঙ্গে ভেসে আসে। যে সকল নদী-স্রোত ভাগীরথীর পবিত্র তরঙ্গে পতিত হ'য়েছে, তার তীরস্থিত ভাসমান যে বৃক্ষ, সে ভাগীরথীর পবিত্র স্রোতে আর যে সকল নদীস্রোত কর্ম্মনাশার সঙ্গে মিলিত হ'য়েচে, সে সকল নদীকূলোদ্ভূত বৃক্ষ আর ভাগীরথীর তরঙ্গে মিলিত হ'তে না পেয়ে, কর্ম্মনাশার অপবিত্র স্রোতেই পতিত হয়। এ জীবন-তৃণখণ্ডও অনন্ত কালস্রোতের সঙ্গে ক্রমেই ভেসে চ'লেচে। এখন কর্ম্মদোষে কর্ম্মনাশার অপবিত্র স্রোতে পতিত হবে, কি সেই পতিতপাবনীর উদ্ভবস্থান—হরি-পদ-প্রান্তে স্থান পাবে, তা কেমন ক'রে জান্‌ব। কর্ম্মবীজ ভাগীরথীকূলেই রোপণ ক'রেছি, কি কর্ম্মনাশা-তীরেই রোপণ ক'রেছি, তাই বা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? বীজোৎপাদিত বৃক্ষ ত কালস্রোতে ভাস্‌তে আরম্ভ হ'য়েচে; এখন দেখি—কোথায় গিয়ে লাগে। আর সময় গত করা উচিত নয়।

কুমার সুচন্দ্রের প্রবেশ।

কুমার। মা!

তুলসী। কেন বাবা! কাঁদ্‌চ কেন?

কুমার। মা! আমি ত এতদিন কাঁদি নাই।

তুলসী। তবে আজ কাঁদ্‌ছ কেন বাবা!

কুমার। কাঁদ্‌লে পরে যে শান্ত করে, সে যদি কাঁদায়, তবে আর কার কাছে যাব মা?

শঙ্খ। হ্যাঁরে সুচন্দ্র! কে তোমাকে কাঁদিয়েচে বাপ! আমি কি

তোমাকে কাঁদিয়েচি? অনেকক্ষণ কোলে করি নাই ব'লে কি কাঁদ্‌চ? কোলে নিলে ত আর কাঁদ্‌বে না?

কুমার। বাবা! অন্য সময় যখন কেঁদেচি, তখনই তুমি কোলে ক'রেচ, তোমার কোলে গিয়েই আমার সব কান্না ভাল হ'য়েচে; কিন্তু বাবা! আজ যে তোমার কোলে যেতেও আমার কান্না পাচ্চে, মনে হ'চ্চে, যেন আর মার কোলে উঠ্‌তে পাব না, তোমার কোলেও স্থান পাব না। আমার কাণের কাছে কে যেন ব'ল্‌চে, "সুচন্দ্র! আজ হ'তে তোর মাতার কক্ষে স্থান পাওয়ারও শেষ, পিতার বক্ষে স্থান-পাওয়ারও শেষ!" এমন কেন হ'চ্চে বাবা! তোমরা যদি ত্যাগ ক'রে যাও, তা হ'লে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালককে কে দয়া ক'র্‌বে বাবা!

শঙ্খ। (স্বগতঃ) আমি অনেক কথার পরে, শেষে কয়েকটী সারগর্ভ গূঢ় উপদেশে তুলসীকে সান্ত্বনা প্রদান ক'রেচি; কিন্তু এ অবোধ বালককে কি ব'লে শান্ত ক'রব। শুদ্ধ একা বালককেই বা অবোধ বলি কেন? নয়ন অবোধ হ'ল—প্রাণ অবোধ হ'ল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে সবই অবোধ হ'য়ে উঠ্‌লো; আর যে কেউ প্রবোধ মানে না! হৃদয়ের কি যেন একটা বন্ধন খুলে গেল। এতক্ষণ হৃদয়মধ্যে যে আলোক প্রদীপ্ত ছিল, যে আলোকে এতক্ষণ তুলসীকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছিলাম, সে আলোকই বা গেল কোথায়? বালকের সুদীর্ঘ নিশ্বাসবায়ুতে সে আলোক নির্ব্বাণ হ'ল না কি? দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে সব অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌লো! নিজেও যে, অন্ধকারে অন্ধ হ'লাম! কোথায় কুমার সুচন্দ্রকে সুপথ দেখিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌ব, না, নিজেই ভ্রান্তিপন্থায় প'ড়ে ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম! তবে বুঝি, আর সুচন্দ্রকে সান্ত্বনা প্রদান ক'রে যেতে পার্‌লাম না; স্বয়ং সুশীতল না

হ'লে কি কেউ অন্যকে শীতল ক'র্‌তে পারে ? উত্তপ্ত শিলাখণ্ডে শয়ন ক'ল্‌লে কার অঙ্গ শীতল হ'য়ে থাকে ? আমি মায়া-বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন ক'রে চিরবিদায় গ্রহণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েচি ; সুচন্দ্র এসে সেই ছিন্ন রজ্জু সংযোগ ক'রে আবার আমায় দৃঢ়রূপে বন্ধন ক'র্‌লে। না, আর এ বন্ধনে বদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য নয়, যাতে সত্বরে এ বন্ধন ছিন্ন হয়, তার উপায় ক'র্‌তে হ'ল। রজ্জু যখন দৃঢ় ছিল, তখন ছিন্ন করেচি, এখন গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ রজ্জুতে বদ্ধ হ'তে হবে ? ভাল, একবার মুদ্রিত নয়নে হরি-পাদ-পদ্ম ধ্যান করি দেখি! যাঁর পদ স্মরণে জীবের ভববন্ধন মুক্ত হয়, তাতে কি আমার এ সামান্য বন্ধন মুক্ত হবে না ? (নয়ন মুদ্রিত করিয়া) এই ত, আর ত কেউ কোথায় নাই। পুত্রই বা কোথায়! মিত্রই বা কোথায়! কলত্রই বা কোথায়! নয়ন মুদ্রিত ক'র্‌লেই যখন সব অন্ধকার ; তখন দারা, পুত্র, বন্ধু, মিত্র কে কার ? সংসারে ত কেউ কারু নয়! তবে অবোধ মন! কেন আর অনিত্য মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, নিত্যপদার্থ পরমার্থ লাভে বঞ্চিত হও ? এক্ষণে সে সব মায়া বিকার পরিত্যাগ ক'রে, অষ্টপ্রহরই কেবল হরি হরি বল ; দিবা ত অবসান হ'লো।

গীত।

পথের সম্বল সে ধন, গেল দিন মন বল হরি।
হরি বিনে তরিবি নে, প্রবল ভব-লহরী ॥
ভেবে দেখ ভবে কেবা কার,
নয়ন মুদিলে অন্ধকার,
পরিহরি মায়াবিকার, হরি বল অষ্টপ্রহরি ॥

নিশ্চিন্ত আছ কি বুঝে,
মজ হরি পদাম্বুজে,
এ জীবন জলবিম্ব যে, কাল বুঝে কাল লবে হরি॥

শঙ্খ। বৎস সুচন্দ্র! প্রথমে একটী কথা ব'লেছিলে, সে কথাটী আমি ভুলি নাই, তুমি বল্লে "পিতৃ-মাতৃহীন হ'লে, অনাথ দেখে আর কেউ দয়া ক'র্‌বে না"। বাপ সুচন্দ্র! আমাকে যদি সংসারক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তেই হয়, আর পতিপ্রাণা তুলসী যদি সেই সঙ্গে সহগামিনী হন, তাতে তোমার চিন্তা কি? যদি এ পিতাকে না পাও, সেই পরম-পিতাকে ত পাবে। তিনি ত আশ্রয় না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না। তিনি জগৎপালক, বালক দেখে, তাঁকে ত দয়া ক'র্‌তেই হবে। দীন অনাথের প্রতিই তাঁর দয়া অধিক, সেই জন্যই লোকে তাঁকে দীননাথ ব'লে থাকে। 'বিপদের বন্ধু দীননাথ হরি কোথায় হে' ব'লে ডাক্‌লেই, দীন অনাথ বালক দেখে, অবশ্যই তোমাকে আশ্রয় দিবেন। অনেক পিতায় পুত্রকে ত্যাগ করে, কিন্তু তিনি ত্যাগ করা দূরে থাক্, কাতর হ'য়ে ডাক্‌বামাত্রে আপনি এসে আশ্রয় দেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ত্যাগ ক'রেছিল; উত্তানপাদ ধ্রুবকে ত্যাগ ক'রেছিল; তারাও পিতার স্নেহে বঞ্চিত হ'য়ে সেই জগৎপিতাকে ডেকেছিল, তিনিও যথাকালে তাদের সকল বিপদ হ'তে মুক্ত ক'রে, অন্তে অনন্তধামে স্থান দিয়েছিলেন। তাই বলি বাপ! পিতামাতার জন্য শোক ক'র না। পিতা মাতা কত দিনের জন্য? যিনি চির-দিনের পিতা, সেই অনাথ-শরণ হরির চরণ যেন বিস্মরণ হও' না।

কুমার। বাবা! আমি ত শুদ্ধ তোমার উপদেশে ভুল্‌ব না, ঐ নামটি কেন একবার আমার কাণে কাণে ব'লে দাও না?

শঙ্খ। (স্বগতঃ) এ কথার অর্থ কি? আমি সুচন্দ্রকে হরিনাম স্মরণ ক'র্‌তে বল্লেম; ও বল্লে, ঐ কথাটি আমার কাণে কাণে ব'লে দাও, এ কথা বল্‌বার কারণ কি? তবে কি আমার কাছে দীক্ষিত হওয়াই কুমারের উদ্দেশ্য! যদি তা হয়, তবে দৈত্যকুল ধন্য—আমিও ধন্য! পুত্রের পুণ্যে পিতার সদ্গতি, এ মহাবাক্য যদি নিতান্ত অর্থবিহীন না হয়, তা হ'লে আমার কর্ম্মফল সঞ্চিত থাক্ বা না থাক্, সৎপুত্রের গুণে যে সদ্গতি লাভ ক'র্‌ব, তাতে আর সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) এস বাপ সুচন্দ্র! আমার কোলে এস, পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ বিধি-বহির্ভূত হ'লেও আমি মহাযাত্রাকালে তোমাকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে চল্লেম। দেখ', যেন হরিনাম বিস্মরণ হও' না? (কর্ণমূলে হরিনাম প্রদান)

কুমার। বাবা! আমি তোমাকে প্রণাম করি। (প্রণাম)

শঙ্খ। (স্বগতঃ) দীক্ষা গ্রহণ ক'রে গুরুকে যে প্রণাম ক'র্‌তে হয়, অবোধ বালকের সে জ্ঞানেরও উদয় হ'য়েছে। এ দৈত্যবংশের গুণ নয়, সাধ্বী তুলসীর গর্ব্ভের গুণ। (প্রকাশ্যে) বাপ সুচন্দ্র! আমি ত তোমাকে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌লেম, কিন্তু যাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ কর্‌তে হয়, তাকে কি বলে বল দেখি?

কুমার। তাঁকে গুরু বলে। আপনি আমার পিতা পরম গুরু; আবার হরিনাম দাতা।

শঙ্খ। ভাল, দীক্ষা গ্রহণ ক'রে গুরুকে কি দিতে হয় বল দেখি?

কুমার। গুরুদক্ষিণা দিতে হয়।

শঙ্খ। তবে আমাকে ত কৈ গুরুদক্ষিণা দিলে না?

কুমার। আপনাকে কি দেব? আমার কি আছে বলুন, তাই আপনাকে দেব।

শঙ্খ। বাপ সুচন্দ্র! তোমার ত এমন কোন সম্পত্তিই নাই যে, তাই দক্ষিণা গ্রহণ কর্‌ব। রাজ্য, ধন, এমন কি যখন দেহ পর্য্যন্ত আমারই দত্ত; তখন যা দক্ষিণা গ্রহণ কর্‌তে যাব, তাতেই ত আমাকে দত্তাপহারী হ'তে হবে, অথচ ওসকল ধন এ সময় নিয়েই বা কি কর্‌ব! তবে এমন ধন দাও, যা সঙ্গেও নিয়ে যেতে পার্‌ব, অথচ দান ক'রে প্রতিগ্রহণ জন্য আমাকে দত্তাপহারীও হ'তে হবে না। যদি বল, এমন ধন কি? এক হরিনাম। হরিনাম ভিন্ন এমন ধন জগতে আর কিছুই নাই। দাও, তুমিও গুরুদক্ষিণা রূপে আমার কর্ণমূলে হরিনাম দাও। অন্তিম সময়ে পিতার কর্ণে হরিনাম দেওয়াই সৎপুত্রের কার্য্য। তোমার সে কর্ত্তব্য কার্য্য এই সময় সমাধা ক'রে রাখ। এস—আমার দক্ষিণে এসে আমার দক্ষিণ কর্ণে হরিনাম শুনাও। বল বাপ! একবার বদন ভরে আমার কর্ণমূলে হরিবোল হরিবোল বল!

গীত।

প্রাণ ভ'রে প্রাণকুমার, একবার বল হরি হরি।
শুনে নাম তোর চন্দ্রাধরে ভবসিন্ধু তরি॥
নিধন কালে কি ধন আমার,
পথের সম্বল হবে কুমার,
হরিনাম দিয়ে কর পার, অপার ভব-লহরী।

শঙ্খ। মন্ত্রি! আর অধোবদন কেন? আজ ত দৈত্যপুরী পবিত্র হ'য়েছে, আর কুমার সুচন্দ্রের জন্য আমি চিন্তা করি না। এখন আমি আনন্দের সহিত সুচন্দ্রকে সিংহাসন অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত

হলাম। তুমি সর্ব্বদা কুমারের কাছে থেকে সুমন্ত্রণা প্রদান করবে, আর উভয়ে মিলে সর্ব্বদা হরিনাম করবে। তোমার পরকালের জন্য অন্য পথ অবলম্বনের প্রয়োজন নাই, গৃহে ব'সেই সুফল লাভ করতে পারবে। আমার অতি সুখে পালিত, হৃদয়-পিঞ্জরের শুকপক্ষীটী তোমায় দিয়ে চল্লাম, আমার এই হরিবোলা পাখীটিকে যত্ন ক'র, ওকে হরিনাম বুলি শিক্ষা দিও, তাহ'লে কালে ঐ পক্ষী, সেই হরিকল্পবৃক্ষ হ'তে মোক্ষফল এনে তোমার বাসনা সফল করবে; এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও।

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। মহারাজ! যুদ্ধযাত্রার আর কত বিলম্ব?

শঙ্খ। কিছুমাত্র বিলম্ব নাই, আমি প্রস্তুত।

সেনাপতি। এই বেশেই কি যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যন্ত গমন করবেন?

শঙ্খ। হাঁ, আমি এই বেশেই যুদ্ধক্ষেত্র গমন করব, তবে সারথিকে ব'ল, আমার যুদ্ধ-শয্যাদি যেন রথেই রক্ষা করা হয়, এক্ষণে সৈন্যগণকে রণোৎসাহে উৎসাহিত ক'রে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দাও।

সেনাপতি। সৈন্যগণ! আর কেন, আজ আমাদের জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের দিন! হয় দেবযুদ্ধে জয় লাভ ক'রে, বিজয়-লক্ষ্মীর পদ পূজা করব, নতুবা জগতে বীর-কীর্ত্তি রেখে অনন্তধামে চলে যাব। হও—সকলে রণোৎসাহে উৎসাহিত হ'য়ে অগ্রসর হও।

গীত।

সৈন্যগণ সবে, সমর-উৎসবে,
সাজ সাজ সবে চল রণস্থলে।

পাল বীরধর্ম্ম, সাধ বীরকর্ম্ম,
ধনু বর্ম্ম চর্ম্ম ধর হে সকলে ॥
সম্মুখ-সমরে, জিনিলে অমরে,
ঘোষিবে যশ ত্রিলোকে ;
কিম্বা বিপক্ষঘাতী, সবে বক্ষ পাতি,
ত্যজিব প্রাণ পুলকে—
এস হে রঙ্গে, নাশি বৈরঙ্গে,
রণ-তরঙ্গে ভাসি কুতূহলে ॥

[রণবাদ্য ও সৈন্যসহ শঙ্খচূড়ের প্রস্থান।

নবম অঙ্ক।

পুষ্পভদ্রা-নদী-তীর।

দ্রুতপদে শনি ও বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।

শনি। কিছু নাই—কিছু নাই ; পরের পঁয়জারির মত পেজমী আর কিছু নাই ; লোকে বলে, চাকর আর কুকুর সমান ; সেটা ঠিক কথা, একেবারে ঠিক কথা, অনেক রকমে মেলে, কুকুরের বরং অবকাশ আছে, স্বাধীনতা আছে ; যখন খুসি ইচ্ছামত খানিক ঘেউ ঘেউ ক'র্‌লে, প্রভুর কাছে খানিক লেজ্ নাড়্‌লে, আবার যখন খুসি লেজ্ গুড়িয়ে ঘুমুল। পোড়া কপাল চাকর জেতের ভাগ্যে তাও নাই। সময়ে খেতে পায় না—কোথাও যেতে

পায় না—মনের দুঃখে যে, খানিক ঘেউ ঘেউ ক'র্‌বে, তারও অবকাশ নাই ; তবে মনীবের কাছে লেজ্ নাড়াটী বন্ধ হবার নয় ; ছোট-খাট মনীবের চাকরীতে ববং সুখ আছে, তারা সংসারের অনেক দেখেচে, অনেক শুনেচে, কিসে কি হয়, বুঝেচে ; আর এই সব গম্বুজে মনীবগুলি, ধনকুবের হ'য়ে ব'সে থাক্‌বেন, কিছুই জান্‌বেন্ না—শুন্‌বেন্ না—কিসে কি হয়, দেখ্‌বেন্ না, হয় ত রা'ত দুপুরের সময় বল্লেন, "আমি চাঁদ খাব।" আরে—চাঁদের গল্প কত ক'রে—চাঁদ কি পক্ষীব ছানা—কোন গাছের ফল—আগে জান্ তারপর হুকুম করিস্। এই সব ঘরবোলা ধনকুবেরগুলি এক একটী জন্তু। এদের চাকরী করা আর কসাইয়ের কাছে বিক্রী হওয়া সমান কথা। লোকের মতিচ্ছন্ন হ'লে আর জ্ঞান থাকে না! আমাদের দেবরাজটীও তাই হ'য়েচেন, ধাঁ ক'রে হুকুম ক'রে ব'সলেন, "শনি! তোমাকে শঙ্খচূড় দৈত্যের রন্ধ্রগত হ'তে হবে ; তার মতিচ্ছন্ন না ঘট্‌লে, যোগবলের ধ্বংস না হ'লে, বাহুবলও টুট্‌বে না—ইন্দ্রত্বও উদ্ধার হবে না ; তোমাকে এ কাজ ক'র্‌তেই হবে।" এই কথা ব'লে তিনিও কোথায় চ'লে গেলেন, আমাকেও পারি, না পারি, তখন ত "যে আজ্ঞে" ব'ল্‌তে হ'ল। তার পর সেখানে গিয়ে দেখি—ও বাবা! সেখানে কি ঘেঁস্‌বার যো আছে, সে দৈত্যদানার গর্‌জানী দেখে কে? সেদিন আমার দাদা—যম মশায়, যেমন বুকে চ'ড়া দিয়ে যমত্ব ফলাতে গেলেন, অমনি দণ্ডগাছটা কেড়ে নিয়েই পেছুমোড়া ক'রে বন্ধন। আজ যে রকম তোড়ে বেরিয়েচে, এখনি সাত গুষ্টির ঘাড় মোড়া দেবে—তা আমি কুষ্টি দেখে ঠিক ক'রে ব'ল্‌চি, সেই দিনকের সেই পেচ্‌মোড়া বন্ধন দেখে, আমিও কাণ-মোড়া দিয়েচি—কোন্ শালা আর দৈত্যিদানাব কাছে ঘেঁস্‌বে।

বিশ্বকর্ম্মা। আরে ভাই, তুমি ত "রন্ধ্রগত হ'তে পার্‌লাম না" বল্লেই পরিত্রাণ পেলে, আমার মহামুস্কিল। না আছে দোকান, না আছে পাট, দৈত্য বেটারা ভেঙ্গে চুরে সব লোপাট ক'রে গিয়েছে, কর্ত্তা কতকালের পর এসে বল্লেন, বিশ্বকর্ম্মা! অস্ত্র গড়্‌তে হবে, এদিকে বিশ্বকর্ম্মা যে ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দ্দার হ'য়ে ব'সে আছে, তা ত বুঝ্‌লেন না! পার্‌ব না বল্লেও নিস্তার নাই। আর হেতের হুতের নিয়েই বা ছাই কি করবেন, তাও ত বুঝ্‌তে পারি না; পলাতেই যখন হবে, তখন ওসব হেতের হুতের বেঁধে বেহাত হওয়া বৈত নয়।

অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। কেও শনৈশ্চর! এত দিন কোথায় ছিলে?

শনি। শঙ্খচূড় দৈত্যের রন্ধ্রগত হ'তে গিয়েছিলেম।

অগ্নি। কৃতকার্য্য হ'তে পেরেচ?

শনি। আজ্ঞে পার্‌ব— দিন কতক পরে, তার জন্মনক্ষত্র, বারতিথি-গণে দেখ্‌লাম কোনটার একটু ছিদ্র নাই যে, সেইখান দিয়ে প্রবেশ ক'রব, তাতেই কটা দিনের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি।

অগ্নি। সে বিলম্ব কত দিনের জন্য?

শনি। আজ্ঞে, এই বেটা ম'র্‌তে যে কটা দিন দেরী, তার পর, রন্ধ্রগত ছেড়ে স্কন্ধগত হ'য়ে থাক্‌ব, বেঁচে থাক্‌তে তার কাছে এগোন, শনি মঙ্গলের কাজ নয়।

অগ্নি। তবে বল, তুমি নরমের বাঘ?

শনি। আজ্ঞে শুধু নরমের কেন, গরমেরও বাঘ। তবে বাঘ না পেলে কি ক'র্‌ব, তার এখন বৃহস্পতি কেন্দ্রী, আমাদের কি তার সীমানা

মাড়াবার যো আছে? গরুড়ের ঘাড়ে চ'ড়ে ব'সে থাক্‌লে সাপে তার কি ক'র্‌বে? এখন ওসব ভরসা ছেড়ে দিয়ে, শিবের ত্রিশূলের উপরই নির্ভর করুন।

অগ্নি। শঙ্খচূড় বধের চিন্তা হ'তে নিশ্চিন্ত হ'য়েচি। শিব-ত্রিশূলেই শঙ্খচূড়ের বিনাশ অবধারিত; তবে অন্যান্য দানব বিনাশের ত উপায় করা চাই! সেই জন্যই অস্ত্র নির্ম্মাণ ক'র্‌তে দেবরাজের আদেশ—

শনি। বলি, দেবরাজ আমাদের তিন সাড়ে তেত্রিশ কোটী দেবতার রাজা, তাঁর এতদূর ভুল হওয়া কি ভাল দেখায়? তাঁর ভুলেতেই ত এতদূর বিপদ ঘটেচে, নইলে আমাদের মত এমন সব বীর থাক্‌তে, দখ্নিদানা—যারা নস্যি ক'র্‌তে কুলয় না, তারা কি এমন ধারা উড়ে এসে জুড়ে ব'স্‌তে পারে, কথায় যে বলে, "রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট" সেটা ঠিক কথা,—হাজার কথার মধ্যে এক কথা—

(নেপথ্যে দানব-সৈন্যের জয়ধ্বনি)

অগ্নি। ঐ দানব-সৈন্যের জয়ধ্বনি হ'চ্চে! আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না—আমি চল্লাম—

[প্রস্থান।

দশম অঙ্ক।

পুষ্পভদ্রা-নদী-তীর।

দেবগণ সহ শিবের প্রবেশ।

শিব। বাসব! এ সব কি কথা? বিপন্ন মাত্রেরই যদি মতিচ্ছন্ন হবে, বিপদে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, জ্ঞান, বুদ্ধি সকলেরই যদি সমভাবে অন্তর্হিত হবে, তবে উচ্চ, নীচ, জ্ঞানী, অজ্ঞান কথাটা কি কেবল কথা মাত্র? ছি, ছি, বাসবের যোগ্য কাজ কর নাই!

ইন্দ্র। বিপদে বুদ্ধি স্থির থাকে না সত্য, কিন্তু কি অন্যায় কার্য্য ক'রেচি, তাও ত বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

শিব। কার্য্যকালে অসৎ ব'লে জ্ঞান হ'লে, সে কার্য্যই বা লোকে ক'র্‌বে কেন? শুন্‌লাম শনৈশ্চরকে নাকি দৈত্যবীর শঙ্খচূড়ের রন্ধ্রগত হ'তে প্রেরণ ক'রেছিলে? তুমি কি জান না, শঙ্খচূড় দৈববলে বলবান্, তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত; বিশেষতঃ বিষ্ণুদত্ত কবচ তার অঙ্গে থাক্‌তে, পাপগ্রহ শনির কথা দূরে থাক্, বিগ্রহরূপে দণ্ডায়মান হ'য়ে, কোন গ্রহই তার নিগ্রহ সাধন ক'র্‌তে পার্‌বে না; আরও দেখ, শনি যদি তাকে আশ্রয় ক'র্‌তেই সক্ষম হয়, তাতে তোমার উপকার হওয়া দূরে থাক্, অধিকন্তু উৎপীড়িতই হ'তে হবে। বলি, যে স্বভাবতঃই উন্মত্ত, তাকে সুরাপান করালে যে কি ফল হয়, তাকি জান না?

শনি। তাই ত, ওটা ঠিক কথা—হাজার কথার মধ্যে এক কথা, ও কথাটা আপনি যেই—সেই মুখের উপরে বল্লেন, আমরা ত

কিছু ব'ল্‌তে পারি না, কেবল মনের কথা মনে রেখে, হাত পা কাম্‌ড়ে মরি॥ মুনিব হুকুম ক'র্‌লে আর 'না' বল্‌তে পারি না।

শিব। ভাল শনৈশ্চর! দৈত্যপুরী পর্য্যন্ত কি প্রবেশে সক্ষম হ'য়েছিলে?

শনি। আজ্ঞে গিয়েও ছিলাম, দেখেচিও সব, কিন্তু কাছে যেতে সাহস হ'ল না, আস পাশ থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরেই কাজ সার্‌লাম; যক্ষদূত পুষ্পদন্ত মহাশয় ফিরে আসার পর দৈত্যবর শঙ্খচূড় যুদ্ধসজ্জা ক'র্‌তে অনুমতি দিয়ে অন্দরে গেল; তারপর সকালে উঠে কত জনকে অকাতরে কত কি দান ক'র্‌লে, তার পর ছেলেকে রাজা ক'রে সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওনা হ'ল, শর্ম্মাও আগে আগে যাত্রা ক'র্‌লেন, ঐ গো—ঐ বুঝি পঙ্গপাল পৌঁছুচ্চে।

কার্ত্তিক। দেবরাজ। ঐ শুনুন্, দানবসৈন্যের মধ্যে জয়ধ্বনি হ'চ্চে, আমি অগ্রসর হ'লাম।

শিব। আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা ক'রে অক্ষয়বটমূলেই অবস্থান ক'র্‌ব, ততক্ষণ তোমরা দানবসৈন্যকে বাধা দিতে অগ্রসর হও।

[প্রস্থান।

কার্ত্তিক। ও দুরাত্মা দানবাধম! বারম্বার দেবযুদ্ধে জয়লাভ ক'রে মনে ক'রেচিস্, স্বর্গের সম্পদ নিরাপদে ভোগ ক'র্‌ব, বড়সীসংযুক্ত আমিষ খণ্ড যেমন মীনের জীবননাশের কারণ, দানবসফরীর পক্ষে ইন্দ্রত্বও তদনুরূপ, তা জানিস্? তাড়কাসুরের কথা স্মরণ হয় না কি?

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। কেও, দেবসেনাপতি! তারকসংহারের পরিচয় দিচ্ছ? তোমার পরীক্ষা ত বিন্দুমাত্রও অজানিত নাই। শঙ্খচূড় অনেক ক্ষেত্রেই

তোমার পরিচয় পেয়েচে। আজ বোধ হয়, অমরজীবনের নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ—তাই আজ শেষ পরীক্ষা দিতে এসেচ।

কার্ত্তিক। ও পাপাত্মা! কার যে কালপূর্ণ হ'য়েছে, তা এখনই পরীক্ষা পাবি। ওরে যার পিতা স্বয়ং মহাকাল, তাকে আবার কালের ভয় কি দেখাস রে পাপাত্মা।

শঙ্খ। ও বর্ব্বর। উর্ব্বর-ক্ষেত্র ভিন্ন কি কখন বৃক্ষ বলবান্ হয়? মরু-ভূমিতে বীজ পতিত হ'লে, সে বীজোৎপাদিত বৃক্ষ কি বলবান্ হ'য়ে থাকে? শিব-বীর্য্য হ'লে কি হবে, উৎপত্তিস্থান ত তোর্ শরবন? শক্তিগর্ভে জন্ম হ'লে বরং তোর্ শক্তিধর নাম সার্থক হ'তে পার্ত; এখন তোর্ ও নাম কেবল ব্যঙ্গোক্তি মাত্র। এক্ষণে যুদ্ধবাঞ্ছা থাকে, ক্ষণকাল বিলম্ব কর্, সকলেরই যুদ্ধবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্ব; কারু সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে না।

কার্ত্তিক। কেন, কালবিলম্বে কিছু বলবৃদ্ধি হবে না কি?

শঙ্খ। বোধ হয় হবে—কিন্তু সে বল, তোর ন্যায় দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশের জন্য নয়। তোদের মত ক্ষুদ্র ফেরুদল পরাজয়ের বল শঙ্খচূড়ের বামহস্তেই আছে, পরীক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে পেয়েছিস্। এখন ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, আমি ভগবান মহেশ্বরকে প্রণাম ক'রে পরে সমরে অগ্রসর হব।

শনি। এই রে। এই—বেটা ভক্তবিটুলিমি ধ'রেছে; এতদিন কুঁচুনি ক'রে আজ যেই কুঁদের মুখে পড়েছে, অমনি সোজা; দুরাত্মাদের মায়া বোঝা ভার। বাবা! অমনধারা হোচটে প'ড়ে দণ্ডবৎ অনেক বেটাই ক'রে থাকে। আজ আর বাবা, ও কপট মায়া খাটবে না, আজ ঐ কুঁদের কাছে সব মায়াজাল ছিন্ন হবে।

শঙ্খ। (স্বগতঃ) প্রার্থনা করি, যেন তোমার বাক্যই সফল হয়! আজ

মায়াজাল ছিন্ন হবে ব'লেই ত সমরক্ষেত্রে এসেছি। এখন যতশীঘ্র হ'ক্, এ জঞ্জাল হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌লেই মঙ্গল। (প্রকাশ্যে) শোন্ গ্রহাধম শনৈশ্চর! তোর্ মত দুর্ব্বলের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রে, শঙ্খচূড় অস্ত্রের অবমাননা কর্‌তে আসে নাই; তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করা দূরে থাক্, তোকে দেখ্‌লেও দুরদৃষ্টভাগী হ'তে হয়। যে পাপীর পাপদৃষ্টে লোকে দুরদৃষ্টভাগী হ'য়ে স্বস্ত্যয়ন দ্বারা গ্রহশান্তি ক'রে থাকে, যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আজ সেই পাপগ্রহকে দেখ্‌তে হ'ল! শোন্ গ্রহাধম! এখনও বলি আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।

পবন। ঐ দীর্ঘসূত্রতাই দেবতার দুর্লক্ষণ! বলি দেবরাজ! পূর্ণশত্রু সম্মুখে পেয়ে আর কালবিলম্ব কেন? মায়াধারী ধূর্ত্ত দৈত্যবিনাশে যত বিলম্ব ক'র্‌বেন, ততই মায়াজাল বিস্তার ক'র্‌বে, ওরা দুর্ব্বলের শত্রু, সবলের দাস; যখন দুর্ব্বল দেখে, তখন শত্রুতাসাধনে উদ্যত হয়, আবার সেই শত্রুকে সবল দেখ্‌লে অমনি পদানত হ'য়ে দাসত্ব স্বীকার করে, শিবত্রিশূলে মর্‌তে হবে কিনা! তাই আগে থাক্‌তে ভক্তিবিট্‌লিমি আরম্ভ ক'রেছে।

শঙ্খ। শত্রুর দাসত্ব! এ কলঙ্ক ত দৈত্যকুলে এখন পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই, বোধ হয় ক'র্‌বেও না। বরং সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ ক'রে বীরগতি লাভ ক'রেছে, তথাপি দানবগণ কখন ঘৃণিত দেবতার নিকট নতশির হয় নাই। যদি কখনও কোন পাপাত্মা শত্রুর দাসত্ব ক'রে থাকে, তবে সে কাপুরুষ—তুই বই আর কেউ নয়। তোর জননী পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় উত্তানভাবে শয়ন ক'রেছিল ব'লে, সেই অশুচিসূত্র অব-লম্বনে দেবাধম ইন্দ্র সেই নিদ্রাভিভূতা গর্ভবতীর গর্ভে প্রবেশ ক'রে গর্ভস্থ সন্তানকে প্রথমতঃ সপ্তখণ্ড, পরে পুনর্ব্বার সেই সপ্তখণ্ডকে সপ্তখণ্ড ক'রে ঊনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত ক'রেছিল। শুনেছি,

ছেদনকালে সেই গর্ভস্থ সন্তান রোদন করায় নৃশংস তাকে "মারুদ মারুদ" শব্দে রোদন ক'র্‌তে নিষেধ করে, সেইজন্য সেই ঊনপঞ্চাশ-ভাগে বিভক্ত সন্তানগণ মরুত নামে বিখ্যাত। ইন্দ্র যে পাপাত্মাদের মাতৃগর্ভে প্রবেশ ক'রে এত বৈরতাসাধন ক'রেছে, সেই পাপাত্মারাই এখন ইন্দ্রের দাসত্ব ক'র্‌ছে, সে কোন্ পাপাত্মারা বল্ দেখি? সে শক্র-দাসত্ব-জীবী কাপুরুষ কারা? সে কি তোরা নয়? দৈত্যকুলে তোদের মত ঘৃণিত অস্পৃশ্য আর কে জন্মগ্রহণ ক'রেছে রে দুরাত্মা! তোর মত নীচাশয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ ক'র্‌তেও ঘৃণা হয়; দূর হ দেবাধম! তোকে স্পর্শ ক'র্‌লে দুরদৃষ্ট জন্মে!

পবন। তোর যে দুরদৃষ্ট ঘটেছে, তা ত স্পষ্টই বোধ হ'চ্চে, আর বাক্-যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র অস্ত্রগ্রহণ কর, নতুবা দেখ্ দানব-শোণিতে কিরূপে দেব-অস্ত্র রঞ্জিত হয়। (অসি প্রহার)

শঙ্খ। (অসিসহ হস্তধারণপূর্ব্বক) কি হ'ল, দেব-অস্ত্র রঞ্জিত হ'য়েছে? না, কলঙ্ক-কালিমায় নিজের মুখ রঞ্জিত ক'র্‌লি? নির্লজ্জ দেবাধম! শত শত বার অপমানিত হয়েও চৈতন্য হয় না? আর তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রে অস্ত্র কলঙ্কিত ক'র্‌ব না। কৈ, সে নির্লজ্জ দেবাধম বাসব কৈ? যুদ্ধবাসনা থাকে, সমস্ত ফেরুদল সহ একত্রিত হ'য়ে যুদ্ধে ব্রতী হ'ক্; একত্রে কোটী কোটী পিপীলিকা মুহূর্ত্তে পদমর্দ্দনে বিনাশ করা যায়; কিন্তু সেই পিপীলিকা এক একটী ক'রে বিনাশ ক'র্‌তে হ'লে, অধিক সময় নষ্ট হ'য়ে থাকে।

যম। আর সহ্য হয় না, দৈত্যাধম! তোর আত্মগর্ব্বে জগৎ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

কার্ত্তিক। শীঘ্র ওর পাপ-শোণিতে উত্তপ্ত জগৎ শীতল কর।

পবন। প্রলয়বায়ুতে আজ উড়াব দানবে।

কার্ত্তিক। শক্তি-অস্ত্রে দৈত্যবংশ নাশিব আহবে।

শনি। পলাইয়া যাব আমি যথা ইচ্ছা হবে। (পলায়নোদ্যত)

শঙ্খ। কোথায় পালাও পাপাত্মা! আজ সকলের অমরলীলা একেবারেই শেষ ক'র্‌ব। (বাধা প্রদান)

শনি। পালাতেও দেবে না বাবা? ছেড়ে দাও না, মাইরি! আমি হেতের নিয়ে আসি, মাইরি, আমি ঠিক সময়ে এসে জুট্‌ব।

কার্ত্তিক। কারে অনুনয় কর শনৈশ্চর! চিন্তা কি, এখনই দৈত্য শোণিতে বিজয়-লক্ষ্মীর পদ রঞ্জিত ক'র্‌ব।

(যুদ্ধ ও দেবগণের পলায়ন)।

শঙ্খ। পালালি ফেরুদল! ধিক্—ধিক্—ধিক্ সবে! সারথি! শীঘ্র সেই অক্ষয় বটমূলে রথ চালনা কর।

শিবের প্রবেশ।

শিব। (স্বগতঃ) দেবগণের যুদ্ধে, দৈত্যবীর শঙ্খচূড়ের ভুজ-বীর্য্য, রণকৌশল সমস্তই প্রত্যক্ষ ক'র্‌লাম। ধন্য বীর শঙ্খচূড়! বীর-রত্ন-খনি দৈত্যকুলের মধ্যে তুমিই উজ্জল রত্ন! শুধু শঙ্খচূড়কেই বা ধন্যবাদ দিই কেন? হরির বিচিত্র খেলাকেও ধন্য।

শঙ্খ। এই যে অদূরেই সেই রজত-গিরিনিভ স্থিরমূর্ত্তি ভগবান স্বয়ম্ভু দণ্ডায়মান। আহা! কি শান্তিময়ী মূর্ত্তি। বিশুদ্ধ স্ফটিকনিভ শুভ্রকান্তি! ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত! তপ্তকাঞ্চনতুল্য-জটাজাল,—শিরোভাগে ফণিমালার সহিত জড়িত, কতক শ্বেত পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম ক'রে পাদদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত, দেখে বোধ হ'চ্চে—যেন রজতাচলের চূড়াদেশোৎপন্ন হেমলতা সকল ধরাস্পর্শে অগ্রসর হ'য়েছে! অথবা জটাজাল যেন মস্তকের সমস্ত স্থান ভ্রমণ ক'রে,

শেষে মস্তকাপেক্ষা পদের মাহাত্ম্য অধিক জেনেই, শিরোদেশ পরিত্যাগপুরঃসর পদাশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হ'য়েছে; স্কন্ধদেশে নাগযজ্ঞোপবীত, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম, কণ্ঠে অস্থিমালা, মস্তকে ফণিভূষণ, বামহস্তে সংহার ত্রিশূল, দক্ষিণ হস্তে জপমালা ধারণপূর্ব্বক অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে পরমাত্মধ্যানে নিমগ্ন। অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রযুগলের স্থিরদৃষ্টি নাসাগ্রভাগে নিপতিত,—অথচ সে দৃষ্টির সহিত চিত্তসংযোগ রহিত। করে জপমালা,—তারও সঞ্চালন নাই, অবয়ব স্থির, ইন্দ্রিয় স্থির, সকলেই যেন স্থিরভাব! সকলেই যেন বাহিক কার্য্যে পরিশূন্য হ'য়ে হৃদয়ের পরমরত্নের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। ধন্য শঙ্কর! ধন্য যোগীশ্বর! ধন্য তোমার কঠোর যোগসাধন! অন্যদিকে আমি ধন্য। আমার দানবজন্ম ধন্য! এতদিনে শঙ্খচূড়ের জীবনধারণও ধন্য! (করযোড়ে)

স্তব।

জয় যোগেশ যোগীশ জগৎ বিধে!
শিব শিবেশ শুভেশ দয়ানিধে॥
ভাব আবেশ দেবেশ উমেশ হর।
ভব অনাদি অশেষ ক্লেশহর॥
জীব-শিবদ-সম্পদ সর্ব্ব গুরো!
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

২

শিব সম্পদশালিন্ শান্ত বর।
শব-কঙ্কালমালিন্ শূলধর॥

সদা শ্মশানচারিন্ পুরহব।
জীব-সঙ্কটহারিন্ সর্ব্বেশ্বব॥
শশিশেখর শঙ্কর সর্ব্ব গুরো।
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

৩

চিতা ভস্ম বিভূষিত বপুবব।
রিপু শাসন ভীষণ ধ্যানপর॥
কিবা জাহ্নবী জড়িত দীর্ঘ জটে।
আধ চাঁদ বিভাসিত ভালতটে॥
জগদেক জীবাশ্রয় জগৎ গুরো।
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

গীত।

ত্বং শিব শঙ্কর, শিবেশ সুবেশধর,
গুণাতীত গুণাত্মান, গীর্ব্বাণগণেশ্বর—
গিরিশ গবেশধ্বজ গতিদ গঙ্গাধর॥
পরুষ-পাপ-পাতন পুরুষ পরমাত্মান,
পতিত-জন-পাবন প্রসীদ পবমেশ্বব॥
সর্ব্বেশ স্বয়ম্ভূ ত্বং, স্থিত সর্ব্বভূতং,
গুণধর প্রভূতং প্রভু ত্বং পরাৎপর॥
করাল কাল-শাসন, বিভু বিভূতিভূষণ,
স্মরণাগত ভূষণ ভানুজ-ভীতি সংহর॥

শিব। তোমার বাসনা পূর্ণ হ'ক। কে তুমি বৎস?

শঙ্খ। প্রভুর সমক্ষে যে পরিচয় দিতে হবে, তা পূর্ব্বে ভাবি নাই। যিনি জ্ঞানচক্ষে জগতের সমস্তই প্রত্যক্ষ ক'র্‌ছেন, তিনি যে পরিচয় গ্রহণ ক'র্‌তে চান, সে কেবল ছলনা মাত্র।

শিব। জানি বৎস। সমস্তই জানি, তবে আগন্তুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য ব'লেই যা হ'ক। অতি মহৎবংশে তোমার উৎপত্তি। জগৎ বিধানকারী ধর্ম্মের পিতা—ধর্ম্মবিদ্ ব্রহ্মার, মরীচি নামে পুত্র হয়, তাঁর পুত্র কশ্যপ, সেই কশ্যপের দনুনাম্নী সাধ্বী পত্নীর গর্ভে যে পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁরাই জগতে দানব নামে পরিচিত সেই সকল পুত্রগণের মধ্যে বিপ্রচিত্তি নামক দানবের জম্ভা নামক মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র, শুক্রাচার্য্যের উপদেশে পুষ্কর তীর্থে লক্ষবর্ষ কৃষ্ণমন্ত্র জপ ক'রে, কৃষ্ণবরে, কৃষ্ণপরায়ণ পুত্র তোমাকে লাভ ক'রেচেন। পূর্ব্বে তুমি গোলোকধামে অষ্ট-গোপাল মধ্যে শ্রীদাম নামে কৃষ্ণ-পারিষদ গোপ ছিলে, এক্ষণে রাধিকার শাপে ভারতক্ষেত্রে এসে দৈত্যেশ্বর হ'য়েচ, তুমি হরি-পরায়ণ পরম বৈষ্ণব; কিন্তু বৎস! হরি-পরায়ণ ব্যক্তি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই ভ্রমাত্মক জ্ঞান করেন, তাঁরা যাষ্ঠি সারূপ্য, সমীপ্যাদির অভিলাষ করেন না, একমাত্র হরি সেবাই তাঁদের বাসনা। বৈষ্ণবের নিকট ইন্দ্রত্ব, কুবেরত্ব, এমন কি ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত তুচ্ছ পদার্থ। তবে বৎস! পরম হরিভক্ত তুমি! কেন ভ্রমাত্মক দেবত্বের প্রতি তোমার এত আগ্রহ? এক্ষণে তাদের রাজ্য তাদের প্রত্যর্পণ ক'রে ভ্রাতৃবিরোধের সন্ধি কর। তোমরা সকলেই মহাত্মা কশ্যপের বংশজ, সুতরাং ভ্রাতার ভ্রাতৃ-বিরোধ নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ব্রহ্মহত্যাদি যত প্রকার পাপ আছে, তার কোনটীই জ্ঞাতিদ্রোহের ষোড়শভাগের এক ভাগও নয়। দানবেন্দ্র! যদি বিবেচনা কর যে,

এতে সম্পদের বা গৌরবের লাঘব হবে, তা হ'লে এও বিবেচনা করা উচিত যে, সকল দিন কারও সমভাবে গত হয় না, প্রকৃতির লয়ে ব্রহ্মারও তিরোভাব আবির্ভাব হ'য়ে থাকে, আবও দেখ সত্যাশ্রয় ধর্ম্ম, সত্যযুগে যা পূর্ণতম, ত্রেতায় সেই ধর্ম্ম ত্রিভাগ, দ্বাপরে দ্বিভাগ, এবং কলিব পূর্ব্বে এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আবার কলির শেষে তাও হ্রাস হ'য়ে কণা মাত্র বিদ্যমান থাকে। যে সূর্য্য মধ্যাহ্নগগণে থেকে জীবকে উত্তাপিত করেন, সেই সূর্য্যতেজ গ্রীষ্মকালে যত প্রবল, শীত-ঋতুতে তত থাকে না। সূর্য্যতাপেরও হ্রাস বৃদ্ধি আছে, চন্দ্রেরও ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, জগতে চিরদিন সমভাবে কিছু থাকে না। বৎস! যে ইন্দ্রের সঙ্গে আজ তোমাব ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত, এই ইন্দ্রই একদিন সম্পদসম্পন্ন থেকে কালবশে শ্রীহীন হ'য়েচেন। যে বলি-রাজ এখন শ্রীভ্রষ্ট হ'য়ে পাতালপুরে অবস্থান ক'র্‌চেন, কালে আবার তিনিই ইন্দ্র হবেন। এ বিশ্বসংসারেব গতিই এইরূপ, কিছুই নিত্য নয়, জগতে একমাত্র সেই হরি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তুমি সেই নিত্যধনেব অভিলাষী হ'য়ে, কেন অনিত্য সম্পদের জন্য অবৈধ আচরণে রত হ'চ্চ? ছি, ছি, বৎস। এ বাসনায় ক্ষান্ত হও।

শঙ্খ। প্রভু! প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য নয়, সমস্তই শিরোধার্য্য, তথাপি কিছু নিবেদন আছে, আপনি এইমাত্র বল্লেন, "জ্ঞাতিদ্রোহ মহাপাপ", ভাল, যদি তাই হয়, তবে কি জন্য সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক বলিরাজাকে পাতালে প্রেরণ করা হ'ল? অন্য কথা দূরে থাক্, মাতৃগর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক অপাপস্পর্শী গর্ভস্থ সন্তানকে সংহার ক'র্‌তে কে উদ্যত হ'য়েছিল? সে কি সেই দেবাধম ইন্দ্র নয়? দেবতা ধার্ম্মিক, আর দানব অধার্ম্মিক, এ কথা আপনার ন্যায় সর্ব্বদর্শী মহাত্মার মুখে শোভা পায় না। আবার বল্লেন, "দেবতার সম্পত্তি দেবতাদের

দান ক'রে সন্ধি স্থাপন কর।" বলুন দেখি,—দেবাসুরে একত্রিত হ'য়ে সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক যে সকল রত্ন উদ্ধার ক'রেছিল, তাতে কি উভয় পক্ষের সমান অধিকার ছিল না? সে সমুদ্র মথিত সুধায় কি দেবতারাই অধিকারী? সে কি অসুরের শ্রমলব্ধ ধন নয়? তবে কেন সেই পারিজাত, সেই ঐরাবৎ, সেই উচ্চৈঃশ্রবা সমস্তই ইন্দ্রের অধিকৃত হ'ল? কেন অসুরেরা সুধায় বঞ্চিত হ'ল? শঠতা, প্রতারণা দেবতাদেরই চির-ভূষণ; সরল-হৃদয় দানবকুলে সে কলঙ্ক কখনই স্পর্শ করে নাই, দানব যদি অসরল হ'ত, দেবতাদের ন্যায় শঠতা, বঞ্চকতা জানৃত, তা হ'লে কখনই সুধায় বঞ্চিত হ'ত না। ইন্দ্রের গৌরবের ধন উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবৎ পারিজাতাদিতেও বঞ্চিত হ'ত না; যদি বলেন, "ইন্দ্র বাহুবলে অধিকার ক'রেচে", কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়, প্রকারে দানবগণকে নির্জ্জীত ক'রে কৌশলে সে সকল অধিকার ক'রেছিল। আমি ত ছলে কৌশলে গ্রহণ করি নাই, বাহুবলে অধিকার ক'রেচি, সাধ্য থাকে, ইন্দ্রও আমার নিকট হ'তে বাহুবলে অধিকার করুক।

শিব। সে ত গেল বিবাদের কথা, সন্ধিবন্ধনের কথা ত নয়।

শঙ্খ। (স্বগতঃ) তোমায় এ প্রস্তাব, শুদ্ধ দেবতাদের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনের জন্য নয়, আমার সংসার-বন্ধন দৃঢ় ক'রবার জন্যই এ কৌশলজাল বিস্তার ক'র্‌ছ? আমি সন্ধিবন্ধন ক'রে সম্পদভোগ বাসনায় আসি নাই, সংসার-বন্ধন ছিন্ন ক'রে নিত্যসম্পদ লাভ ক'র্‌ব ব'লেই এসেছি। আর তোমার কৌশলজালে পতিত হ'য়ে সংসার-বন্ধন দৃঢ় ক'র্‌ব না, দেখি, তুমি কত কৌশল জান!

শিব।· দৈত্যেশ্বর! নীরব হ'লে যে, দেবতাদের স্বরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক কি সন্ধি-বন্ধনে সম্মত নও?

শঙ্খ। সন্ধি-বন্ধনের প্রয়োজন ?

শিব। প্রয়োজন, বিরোধ শান্তি।

শঙ্খ। দেবতারা কি এতই দুর্ব্বল হ'য়েছে ?

শিব। এতে আর সবলতা দুর্ব্বলতা কি ?

শঙ্খ। আমি ত জানি, দুর্ব্বল ভিন্ন, সবল কখনও সন্ধির প্রস্তাব করে না।

শিব। কালচক্রে সবল দুর্ব্বল, আবার দুর্ব্বলও সবল হ'য়ে থাকে, বর্ষাকালের বেগবান্ নদের খরস্রোতে পতিত হ'লে, সে তরঙ্গে মাতঙ্গ প্রভৃতি বৃহদাকার জীবও প্রাণ হারাতে পারে; আবার গ্রীষ্মকালে সেই স্রোত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হ'লে শৃগালেও তাকে উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হয়।

শঙ্খ। সামান্য নদ নদীর সম্বন্ধে এরূপ উপমা অযোগ্য নয়; কিন্তু সমুদ্র সম্বন্ধে অসঙ্গত। ভেকে গোষ্পদের জল শোষণ ক'র্‌তে পারে ব'লে কি সমুদ্র সম্বন্ধে সে আশা সম্ভব ?

শিব। ভেকের পক্ষে সম্ভব না হ'তে পারে, কিন্তু অগস্ত্যের পক্ষে অসম্ভব নয়।

শঙ্খ। সমুদ্র সম্বন্ধে অগস্ত্যের সে আশা করা উচিত, কিন্তু ব্রহ্মার কমণ্ডলু শোষণে অগস্ত্যের সাধ্য নাই।

শিব। দাম্ভিকের দর্প চিরকালই চূর্ণ হ'য়ে থাকে। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি তোমার ন্যায় দর্প ক'রে উল্কাগ্রহের ন্যায় ক্ষণকাল মাত্র জ্বালা বিস্তারের পরই নির্ব্বাণ হ'য়েছে।

শঙ্খ। নির্ব্বাণ হ'য়েছে ত ? ক্ষণকাল জ্বালা বিস্তার ক'রেই ত নির্ব্বাণ হ'য়েচে ? চিরদিন ত জ্বল্‌তে হয় নাই! জ্বালা না দিলে যে নির্ব্বাণ পায় না, তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেচি, আর তা বুঝেই এ জ্বালা বিস্তার করা। অগ্নি যদি গৃহদাহ না করে, কেবল আলোই বিস্তার ক'র্‌ত, তা হ'লে কি কেউ তার নির্ব্বাণের জন্য চেষ্টা পে'ত ? তাই

বলি, এখন হয় জল—না হয় জালা নির্ব্বাণ কর, নির্ব্বাণ পাবার জন্যই এত আগ্রহ। অনুগ্রহ কি হবে না? এ পাপ-গ্রহ আর কতদিন জল্‌বে?

শিব। কে বলে দানবকুল পাপাচারী! দৈত্যকুল বাহিকভাবে যে আচারই করুক, কিন্তু দৈত্যহৃদয় যে তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ, নিত্যসম্পদের জন্য লালায়িত, শঙ্খচূড়ই তার দৃষ্টান্তস্থল; ধন্য হরিভক্ত! এমন হরিভক্তিপরায়ণ মহাত্মার অঙ্গে, অস্ত্রাঘাত ক'রে, আমার মুক্তির পথ রোধ ক'র্‌ব? না, হ'ল না। আমা হ'তে বুঝি হরির কার্য্য সাধন হ'ল না। না বৎস! আমি তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌ব না, হরির মনে যা আছে, তাই ক'র্‌বেন; তথাপি আমি দেবকার্য্য সাধনের জন্য বৈষ্ণবের দেহে কষ্ট দেব না। বৈষ্ণবের অঙ্গে প্রহার করাও যা, বিষ্ণুর অঙ্গে প্রহার করাও তাই, তোমার যদৃচ্ছা ক'র্‌তে পার, আমি রণক্ষেত্র ত্যাগ ক'র্‌লাম। (গমনোদ্যত)

শঙ্খ। তাইত, আমি এ কর্‌ছি কি! আত্মকার্য্য সাধনের জন্য অবলম্বন ক'র্‌লাম এক পথ, আবার ভুলে গমন ক'র্‌ছি অন্য পথে। জানি, উভয় পথ যদিও পরিশেষে একস্থানে মিলিত হ'য়েছে সত্য, তথাপি আমার অবলম্বিত পথটিই যে সরল। প্রহ্লাদ আর তার পিতা হিরণ্যকশিপুই এর দৃষ্টান্তস্থল। প্রহ্লাদ সাধন-পথ অবলম্বন ক'র্‌লে, আর হিরণ্যকশিপু শত্রুতা-সাধন-পথ অবলম্বন ক'র্‌লে; কিন্তু তাতে হলো কি, না হিরণ্যকশিপু শত্রুতা-সাধন ক'রে অনায়াসে দৈত্য জন্ম হ'তে মুক্তিলাভ ক'র্‌লে, কিন্তু ভক্তি-পথে থেকে এ পর্য্যন্ত প্রহ্লাদের দৈত্য-দেহের মুক্তি হলো না। আর সেই পথই যদি অবলম্বন কর্‌ব তবে বনে গিয়ে তপস্যা কর্‌লাম না কেন? এখন ভক্তি-পন্থা ছেড়ে দিয়ে, যাতে সত্বরে আমার মুক্তি-পন্থা পরিষ্কার হয়,

তার উপায় ক'রতে হ'ল। শিবক্রোধানল উত্তেজিত না ক'রে নির্ব্বাণ কর্‌লে ত ভগবান ধনুর্ব্বাণ ধারণ করবেন না, আমারও নির্ব্বাণ-লাভের উপায় হবে না। দুর্ব্বাক্য বল্‌তে হ'ল; কিন্তু কি দুর্ব্বাক্য বল্‌ব, ভক্তগণ নিয়ত মুক্তকণ্ঠে যাঁর গুণ কীর্ত্তন ক'রে থাকে, আজ আমাকে সেই শিব-নিন্দা ক'র্‌তে হবে, আর তা না ক'র্‌লেও ত শিব-ক্রোধানল প্রজ্বলিত হবে না, তবে এমন দুর্ব্বাক্য বলি, যাতে আমারও শিবনিন্দা করা না হয়, অথচ শিব-ক্রোধানলও প্রজ্বলিত হয়, (প্রকাশ্যে) হাঁহে শঙ্কর! ইন্দ্রের জন্য স্বর্গ উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছিলে নয়? মনে করেছিলে দুর্ব্বল দানব-টাকে ভয় প্রদর্শন ক'রে কার্য্য উদ্ধার কর্‌ব, এখন যে নিজেই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে পলায়নে উদ্যত? ইন্দ্রের কাছে বল্‌বে কি? ও দগ্ধানন দেবসমাজে কেমন ক'রে দেখাবে? তোমার লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই,—মান অপমান ভেদ নাই,—তোমাকে ত বিধাতার সৃষ্ট জীব বলেই মনে হয় না। লোকে বলে "নির্গুণের মৃত্যু নাই," তোমাকে লক্ষ্য ক'রেই বোধ হয়, সে বাক্যের উৎপত্তি হ'য়েছিল। তুমি সৃষ্ট-জীবের মধ্যে গণ্য নও ব'লেই শমন তোমাকে স্পর্শ করে না। তোমাকে লোকে দেবতা বলে, কিন্তু দেবত্বের ত ছাই কিছুই দেখি না। দেবতা হ'লে কি, দেবভাগ সুধায় বঞ্চিত হ'য়ে শেষে কতগুলো বিষ খেয়ে কণ্ঠ পর্য্যন্ত কাল ক'রে বস্‌তে? দেবতার মধ্যে যারা অতি ক্ষুদ্র; তাদেরও স্বর্গে স্থান আছে, কিন্তু তোমার স্থান—শ্মশানে, তাঁদের বসন ভূষণ আছে, তোমার পরিধেয় বস্ত্র—বাঘের ছাল, অগুরু চন্দন—ছাই ভস্ম, রত্নহার—হাড়মালা, স্বর্ণ-মন্দির—শ্মশান, বাদ্যযন্ত্র—বৃষাণ, ভিক্ষা—তোমার বৃত্তি, জীব-সংহার—কীর্ত্তি; তুমি—না দেব, না দানব, না রাক্ষস, না মানব

দেবতা হ'লে—স্বর্গসুখে বঞ্চিত হ'তে না; দানব হ'লে—দেবতার সাহায্যে যুদ্ধে আস্‌তে না; আর মানব হ'লেও—কালকূট পান ক'রে নিস্তার পেতে না। তুমি যে কি কিম্ভূত কিমাকার জীব, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই; অস্ত্রাদি শিক্ষার দৌড় ত এই পর্য্যন্ত, যার জন্মে গুরুকরণ নাই, সে আবার কত অস্ত্র জান্‌বে? নিয়তির শেষে তোমার ন্যায় নির্গুণের হস্তে নিধন নির্দ্ধারিত ব'লেই এমন অতিবৃদ্ধের হস্তে ত্রিপুরাসুরের ন্যায় ত্রিলোকবিজয়ী মহাবীরের পতন হ'য়েছে, তোমার মত নির্গুণকে জীবে যে কি গুণে ভগবান্‌-ভাবে ভাবে, তা ত কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

শিব। তবে রে কপটাচারী দুরাত্মা দানব! বীরমদে মত্ত হ'য়ে জগৎকে হেয় জ্ঞান কর! আত্মাভিমানে অন্ধ হ'য়েচ? অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত তপস্যার ফলে আপনাকে অবিনশ্বর মনে ভেবেছ? মুহূর্ত্তকালের জন্য পিপীলিকার পক্ষোদ্ভেদ হ'য়েচে ব'লে কি গরুড় ভীত হবে? শফরীর পুচ্ছাস্ফালনে কি জলধি বিক্ষোভিত হবে? দুরাত্মা—কপট—ধূর্ত্ত—মায়াবি! দৈববলে দেবদলকে পরাস্ত ক'রেছ বলে কি, কালের হস্তে নিস্তার পাবে? সূর্য্যকিরণে যে মেঘের উৎপত্তি, সেই মেঘই আবার সূর্য্যকে আচ্ছাদন ক'রে থাকে, কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? রে দুরাত্মা! এই পিণাক ধারণ ক'র্‌লাম, দেখি দানবের অহঙ্কার চূর্ণ হয় কি না। হও দুরাত্মন্! প্রস্তুত হও।—

শঙ্খ। প্রস্তুত হ'তে আবার ব'ল্‌ছ, আমি ত প্রস্তুত হ'য়েই ব'সে আছি, কেবল তোমাকে ডেকে পাই নে ব'লেই যা বিলম্ব! তুমি প্রস্তুত হ'লেই ত আমার বাসনা পূর্ণ হয়।

শিব। এস তোমার বাসনা পূর্ণ করি।

শঙ্খ। শিববাক্য সফল হ'ক্‌, সত্বরেই যেন আমার বাসনা পূর্ণ হয়।

শিব। ধর অস্ত্র তবে—

(উভয়ের ক্ষণকাল যুদ্ধ)

শিব। এইবার অগ্নি অস্ত্রে হবে দর্প চুর।

শঙ্খ। বরুণাস্ত্রে অশিক্ষিত নহে শঙ্খচূড়।

শিব। উড়াব পবন-অস্ত্রে পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।

শঙ্খ। স্তম্ভন-অস্ত্রেতে হের রোধিলাম গতি। ভূতনাথ। শিব-অস্ত্রের সংখ্যা কি এই পর্য্যন্তই? এখনই যে বল্লে, "তোমার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব" তবে আবার বিলম্ব কেন? যে জন্য তোমার সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী, সে সাধ আমার পূর্ণ হ'ল কৈ? এখনও বল্‌ছি, আমার বাসনা পূর্ণ কর, নতুবা আজ আমা হ'তেই তোমার শিবত্ব লোপ হবে।

শিব। কি'রে দানবাধম! এতদূর স্পর্দ্ধা! এতদূর মদগর্ব্ব—

কোথা বীর বীরভদ্র! নন্দি! মহাকাল!
বিশালাক্ষ! বিকম্পন! বেতাল! ভৈরবগণ!
কোথা রে কৈটবি! কোথায় ভৈরবি!
কোথা ভয়ঙ্করী ভদ্রকালীদেবি!
কোথায় চামুণ্ডা! কোথা উগ্রচণ্ডা!
কোথা রুদ্রগণ! বিক্রেমবিশাল!
ধর ধর ধর সবে কৃপাণ কবাল!

ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। ভোলানাথ! কেন এত ভুল!
দৈত্যদেহ না ভেদিবে, শূলাঘাত ব্যর্থ হবে,
সম্বর সম্বর দেব সম্বর ত্রিশূল॥

অক্ষত শরীব যাব ইন্দ্র-বজ্রাঘাতে,
কালদণ্ড কৃতান্তের, মহাশক্তি কার্ত্তিকের,
যে দানব অবাধে ধরিল বাম হাতে ॥
দেখা ত উচিত দেব, ক্ষণকাল ভেবে।
কেন বজ্র না পরশে, অভেদ্য শরীর কিসে,
দেবের গৌরব নাশে কি শক্তি প্রভাবে ॥

শিব। কে তুমি মা! রণক্ষেত্রে চৈতন্যদায়িনী
মোর! ক্রোধে জ্ঞানহীন আমি, নিবারিলে
মোরে নিক্ষেপিতে শূল দানবশরীরে ?

লক্ষ্মী। প্রণমে চবণে দাসী তনয়া তোমার,
ভাগ্যলক্ষ্মী নাম বাস বাসব-ললাটে,
তব আজ্ঞাক্রমে করি দানবে আশ্রয়,
শ্রীহীন বাসব তেঁই স্বর্গভ্রষ্ট এবে।
ভোগকাল দানবের পূর্ণ এতদিনে,
বিধির বিধানে; তেঁই ত্যজিয়া দানবে,—
আশ্রিব বাসবে পুনঃ, দেহ অনুমতি।
বডই আদবে মোরে পূজিল দানব,
ভাগ্যধব শঙ্খচূড় বীরব্রতধারী,
স্নেহেতে পালিনু তারে; শাবকে যেমতি—
পালে বিহঙ্গিনী রাখি পক্ষ আচ্ছাদনে,
ব্যথিত পরাণ তেঁই ত্যজিতে তাহারে।

শঙ্খ। মাতৃসম সমাদরে সেবিনু মা তোরে—
চিরদিন সমভাবে; তবে মা কি দোষে—
ত্যজিলি সন্তানে আজি ভাগ্য-বিলাসিনি।

লক্ষ্মী। নহি দোষী বৎস! দোষ নাহি দিই তোরে,
বড়ই আদরে মোরে পূজেছ বীরেশ,
সদা বাঁধা প্রাণ তেঁই তোর ভক্তিপাশে,
না চাহে ত্যজিতে তোরে; কিন্তু প্রিয়তম—
কর্ম্মাধিনী আমি; বৎস! নহি ত স্বাধীন!
সত্যব্রত দয়াবান্ দরিদ্রবৎসল,
অকাতরে বিতরে যে দীন দুঃখী জনে—
রাশি রাশি ধনরাশি, অশন, বসন।
সতত সদ্বায় যার; হেন পুণ্যবানে,
অনায়াসে ত্যজে করি চণ্ডালে আশ্রয়।
কর্ম্মের অধিনী আমি, তেঁই ত্যজি তোরে,
বসিব বাসবভাগ্যে—কর্ম্মশেষ তোর। (শিবের প্রতি)
বিদায় এ দাসী, পিতঃ! সম্বর সমর,
অস্ত্র যুদ্ধে না হইবে দানব সংহার,
অন্তর্য্যামি, নাহি কিছু অবিদিত তব;
থাকিতে দানব-অঙ্গে কবচ অক্ষয়,
না পশিবে অস্ত্র, বিনা কবচ হরণ।
আর—(অধোবদন)

শিব। কহ মাতঃ! অসমাপ্ত বাণি—

লক্ষ্মী। নারী আমি, নারি পিতঃ! কহিতে সে কথা,
স্মরণে শিহরে অঙ্গ, শঙ্খচূড়-জায়া
সতীকুল-গরীয়সী সাধ্বী তুলসীর
থাকিতে সতীত্ব, রবে অক্ষত দানব,
বধের উপায় কিন্তু করিবেন হরি।

গোলোকের মুহূর্ত্তার্দ্ধ গত এতদিনে,
কল্যযুদ্ধে দানবের হইবে পতন,
ত্যজ রণ অদ্য তবে বিদায় এ দাসী।

শঙ্খ। চলিলি মা ভাগ্যলক্ষ্মি! ব'লে যা মা পুনঃ,
কর্ম্মশেষ হ'য়েছে কি মোর এতদিনে?
প্রণিপাত করি পদে সম্পদদায়িনি!
যাও তবে দয়াময়ি! চির সচঞ্চলা,
পাব যবে নিত্যপদ এ সম্পদ ত্যজে,
চির অচঞ্চলা ভাবে লভিব সে দিনে।

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ অঙ্ক।

[দানব-শিবির।]

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। ভাল রাজত্বই ক'র্‌তে ব'সেছি। আমি শত্রু-প্রবেশাশঙ্কা নিবারণের জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রতি দ্বারে অষ্টপ্রহরই শত শত প্রহরী রক্ষা ক'র্‌ছি। সেনাপতি এসে সমাচার দিলে, "দুর্গ-দ্বারে আরও সৈন্য নিয়োজিত করা হ'য়েছে" আজ স্বর্গের দুর্গদ্বার দৃঢ় হ'য়েছে শুনে আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌ছি, এদিকে যে মুক্তদ্বার দিয়ে কত শত্রু দেহপুরীতে প্রবেশ ক'র্‌ছে, তার ইয়ত্তা নাই। অধিকন্তু

ছটা পূর্ণশত্রু ত পূর্ণভাবেই দেহরাজ্য অধিকার ক'রে ব'সেছে, যদি দস্যু-তস্কর কপটবন্ধুভাবে এসে গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে ধন-রত্নাদি হরণ করে, তাহ'লে সে গৃহস্বামীকে লোকে কাপুরুষ বলে না সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যশত্রু এসে যদি বাহুবলে গৃহাদি অধিকার করে, আর সে গৃহ-স্বামী যদি সে আক্রমণে বাধা না দিয়ে অবিবাদে দ্বার মুক্ত ক'রে দেয়, তাহ'লে লোকে তাকে কি বলে? কাপুরুষ বলে না? আমিও ত সেই কাপুরুষের ন্যায় কার্য্যই ক'র্‌চি, যে ছটা শত্রু আমার দেহ-রাজ্য অধিকার ক'রে ব'সেছে, তারা কি কোন দিন মিত্রভাবে পরিচয় দিয়েছিল? চিরদিন ত প্রকাশ্যভাবেই রিপু নাম ধারণ ক'রে বাস ক'র্‌চে। চিরদিন ষড়রিপু ব'লে পরিচয় দেওয়া ভিন্ন কথনও ষড়মিত্র ব'লে পরিচয় দেয় নাই, আমিই বরং আপনা হ'তে তাদের মিত্র জ্ঞান ক'রে আস্‌ছি। স্বয়ং দুর্ব্বল কাপুরুষ না হ'লে কে কবে শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা ক'রে থাকে? আমি ইন্দ্র জয় ক'রে দেব-রাজ্য আয়ত্ত ক'রলাম, কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় ক'রে দেহ-রাজ্য আয়ত্ত ক'র্‌তে পার্‌লাম না। পরের রাজ্য অধিকার ক'রে দ্বার রক্ষায় সতর্ক হ'লাম, এ দিকে যে আপন রাজ্যের নবদ্বার বিমুক্ত রইল। ত্রিত্রিংশ-কোটী অমর-রিপু জয় ক'রে শেষে ছটা ঘরের শত্রুর কাছে পরাস্ত হ'লাম। বাহুবলে বরুণের পাশ ছিন্ন ক'রে শেষে বাসনা-পাশে বদ্ধ থাক্‌লেম। আমি ক'র্‌লাম কি? এই কি শঙ্খচূড়ের জগৎ-বিজয়ী নামের পরিণাম! এই বীরত্বাভিমানে অভিমানী! এতদিন অস্ত্র শিক্ষা ক'রে কি এই ক'র্‌লাম! যথন সামান্য বাসনা-রজ্জুর বন্ধন ছিন্ন ক'র্‌তে পার্‌লাম না, তথন ভব-বন্ধন ছিন্ন ক'র্‌ব কেমন ক'রে? বুঝেচি, এ বন্ধন ছিন্ন করা বা এ রাজ্য আয়ত্ত করা সামান্য অস্ত্রের কর্ম্ম নয়। যে অস্ত্রে ইন্দ্র জয় ক'রেছি, সে অস্ত্রে ইন্দ্রিয় জয় হবে না। যে অস্ত্রে বরুণের

পাশ ছেদন ক'রেছি, বিষম বাসনা-পাশ ছিন্ন করা সে অস্ত্রের কর্ম্ম নয়। এ বন্ধন ছেদনের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র হরিনাম। হরিনাম-অস্ত্র রসনা-ধনুতে যোগ ক'রে সমরে অগ্রসর হ'তে না পার্‌লে, এ রাজ্য আয়ত্ত হবে না, বাসনা-পাশও ছিন্ন হবে না। সংসারক্ষেত্রে এসে যিনি যতই বীরত্ব করুন, কিন্তু শেষের সেই শমন সমরের সম্বল এক হরিনাম-অস্ত্র বৈ আর কিছুই নাই।

গীত।

হায়! হায়! কি করিলাম হায়!
না ভাবিলাম আপন পরিণাম রে।
হ'যে অনিত্য-সম্পদে মত্ত, পরমার্থতত্ত্ব ভুলিলাম রে॥
সুর-রাজ্য জিনিলাম নিজ ভুজবলে,
স্বরাজ্যে বিদ্রোহী আমার রহিল সকলে!
(জয় হ'ল না হ'ল না) (আপন দেহ-রাজ্য)
(কিসে জিনিব জিনিব) (অবাধ্য বিদ্রোহীগণে)
(সব অবশ হ'ল) (কি বলে স্ববশে রাখি)
কর্ম্মফলে সে বল হারালাম রে।
আশা বিফল হ'ল, (এ রাজ্য শাসনের আশা)
কর্ম্মফলে সে বল হারালাম রে॥
সুদুর্জ্জয় সুর-রিপু জিনি অনায়াসে,
ষড়রিপু-চক্রেতে হারিলাম অবশেষে,
(এবার হারিলাম হারিলাম) (বিষম রিপু-চক্রে)
(সব লুটিল লুটিল), (এ রত্ন-ভাণ্ডারের নিধি),

(রণক্ষেত্রে এসে) (কি যুদ্ধে জিনিলাম তবে)
আপন রাজ্য পরে সপিলাম রে।
(মায়ার কুহকে) (বিষম মায়াবিনী মায়ার কুহকে)
আপন রাজ্য পরে সপিলাম রে॥
অবহেলে ইন্দ্রজয় ক'রেছিলাম রণে,
না হল ইন্দ্রিয় জয় ধিক্ রে অভিমানে,
(শাসন হ'ল না রে) (এ সব বিষম রিপু)
বুঝিনু নিশ্চয়, সুর-রিপুচয়,
ক'রেছি পরাস্ত যাতে।
সে অস্ত্রে দুর্জ্জয়, ষড়রিপু জয়,
হবে না জেনেছি চিতে॥
(সব বিফল হ'ল) (বৃথা অস্ত্র ধ'রেছিলাম)
যাতে ইন্দ্র জয়, ইন্দ্রিয় বিজয়,
হবে না তায় জানি মনে।
জিনিতে এ রণ, নাই অন্য প্রহরণ,
হরিনাম অস্ত্র বিনে॥
(ভবে সবই বিফল) ধনবল জনবল,
সে সবই বিফল)
শেষের সম্বল কেবল হরিনাম রে॥

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ!

শঙ্খ। কেন, মহারাজ ব'লেই যে নীরব হ'লে? যা বক্তব্য থাকে,

নির্ভয়ে বল! এ সময় আর আমার সঙ্গে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নাই, যাবার সময় সকলের' কাছেই বন্ধুভাবে বিদায় গ্রহণ ক'রে যাব। বল বল, কি বক্তব্য নির্ভয়ে বল!

প্রহরী। মহারাজ! একটী ব্রাহ্মণ দ্বারদেশে—

শঙ্খ। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ শিবিরের দ্বারে দণ্ডায়মান! ব্রাহ্মণকে কতক্ষণ দণ্ডায়মান রেখেচ?

প্রহরী। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড।

শঙ্খ। অর্দ্ধ দণ্ড! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধ দণ্ডকাল দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রেখেচ? প্রহরি! তুমি ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধ দণ্ড আমার দ্বারে দণ্ডায়মান রেখেচ, এজন্য আমাকে অন্যের দ্বারে পূর্ণ দণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হবে। প্রহরি! ভাল কাজ কর নাই, যাও যাও শীঘ্র অগ্রসর হ'য়ে ব্রাহ্মণকে ল'য়ে এস!

[প্রহরীর প্রস্থান।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণসহ প্রহরীর পুনঃ প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। দৈত্যনাথের জয় হউক।

শঙ্খ। (স্বগতঃ) তা বেশ হ'ল! আমি পাপদেহের পতন হবে ব'লে যুদ্ধে এসেচি, কোথা হ'তে ব্রাহ্মণ এসে আশীর্ব্বাদ ক'র্লেন, "জয় হ'ক"। হ'ল না, নিজে যতই চেষ্টা করি, পাপ দেহের আর পতন হ'ল না; এ পাপের ভার অনেক দিন বহন ক'র্তে হ'বে। ব্রহ্মবাক্য অমোঘ, সেই অমোঘ ব্রহ্মবাক্য-বলে জয়লাভ হ'লে ত আর দৈত্যদেহ ধ্বংস হবে না, আর দেহ ধ্বংস হ'লেও জয়লাভ হবে না। এখন কোন্‌টী পূর্ণ হবে? হ'ক্, দ্বিজবাক্যই সফল হ'ক্! আমি ত বাহুবলে ইন্দ্রাদি জয় ক'রেছি। এখন যে যুদ্ধে জয়লাভের বাসনায়

অগ্রসর, অব্যর্থ ব্রহ্মবাক্য-বলে যেন সেই শমন-যুদ্ধে জয়লাভ ক'র্‌তে পারি। (প্রকাশ্যে) প্রভো! আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে চিরযাত্রাকালে চিরবাঞ্ছিতধনের দর্শন পেলাম, এক্ষণে পদরজ প্রদান ক'রে দাসকে কৃতার্থ করুন।

ব্রাহ্মণ। দৈত্যেশ্বর! ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফলদাতা, তিনিই তোমার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বেন। তুমি দৈত্যকুলের মধ্যে পরম ধার্ম্মিক, আবার শুন্‌লাম, কল্পতরু হ'য়ে অকাতরে যাচকের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছ। এ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সেই জন্যই তোমার নিকট আসা।

শঙ্খ। কি বল্লেন! কল্পতরু হ'য়েছি? না কল্পতরুর দর্শন পেয়েছি? যা হ'তে বাঞ্ছামত ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাকেই লোকে কল্পতরু বলে নয়? তা, বাঞ্ছামত ফলদান ক'র্‌তে কে পারে? অন্যে কল্পতরু হ'য়ে ধনরত্ন বিতরণ করে বটে, কিন্তু সে আর্থিক সম্বন্ধে, পরমার্থিক সম্বন্ধে কিছুই নয়; তবে যাতে সকল ফল পাওয়া যায় না, সে আবার কল্পতরু কিসের? যাতে আর্থিক পরমার্থিক সকল ফলই পাওয়া যায়, তাকেই কল্পতরু বলা যেতে পারে। সে কল্পতরু কি? কেবল ব্রাহ্মণের পদ। যে পদ-কল্প-তরু হ'তে আর্থিক পারমার্থিক এমন কি, চতুর্ব্বর্গের ফল পর্য্যন্ত লাভ ক'র্‌তে পারা যায়, আমি আজ সেই কল্পতরুর দর্শন পেয়েছি ব'লেই কি, আমাকে কল্পতরু ব'ল্‌চেন? তা হ'তে পারে, কারণ কল্পতরুর স্থান বৈকুণ্ঠে, সুতরাং যে বৈকুণ্ঠে যেতে পারে, সে-ই কল্পতরুর দর্শন পায়, তা আমি যখন কল্পতরুর দর্শন পেয়েছি, তখন বৈকুণ্ঠেও এসেছি। এক্ষণে আপনি কি প্রার্থনা ক'র্‌চেন বলুন, অসাধ্য হয়, ঐ পদ-কল্পতরু হ'তে সে ফল চয়ন ক'রে আপনাকে প্রদান ক'র্‌ব।

ব্রাহ্মণ। তুমি অতি বিনয়ী, দৈত্যকুলের মধ্যে পরম ধার্ম্মিক, আমি অন্য ধনের প্রার্থনায় আসি নাই, যদি শপথ কর, তা হ'লে প্রার্থনা করি।

শঙ্খ। এ বড় বিচিত্র কথা! এ কি দান ক'র্‌চি, না পরকালের জন্য সঞ্চয় ক'র্‌চি? যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্‌ব না, অথচ অন্যে বহন ক'রে দিয়ে আসবে, এ ত সম্পূর্ণ স্বার্থের কথা, এর জন্য শপথ কেন? যা হ'ক্, আপনার বিশ্বাস জন্য শপথ ক'র্‌চি, আপনি যা প্রার্থনা ক'র্‌বেন, তাই অকাতরে প্রদান ক'র্‌ব।

ব্রাহ্মণ। দৈত্যেশ্বর! আমি শুনেচি, তুমি বিষ্ণুমন্ত্রে সিদ্ধ হ'য়ে অক্ষয়-কবচ লাভ ক'রেচ—সেই অক্ষয়-কবচ আমাকে প্রদান কর, এই আমার প্রার্থনা।

শঙ্খ। (স্বগতঃ) বিপদ যেমন বিপদের সহচর, মঙ্গলও তেমনি মঙ্গলের অনুগামী। আমি সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ ক'রে ব্যাধি যন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভের বাসনায় সর্প-বিবরে হস্তার্পণ ক'র্‌তে যাচ্ছি, এদিকে ধন্বন্তরিদত্ত মহৌষধ থাক্‌ল মস্তকে বাঁধা। এ ঔষধ সঙ্গে থাক্‌তে ত এ অঙ্গে ভুজঙ্গে দংশনই ক'র্‌বে না। কোথায় পাপ-দেহের পতন হবে ব'লে যুদ্ধে এসেচি, এদিকে বিষ্ণুদত্ত অক্ষয়-কবচ থাক্‌ল অঙ্গে। এ অঙ্গ ভেদও হবে না—আর পাপ দৈত্য দেহেরও পতন হবে না; যুদ্ধযাত্রাকালে কি এ কথা একবারও স্মরণপথে উদয় হ'য়েছিল? বোধ হয়, আমাকে চৈতন্যদান ক'র্‌বার জন্যই চৈতন্যরূপ হরি আজ ব্রাহ্মণবেশে দেখা দিলেন! এতদিনে আমার দানব-দেহ পরিত্যাগের প্রকৃত সময় হ'য়েচে!

ব্রাহ্মণ। দৈত্যনাথ! সত্য ক'রে কি শেষে সত্যভঙ্গ ক'র্‌বে? নীরব কেন? এই না শুন্‌লাম, অকাতরে যাচকের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বে? তবে কার্য্যকালে কাতর হ'চ্চ কেন?

শঙ্খ। আজ্ঞে না, কাতর হই নাই, অকাতরেই দান ক'র্‌ছি। এ কবচের কার্য্য ত আমার সমাধা হ'য়েছে, এ কবচ অঙ্গে ধারণ ক'রে, পূর্ব্বে যতবার যুদ্ধে গিয়েছি, ততবারই জয়লাভ ক'রে প্রত্যাগত হ'য়েছি; কিন্তু এবারকার এ যুদ্ধে জয়লাভের উপায় কি? অনিত্য দানব-দেহ সমরক্ষেত্রে পতিত হ'লে, এ কবচ ত সেই অঙ্গের সঙ্গেই সমরাঙ্গনে প'ড়ে থাক্‌বে, সঙ্গে ত যাবে না। তবে সে শেষের দিনের বিষম সংগ্রামে কিরূপে জয়লাভ ক'র্‌ব? সে দিনের রক্ষাকবচ কে হবে? আমি শুনেছি, সে যুদ্ধের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র হরিনাম আর রক্ষাকবচ দ্বিজ-পদধূলি! আমি হরিনাম অস্ত্র পেয়েচি, আবার সময়ে রক্ষাকবচও পেলাম! বিপক্ষ পক্ষও সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর! এক্ষণে এ কবচ গ্রহণ পূর্ব্বক পদরজ প্রদান করুন; আমি ঐহিকের কবচ দিয়ে পরকালের অক্ষয়-কবচ গ্রহণ পুরঃসর, রসনা-ধনুতে হরিনাম-শর যোগ ক'রে শমন-যুদ্ধে অগ্রসর হই।

(কবচ প্রদান)

ব্রাহ্মণ। (স্বগতঃ) দেবকার্য্য সাধনের জন্য আজ আমাকে দত্তাপহারী —প্রতারক হ'তে হ'ল, তপস্যাকালে আমিই দৈত্যেশ্বর শঙ্খচূড়কে অক্ষয়-কবচ দান ক'রেছি, আজ আবার ব্রাহ্মণবেশে বঞ্চনা ক'রে সেই কবচ হরণ করতে এসেছি, এতে জগতের জীবে আমায় কি বল্‌বে? দত্তাপহারী বল্‌বে না? আর শুদ্ধ কি এই কলঙ্কভার বহন ক'রেই নিস্তার আছে!

[প্রস্থান।

দ্বাদশ অঙ্ক ।

কৈলাসধাম।

দুর্গা, জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ ।

দুর্গা। বিজয়ে! দেবতারা ত এ পর্য্যন্ত দানব বিজয়ে সক্ষম হ'ল না, বিষ্ণুদত্ত মহাশূল গ্রহণ ক'রে স্বয়ং সংহারকর্ত্তা আজ শতবর্ষ অসুর-যুদ্ধে ব্যাপৃত, আমিও অংশরূপে চণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা, কৈটবী, ভৈরবী প্রভৃতি শক্তিগণকে দানব-সমরে পাঠিয়েছি, তথাপি এই শতবর্ষ-ব্যাপী সমরেও স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় পর্য্যন্ত যখন দানব বিজয়ে অসমর্থ হ'লেন, তখন যে সংহার-ত্রিশূলের সঙ্গে বিষ্ণু-বাক্য বৃথা হতে চ'ল্ল! তোরা যুদ্ধের সমাচার কিছু পেয়েছিস্ ?

জয়া। পেয়েছি বৈ কি! তোমার এক ধাঁচার কথা, বলে—"কেমন ক'রে আপাল্ করে চেতল সুধান চ্যাংকে; আর সাগরের জল কতখানি বরুণ সুধান ব্যাংকে" গা জলে যায় আর কি!

দুর্গা। ও কি লো জয়া! তোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম্ একটা কথা, তুই কি না হাত নাড়া দিয়ে,—ছড়া কেটে,—মুখ বেঁকিয়ে,—চলে গেলি ?

বিজয়া। মিথ্যে নয় জয়া! তোর ভাই, ভারি ঠ্যাকার, অমনধারা ফ্যাচ্যাং ক'রে ফেচ্‌কে যাওয়া তোর ভাল হয় নাই।

জয়া। না হ'য়ে থাকে, তুই না হয় আমাকে নিয়ে থাস্ নে, বলে "জয়ের দিকেই সবাই চলে, তেলা মাথায় তেল সবাই ঢালে" মর্ জয়কাতি, আমার বলা ভাল হ'ল না, ওঁর বলাটা বড় ভাল হ'ল ?

বিজয়া। তাও বলি মা! তোমার ও কথাটা জিজ্ঞাসা করা ভাল হয়

নাই, কোথায় কি হ'য়েছে, কোথায় কি হ'চ্ছে, কি হবে, তা তুমি জান না আর জয়া জানে, ওসব কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে যেন আমাদিকে উপহাস করা ব'লে বোধ হয়।

দুর্গা। বিজয়ে। আমি ত ছলনার কথা বলি নাই, আর যদি ব'লেই থাকি, তোকেই জিজ্ঞাসা ক'রেছি, জয়া কেন তাতে রাগ করে ?

জয়া। জয়া হ'য়েছে তোমার গয়ার পাপ। আর রেখে কাজ কি, গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে তোমার বিজয়াকে নিয়ে থাক।

বিজয়া। মর্ আবার আমার সঙ্গে লাগ্‌লি কেন ? তুই ভাই, বড় কুন্দুলী।

জয়া। আমি কুন্দুলীর কাছে থেকে কোন্দল শিখেচি। আমি কুন্দুলী আর উনি কি আমার সতী যাট্টবে।

দুর্গা। মিথ্যে নয় বিজয়া, জয়াকে কুন্দুলী বলা তোর ভাল হয় নাই।

জয়া। ওগো নাও নাও, আর তোমাকে উস্‌কে দিতে হবে না, আমি কুন্দুলী আছি—আমিই আছি, তুমি তোমার লক্ষ্মী মেয়েকে নিয়ে থাক।

বিজয়া। তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, ঐ দেখ—নাম ক'র্‌তেই আমার লক্ষ্মী মেয়ে এসেছে।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। মা! আমি এসেছি, তোমাকে প্রণাম করি। (প্রণাম)

দুর্গা। মা ভাগ্যলক্ষ্মি কোথা থেকে এলি মা!

লক্ষ্মী। পুষ্পভদ্রা-নদীতীরে অক্ষয়-বটমূল হ'তে। যেখানে দেবদানবে যুদ্ধ হ'চ্চে।

দুর্গা। যুদ্ধের সংবাদ কি মা!

লক্ষ্মী। তুমি কি তা জান না? দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়ের ভোগকাল পূর্ণ হ'য়েছে। এতদিন্ তার অঙ্গে রক্ষা-কবচ ছিল ব'লে, আমার পিতা মৃত্যুঞ্জয় পর্য্যন্ত তার কাছে পরাজয় হ'য়েছিলেন, তারপর কল্যকার যুদ্ধ-শেষে গোলোকনাথ স্বয়ং ব্রাহ্মণবেশে তার কবচ হরণ ক'রেছেন।

দুর্গা। কি, বঞ্চনা ক'রে ছদ্মবেশে বিষ্ণু তার কবচ হরণ ক'রেছেন?

লক্ষ্মী। তা করুন, তাতে কেবল লোকের কাছে তাঁরই কলঙ্ক, কিন্তু মা, আবার যে ঘটনা উপস্থিত, তাতে যে তোমার সুদ্ধ কলঙ্ক হবে—তোমার নাম ডুব্‌বে—এই দুঃখ বড় দুঃখ।

দুর্গা। এমন ঘটনা কি হ'য়েছে মা! যাতে আমার নাম ডুব্‌বে?

লক্ষ্মী। মা! রাজাকে যে লোকে ভূপাল বলে, তিনি রাজ্য-রক্ষা, প্রজাপালন করেন ব'লেই ত, আর তোমাকে যে লোকে সতী-কুলেশ্বরী ব'লে থাকে, তুমি জগতের সতীগণের রক্ষাকর্ত্রী ব'লেই ত; কিন্তু মা! তুমি যদি সতীর মান না রাখ, সংসার যদি সতীশূন্য হয়, তাহ'লে তোমার সে নাম আর ক'দিন থাক্‌বে মা!

দুর্গা। কেন মা। এ কথা ব'ল্লি যে? সংসার সতীশূন্য কেন হবে? যতদিন জগতে আমার অস্তিত্ব থাক্‌বে, ততদিন সতীগৌরব নষ্ট হবে না। কার সাধ্য সংসার সতীশূন্য করে?

লক্ষ্মী। রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, নিয়ন্তা যদি নিয়ম ভঙ্গ করে, রাজা যদি প্রজাপীড়ন করে, তাহ'লে আর রক্ষার উপায়? মা! ব'ল্‌তে বুক কাঁপচে, যে সাধ্বী-সতী তুলসীর সতীত্ববলে দৈত্যবীর শঙ্খচূড়ের দেহস্পর্শে শমনের অধিকার ছিল না; যে সতী হ'তে তোর সতীকুল উজ্জ্বল—যে সতী তোর সতীরত্নভাণ্ডারের অমূল্যমণি, সে মণি যে আজ অতল জলে ডুব্‌ল! মা গো! তুলসীর যে আজ সর্ব্বনাশের দিন! আজ সে কাঙ্গালিনীর সর্ব্বস্বধন কে রক্ষা ক'র্‌বে মা!

যিনি জগৎরক্ষক, সর্ব্বজীবের আশ্রয়, সেই সর্ব্বেশ্বর হরি স্বয়ং যখন সতীর ধর্ম্ম বিনাশ ক'রে সর্ব্বনাশে অগ্রসর, তখন আর রক্ষার উপায় কি মা! তাই বলি, এতদিনে সতীকুলের গৌরব গেল—তোর সতীকুলেশ্বরী নামও ডুব্‌ল।

দুর্গা। কি ব'ল্‌লি মা! বিষ্ণু ছলনা ক'রে অবলা সতী-ললনার সতীত্বনাশে উদ্যত? হা কপট কৃষ্ণ! এই তোমার কর্ত্তব্য! এই তোমার জগদাশ্রয় নামের পরিণাম! তুমি মনে ক'রেছ, আমার কার্য্যে বাধা দিতে কারও সাধ্য নাই, কিন্তু দেখ্‌ব কৃষ্ণ! কেমন ক'রে তুমি সতীর সর্ব্বস্বধন সতীত্বরত্ন হরণে সক্ষম হও! আমি বর্ত্তমানে সতীর ধর্ম্মনষ্ট হবে? যদি সতীধর্ম্ম সত্য হয়—সতীধর্ম্মের বিন্দুমাত্র মাহাত্ম্য থাকে—তাহ'লে আজ সতী-গৌরব রক্ষা ক'রে—সতীধর্ম্মের সহিত আমার সতীশ্বরী নামের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ক'র্‌ব। এতে ব্রহ্মাণ্ড লোপ ক'র্‌তে হয়—অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড খণ্ড ক'রে পরমাণুরূপে রসাতলে নিমগ্ন ক'র্‌তে হয়—তাও ক'র্‌ব, তথাপি আমি বর্ত্তমানে সতী-গৌরব নষ্ট করে কার সাধ্য! (সক্রোধে)

সাজ্ রণে জয়া, সাজ্ রে বিজয়া,
সাজ্ রে ডাকিনী যোগিনীগণ।
দেখি সাধ্য কার করিতে হরণ
সতীর সর্ব্বস্ব সতীত্ব ধন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাবে রসাতলে,
অকালে প্রলয় করিয়ে আজ।
সতীর গৌরব রাখিব জগতে
সাজ্ সাজ্ সবে সাজ্ রে সাজ॥

লক্ষ্মী। না মা, তোকে ডাকিনী যোগিনী সাজাতে হবে না, তুই একা

গিয়ে নিষেধ ক'র্‌লেই তিনি ক্ষান্ত হবেন। পাছে সতীশাপে কোন সর্ব্বনাশ হয়, সেই ভয়ে বুক কাঁপ্‌চে।

দুর্গা। চিন্তা কি, তুমি আমার সঙ্গে চল।

বিজয়া। মা! একটী কাজ কর না কেন, তিনি যেমন শঙ্খচূড়ের বেশ ধ'রে তুলসীর কাছে যাচ্চেন, তুমিও কেন তেমনি তুলসীর বেশ ধর না!

জয়া। আহা! তোর মরণ নাই, জামাই যে লো!

বিজয়া। তাই ত, আমারই যে ভুল! লক্ষ্মি! তুমি কেন তুলসী সাজ না?

দুর্গা। (লক্ষ্মীর প্রতি) কেমন মা, তাই হবে?

লক্ষ্মী। মা! আমি ত কখন পতির সঙ্গে ছলনা করি নাই।

বিজয়া। মা। তুমি ত খুব বাবার সঙ্গে ছলনা ক'র্‌তে পার, তবে তুমিই কেন—

দুর্গা। কৈ, কবে আমি তাঁর সঙ্গে ছলনা ক'রেছি?

জয়া। কে বলে এমন কথা? তবে একদিন সেই দক্ষপুরে যাবার সময় দশমহাবিদ্যা রূপ ধরা, আর একদিন জেলের মেয়ে হ'য়ে মাছ ধরা! সেই যে—বাবাকে দিয়ে জল ছেঁচিয়ে নিয়েছিলে?

দুর্গা। তোদের এত কথাও মনে থাকে! (লক্ষ্মীর প্রতি) আয় মা, তোকে সঙ্গে ক'রে যাই, তুই তুলসীর বেশ ধর। জয়া—বিজয়া! তোরাও আয়, আমরা তখন একটু অন্তরালে থাক্‌ব।

[সকলের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ অঙ্ক।

দেব-শিবির।

শনি ও বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।

শনি। বলি, বিশ্বকর্ম্মা মশায়! মজা শুনেছ কি? হা হা হা—

বিশ্ব। কি মজা হে?

শনি। শোন নাই বুঝি, আমাদের বাঁকা ঠাকুরটীর কীর্ত্তি? হাঃ হাঃ হাঃ, পোড়া মুখে হাসিও আসে—

বিশ্ব। কি, কাণ্ডটা কি! আগে বল, তার পর হেস', আমি শুদ্ধ না হয় খানিক মিলে মিশে হেসে দেব, একলা সবটা হাসতে পারবে কেন?

শনি। সাধে কি হাসি দাদা। একটু মনটা ঠাণ্ডা হ'য়েচে তার উপর এই মজার কথাটা শুনতে পেলাম, তাই আজ অনেক দিনের পর, ফুটো ঘরে চাঁদের আলোর মত,—বাদল থেকো রো'দের মত একটু দেখা দিয়েচে।

বিশ্ব। তবে তুমি হাস, আমিও তোমার দেখাদেখি দাঁত বার ক'রে থাকি।

শনি। আগে কথাটাই শোন। কালকে ত সেই ঘোরতর যুদ্ধ হ'য়ে গেল, ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, অরুণ, সূর্য্য, কার্ত্তিক, বায়ু, বরুণ, আমার দাদা যম মহাশয়, আমি হেন—বীর, তুমি হেন—মহারথী, অন্যের কথা কি আমাদের শিব ঠাকুর পর্য্যন্ত দৈত্যি বেটার কাছে মা'র খেয়ে পালাবার পথ পায় নি। সেই ত এককাণ্ড হ'য়ে গেল, তার পর

শুন্‌লাম, বেটা দৈত্যির অঙ্গে একটা অক্ষয় কবচ আছে, সেটা সঙ্গে থাক্‌তে, আর তার স্ত্রী তুলসীর সতীত্ব থাক্‌তে, কিছুতেই তার মরণ হবে না।

বিশ্ব। এ ত হাস্‌বার কথা নয় ভায়া।

শনি। আরে শোনই না আগে। তারপর বাঁকা ঠাকুরটি ব্রাহ্মণ সেজে গিয়ে তার কাছে কবচ খানি ভিক্ষা কর্‌লেন। দানব বেটা এদিকে দুষ্ট হ'ক্—কিন্তু দানের সময় যেন কল্পতরু, চাইবামাত্রেই কবচ খানি দিয়েচে। তিনি সেই খানি হাতে ক'রে তার পর শঙ্খচূড়ের স্ত্রীর সতীত্ব হরণের জন্যে নিজেই শঙ্খচূড় সেজে তার বাড়ীতে ঢুকে পড়েচেন!

বিশ্ব। সেত ভালই ক'রেচেন।

শনি। ভাল আর কি ক'রেচেন? এ গুলো যেন আমাদিকে একবারে অগ্রাহ্যি করা; আমাকে বল্লে কি ও কাজটা পার্‌তাম না?

বিশ্ব। তোমাকেই বা ব'ল্‌তে হবে কেন, আমাকে বল্লেই—

শনি। তোমাকেই বা বল্‌বে কেন? যাকে যে কাজের ভার দেবে, সেটা ত বিবেচনা ক'রে দিতে হবে। লোককে ভূতে পায়, পেত্নীতে পায়, শনিতে পায়, বলি,—বিশ্বকর্ম্মায় ক'জনকে পেয়েছে হে?

ইন্দ্র ও যমের প্রবেশ।

ইন্দ্র। দানব-যুদ্ধে জয়লাভের ত আর কোন আশাই নাই। অনেক যুদ্ধ ক'র্‌লাম, অবিশ্রামে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে অমরের ক্ষুধা-তৃষ্ণাবিহীন অশ্রান্ত দেহও যখন ক্রমে অবসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল তখন আর জয়লাভের সম্ভাবনা কি? প্রাতঃসূর্য্য ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হ'য়ে যতই আয়তনে ক্ষুদ্র হয়, ততই যেমন তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি হ'তে থাকে,

তেমনি সৈন্যসংখ্যা যতই হ্রাস হ'চ্ছে, শঙ্খচূড়ের বল-বীর্য্য ততই যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হ'চ্ছে। শুনেচি তার অঙ্গের কবচ আর সতী-পত্নী তুলসীর সতীত্ব হরণ ভিন্ন কোন রূপেই কেহ তার বিনাশ সাধনে সমর্থ হবে না।

শনি। আজ্ঞে, সে কাজ হ'য়ে গিয়েচে! আমাদের বাঁকা ঠাকুরটি কাল ব্রাহ্মণ সেজে গিয়ে তার কবচখানি হাত ক'রেচেন।

ইন্দ্র। ভালই হয়েচে, এখন তার স্ত্রীর সতীত্ব বিনাশের উপায়?

শনি। সে উপায় কি এখনও হ'তে বাকী আছে? কর্ত্তা সে কাজে আরও মূর্ত্তিমন্ত—নিজেই সেজেগুজে রওনা হ'য়েচেন।

ইন্দ্র। তিনি স্বয়ং? তাঁর দ্বারা কি এ কার্য্য হওয়া সম্ভবে?

শনি। আরে, সম্ ভবে না, তিনি তা বোঝেন কৈ? আমাদিগে কি একবার জিজ্ঞাসাও ক'রেছেন?

ইন্দ্র। কৈ, তোমাদের দ্বারায় ত কোন দিন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হ'ল না!

শনি। কেন? কোন্‌টা হ'ল না? আর হ'লই না বা কোন্‌টা?

ইন্দ্র। কৈ, শঙ্খচূড়ের রন্ধ্রগত হ'তে ব'লেছিলাম, পেরেছিলে কি?

শনি। তার মোটে রন্ধ্রই পেলাম না, তা গত হ'ব কোথা?

ইন্দ্র। ভাল, তার কবচ হরণ ক'র্‌তে ব'ল্লে পার্‌তে কি?

শনি। আজ্ঞে! তার সীমানা দাঁড়াবারই যো নাই, তা কবচ হরণ!

ইন্দ্র। ভাল, তার স্ত্রীর সতীত্ব নাশের ভার দিলে?

শনি। আজ্ঞে—আপনার জন্য প্রাণ দিতে মন হয়,—দেখ্‌ব—তা যাব-না-কি?

ইন্দ্র। না, নারায়ণ স্বয়ং যখন এ কষ্ট স্বীকার ক'রেচেন, তখন আর অন্যের ব্যগ্র হবার প্রয়োজন নাই।

শনি। আজ্ঞে, হাঁ, ভারি কষ্ট! ওঃ, এত কষ্টও প্রাণে সয় গো!, আহাহা!

দ্রুতপদে দেবদূতের প্রবেশ।

দেবদূত। দেবরাজ! ভগবন্ শঙ্করের আদেশে শীঘ্র সমর-সজ্জা ক'রে প্রস্তুত হ'ন্, দানব-সৈন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে আগত প্রায়।

ইন্দ্র। আমরাও প্রস্তুত আছি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ অঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। আজ শতবর্ষ ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ ক'রেও পাপ-দৈত্যদেহের পতন হ'ল না! এ মাংসপিণ্ড দেহভার অধিক দিন বহন ক'র্ব না—এ মাটীর ঘর,—এ মায়ার বাসা ভেঙ্গে দিয়ে শীঘ্রই এখানকার বসবাস ত্যাগ ক'র্ব, এ সঙ্কল্প যদি পূর্ব্বে স্থির ক'র্তেম, তা হ'লে এ ঘরের উপর এত যত্ন করা দূরে থাক—বরং এতদিন ভেঙে দিয়ে চ'লেও যেতে পার্তেম; কিন্তু আমি ত এ ঘর ভাঙ্গবার চেষ্টা করি নাই, বরং দৃঢ় কর্বার চেষ্টা ক'রে আপন কারাগার আপনিই শক্ত ক'রেছি; কাজেই মুক্ত হ'তে এত বিলম্ব হ'চ্ছে। ঊর্ণা-কীট নিয়ত চক্রাবর্ত্তের মত ঘুরে ঘুরে আপন লালায় গুটিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আপনি বদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আবার যথাকালে আপনিই সে বন্ধন ছেদন ক'রে

যথাইচ্ছা চলে যায়। তারা বদ্ধ হ'তে জানে, আবার ইচ্ছামত মুক্ত হ'তেও জানে। এ কীটাধমের যে, সে কীটের সঙ্গেও উপমা হয় না। আমি মায়াচক্রে ঘুরে ঘুরে আপন বাসনা-লালায় এমনি বদ্ধ হ'য়েছি যে, মুক্ত হবার উপায় জেনেও মনে হ'চ্ছে না। কল্য যুদ্ধাবসানে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অক্ষয় কবচ দান ক'রে বন্ধনের কতকাংশ শিথিল ক'রেছি, আর এ ঘর যে শীঘ্র ভাঙ্গবে, তারও কিঞ্চিৎ শুভলক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি। চিরদিন দেবতাব ন্যায় অস্বপন ছিলাম, নয়ন নিমেষহীন—হৃদয় নিরাতঙ্ক ছিল, কিন্তু গত রজনীতে সমরক্লান্ত-দেহে তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখ্‌লাম, - তুলসী আলুলায়িত কেশে – উন্মাদিনী বেশে শ্মশান-ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রেছে। পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নিরাশি যেন ভীষণ-শিখা বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে। তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখে হৃদয়ে আতঙ্কের সহিত সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হ'ল, চক্ষেও পলক পড়্‌ল। অট্টালিকার অঙ্গে বৃক্ষ তৃণাদির উৎপত্তি দেখ্‌লেই যেমন জান্‌তে পারা যায় যে, এ গৃহ জীর্ণ হ'য়েছে, অচিরেই ভগ্ন হবে; তেমনি আমার এ দেহ-গৃহেও যখন আতঙ্ক বৃক্ষের উৎপত্তি হ'য়েছে, তখন এ চিহ্ন যে পতনেব পূর্ব্বচিহ্ন তার আর সন্দেহ নাই। এখন এ ঘর ভেঙে দিয়ে—এ প্রবাসের বসবাস শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়ে যেতে পার্‌লেই মঙ্গল। হে পতিতের বন্ধু! অদিনের কর্ণধার হরি! ভবার্ণবের কূলে এসে ত কর্ণধার কর্ণধার ব'লে অনেক দিন ডাক্‌ছি, কাতরের ডাকে আর কবে কর্ণপাত কর্‌বে! যারা সামান্য নদ নদীর নাবিক, পারার্থীর নিকট অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক পার করাই যাদের ব্যবসা, তারাও দীন দুঃখী কাঙ্গালের প্রতি দয়া ক'রে থাকে; তবে দীননাথ! আমি অর্থহীন, পতিত পারগামী, আর তুমি এমন পতিতপাবন কর্ণধার থাক্‌তে কেন আমি পার হব না; পতিতকে পার করাই যে

তোমার কার্য্য। তোমাকে লোকে দীনতারণ বলে কেন? তুমি ত দীন ধনী সকলকেই পার কর, তবে দীনতারণ না ব'লে ধনীতারণ ত কেউ বলে না! তোমার দয়া, কীর্ত্তি, নাম, যশ যা কিছু সব দীন হ'তেই প্রকাশ, ধনী হ'তে কিছুই নয়, তাই বলি, হরি! কাঙ্গালের প্রতি দয়া করাই দয়ালের কার্য্য, আর চিরদিন তাই ক'রেও আস্‌ছ, আমিও আজ সেই ভরসায় "হরি হরি" ব'লে এই অকূল ভবার্ণবের কূলে এসে দাঁড়িয়েছি, দেখি কর্ণধার তুমি পার কর কি না?

গীত।

আজ হরি ব'লে কূলে এসে দাঁড়ালাম কাণ্ডারী।
(কিছু নাই হে আমার) (সে দিনের সম্বল হরি)
এখন যা কর হে ভবের নাবিক ভরসা তোমারি॥
এ ভবের বাজারে এসে,
বাঁধ্‌লাম দোকান লাভের আশে,
অবশেষে সব হারালাম আপন দোষে,
(সব নিলে হে লুটে) (লোভের মুটে সাজাইয়ে)
(ছজন কুজন সঙ্গি জুটে) (সব নিলে হে লুটে)
রবি ব'স্‌ল পাটে, এলাম ঘাটে, ব্যাপার সাঙ্গ করি॥
সে যায় ত'রে অনায়াসে, (আপন জোরে)
সে যায় ত'রে অনায়াসে, (যশ নাই হে নাই হে)
(সগুণে তরিলে) তাতে পতিতপাবন বলে না হে)
(পাপী না তারিলে) (দীনদয়াল বল্‌বে না হে)

অকূল পাথারে, পড়িয়ে কাতরে,
ডাকিছে তোমারে হরি ;
যদি পদ-তরণীতে, পাতকীরে নিতে
কাতর হও হে কাণ্ডারি !
(তবে দয়াল হরি কে ব'লবে আর)
(দীনদয়াল হরি, কে বলবে আর)
(যদি পাতকী পার না কর হে)
(হ'ল সাঙ্গ ভবের ধূলা খেলা)
(গেল গেল হে দিন গেল হেলায়)
এখন কূলে তুলে দাও কর্ণধার করুণা বিতরি ॥

সেনাপতির প্রবেশ।

শঙ্খ। (স্বগতঃ) ও কে আসছে ? সেনাপতি নয় ! আর ওদিগে ত্যাগ ক'রে যাব না। ওরা ঐহিকের আর্থিক সুখের জন্য এত রণকষ্ট সহ্য ক'রছে, কিন্তু আমি যদি ওদের অর্থলালসায় মুগ্ধ ক'রে স্বয়ং পরমার্থ লাভের চেষ্টা করি, তা হ'লে ওদের নিতান্তই বঞ্চনা করা হয়। আজ দৈত্যকুলের মধ্যে যে সকল বীর আমার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে, সকলকেই সঙ্গে ক'রে একেবারে ভবপারাবার পার হ'য়ে যাব ; আর পাপ দৈত্য-দেহ ল'য়ে গৃহে প্রত্যাগত হ'তে দিব না।

সেনাপতি। দৈত্যেশ্বর ! অমর সেনাসহ সমর-সজ্জা ক'রে দেবগণ আগতপ্রায়—দানবসৈন্যও দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হ'য়ে যুদ্ধসজ্জা

পূর্ব্বক অপেক্ষা ক'র্‌ছে, এক্ষণে কালবিলম্বে দেবদলের নিকট উপহাসাস্পদ হ'তে হবে।

শঙ্খ। সেনাপতি! অবিশ্রামে শতবর্ষ যুদ্ধ ক'রেও যার রণ-তৃষ্ণার শান্তি হয় নাই, তার কাছে যুদ্ধে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করা কেন? আমি নিয়তই প্রস্তুত আছি, এক্ষণে অমরগণের সমরক্ষেত্রে আগমনের অপেক্ষামাত্র—দেখ দেখ, ঐ বুঝি অজাদল সমরক্ষেত্রে প্রবেশ ক'র্‌ছে।

দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। রসনাকে আয়ত্ত ক'রে কথা ক'স্ পাপাত্মা!

শঙ্খ। কেন ইন্দ্র! অজা বলাতে তোমার রাগ হ'ল কেন? তা হ'তে পারে, অন্ধকে অন্ধ বল্লে সে ত রাগ কর্‌বেই; কিন্তু শোন বাসব! যদি তোমাকেই অজা ব'লে থাকি, সেটা তোমার পক্ষে অতিরঞ্জিত নয়, তুমি গুরুপত্নী হরণ পাপে গৌতম-শাপে নপুংসক হ'লে; অজাগণ দ্বারায় তোমার পুরুষত্ব রক্ষা করা হয়। তোমার দেহ ত অজা-বীর্য্যে বর্দ্ধিত। বলি, অজাকে অজা না ব'লে সিংহ ব'ল্‌তে হবে নাকি?

শিব। শোন শঙ্খচূড়! শতবর্ষব্যাপী মহাযুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু যে বলে তোমার এতদূর বীরগর্ব্ব, সে বল যখন খর্ব্ব হ'য়েছে, তখন বিষদন্তবিহীন সর্পের ন্যায় এ বৃথা দর্প কেন?

শঙ্খ। সর্প বিষদন্ত-বিহীন হ'লেও ভেকের নিকট কখন নতশির হয় না। আর এই অমর ভেক-দলের কালসর্প শঙ্খচূড় বিষদন্ত-বিহীনই বা হ'ল কিসে?

শিব। যে কবচের বলে এতদিন কৃতান্তকেও তৃণজ্ঞান ক'রেছ, সে কবচ এখন কোথায়?

শঙ্খ। কৃতান্তকে তৃণজ্ঞান ত চিরদিনই ক'রে আস্‌ছি, বিষ্ণুদত্ত রক্ষা-কবচের বলে জীবিতে তৃণজ্ঞান ক'রেছি, আবার জীবনান্তে যাতে তৃণজ্ঞান ক'র্‌তে পারি, তার উপায় কর্‌বার জন্য সেই ঐহিকের কবচ বিনিময়ে পরকালের অক্ষয়কবচ দ্বিজপদরজ গ্রহণ ক'রে, তোমার সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হ'য়েছি; জীবিতে হক্‌,—মরণান্তে হক্‌, কৃতান্তকে আর ভয় করি না—সে ভয়ে নির্ভয় হয়েছি।

শিব। জঘন্য দানবকুলের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রতি এতদূর অচলা ভক্তি—কেবল তোমাতেই দেখ্‌ছি—এ কি দানবী মায়া?

শঙ্খ। কি বল্লে, শঙ্কর! দানবকুল জঘন্য? দানবকুল যদি জঘন্য, তবে জগতে পবিত্রকুল কোন্‌টা? দানবরাজ বলি, ব্রাহ্মণের পদে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে যে পাতালে বাস ক'র্‌ছেন।

শিব। সে দান ভক্তিপূর্ব্বক সাত্ত্বিক ভাবের নয়, আসুরিক দান। যেমন দান, তার ফলও তদনুরূপ—সর্ব্বস্ব-চ্যুত হ'য়ে শেষে পাতালে বাস ক'র্‌ছে।

শঙ্খ। কি হ'য়েছে? বলি সর্ব্বচ্যুত হ'য়ে পাতালে বাস ক'র্‌ছেন ব'লে কি তিনি দুরদৃষ্ট ভাগী হ'য়েছেন বল্‌তে হবে? বলিরাজ, না হয় ঐহিকের সামান্য পদচ্যুতই হয়েছেন, কিন্তু সেই অচ্যুত-পদচ্যুত ত হন নাই? তুমি শ্মশানে ব'সে সাধন ক'রে যাঁকে ধ্যানে পাও না, সেই হরি যে অষ্টপ্রহরই প্রহরী সেজে বলির দ্বারে অবস্থিতি ক'র্‌ছেন! বলি—বলি যে তোমা হতেও ভাগ্যবান্ হে! দানবকুলে যে জন্মগ্রহণ ক'রেছে,—সে-ই আপন জোরে অন্তিমের পথ পরিষ্কার ক'রে চ'লে গিয়েছে! কে বলে দানব জঘন্য?

গীত।

জঘন্য দানব-জনম কে বলে ভবে।
অন্তে পায় সে নিত্যপদ, দৈত্যকুলে যে উদ্ভবে॥
দানবের সম ভাগ্যবান, ভবে আর কে হে ভগবান,
সমরে ধ'রে ধনুর্ব্বাণ, লভে নির্ব্বাণ শত্রুভাবে॥
অসুর না হ'লে কি হে অন্তিম সময়,
ও সুরবাঞ্ছিত পদ পায় হে দয়াময়,
জনমি দানবকুলে, কে কেঁদেছে ভবের কূলে,
গূঢ় ভক্তি-শক্তিবলে লভেছে মুক্তি দুর্ল্লভে॥

শিব। যাক্ শঙ্খচূড়! তুমি যে বিষ্ণুদত্ত অক্ষয় কবচের বলে এত বলবান্ ছিলে, এখন ত কবচ হারিয়েছ?

শঙ্খ। কে বলে আমি কবচ হারিয়েছি? আমি পূর্ব্বেই ত ব'লেছি, ঐহিকের কবচের বিনিময়ে পরকালের কবচ গ্রহণ ক'রে ব'সে আছি। বলি, আপনার স্বার্থ না পেলে কি কেউ বিনিময় করে? আমি কবচ হারিয়ে দুর্ব্বল হ'য়েছি মনে ক'র না—বাহুবল যদিও দুর্ব্বল হয়, কিন্তু হৃদয়ে বল যে কতগুণে প্রবল হ'য়েছে, কার্য্যক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাবে।

শিব। তবে বিনাযুদ্ধে প্রত্যাগত হবে না? নিতান্তই কৃতান্ত দর্শনের বাসনা হ'য়েছে?

শঙ্খ। কৃতান্ত দর্শনের বাসনাই যদি থাকবে, তবে তোমার সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হব' কেন? বলি,—কূপোদকেও ত পিপাসার শান্তি হয়? তবে লোকে আগ্রহপূর্ব্বক গঙ্গাবারি পান করে কেন? ঐহিকের তৃষ্ণা

আর পরকালের বাসনা-পিপাসা উভয় পিপাসা দূর হয় ব'লেই ত লোকে সে বারি পান করে'।

শিব। তবে স্বর্গের সুখ-আশা মিটেছে ?

শঙ্খ। অনেক দিন! আশুতোষ হে! সে আশা অনেকদিন মিটেছে! স্বর্গ-সুখে তৃপ্তি হওয়া দূরে থাক্,—ব্রহ্মত্ব বা শিবত্ব পর্যান্ত আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি, যা বাহুবলে আয়ত্ত করা যায়, সে সম্পদের আবার গৌরব কি ? শঙ্খচূড়ের সে সংসার-সুখের সাধ অনেকদিনই মিটেছে।

শিব। যদি বাসনাই শেষ হ'য়ে থাকে, তবে যুদ্ধে ব্রতী হ'তে পার ; কিন্তু শোন শঙ্খচূড়! আজ তোমার দানব-লীলার শেষদিন, তা নিশ্চয় জেন'।

শঙ্খ। শঙ্খচূড় এসে পর্য্যন্তই সেদিনের প্রতীক্ষা ক'র্‌চে, কিন্তু সে শেষের দিন যে কবে আস্‌বে, তাও ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। উমানাথ! আমি দেবযুদ্ধে জয়লাভ ক'রে ইন্দ্রত্ব সুখসম্ভোগের বাসনায় এ যুদ্ধে ব্রতী হই নাই, বরং গোষ্পদের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা হ'তে পারে,—সামান্য উপলখণ্ডের সঙ্গে স্পর্শমণির তুলনা হ'তে পারে,—তথাপি শঙ্খচূড় যে ধনে ধনী ছিল, যে অতুলসম্পদের অধিকারী ছিল, সে সম্পদের সঙ্গে তুচ্ছ ইন্দ্রত্বের কথা দূরে থাক্, তোমার শিবত্ব—ব্রহ্মত্বের তুলনা হ'তে পারে না। আমি তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য-মায়ায় মুগ্ধ নই যে, তুমি শেষের দিন সন্নিকট ব'লে ভয় দেখাবে। যদি বল, "ঐশ্বর্য্যের অভিলাষী নও, তবে যুদ্ধে ব্রতী কেন ?, দেবতাদিগকেই বা উৎপীড়িত কর কেন ?" কিন্তু এ পীড়নের অর্থ কি এখনও বুঝ্‌তে পার নাই ? লোকে ইক্ষুকে পীড়ন করে কেন ? সুরসপ্রাপ্তির জন্যই ত ? চন্দনকে ঘর্ষণ না করলে সুগন্ধি বিস্তার করে না—দধিকে মথিত না কর্‌লেও নবনীতের উৎপত্তি হয় না, এসব জেনেই এ যুদ্ধে ব্রতী হ'য়েছিলাম।

ত্রিপুরাসুর ত্রিলোককে উৎপীড়িত ক'রেছিল ব'লেই ত আজ ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তার বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ অক্ষয়ভাবে বিরাজ ক'র্ছে। ত্রিপুরাসুর যদি জগৎকে উৎপীড়িত না কর্ত, তা হ'লে কি পৃথিবীকে রথ, ব্রহ্মাকে সারথি আর তোমাকে রথী ক'রে স্বয়ং ভগবান বাণরূপ ধারণপূর্ব্বক তাকে নির্ব্বাণ পদ প্রদান কর্তেন? না, তার পুত্র গয়াসুর সেই পিতৃ-অনুষ্ঠিত বীরব্রত ভঙ্গ ক'র্লে, পরিণামে পরমারাধ্য ধন হরি-পাদ-পদ্ম-যুগল মস্তকে ধারণ ক'রে জগজ্জনের পারের হেতু ভব-জলধির সেতু স্বরূপ হ'য়ে অনন্তকালের জন্য অক্ষয়ভাবে জীবের নিস্তারেব পথ বিস্তার ক'রে রাখ্তে পার্ত? আজ তোমার সঙ্গে সম্মুখ সমরে ব্রতী হ'য়ে যদি চির-সংকল্পিত বীর-ব্রত উদ্‌যাপন কর্তে পারি, তা হ'লে ঐহিকে অনন্তকীর্ত্তি রেখে, পরিণামে পরকালের পবিত্র পথ পরিষ্কারপূর্ব্বক পরমানন্দে পরমধামে চলে যাব। এখন যত শীঘ্র পার, এ কায়ারূপ মায়া-কারাগার হ'তে মুক্ত ক'রে দাও, আমি মুক্তকণ্ঠে তোমার গুণ কীর্ত্তন ক'র্তে ক'র্তে নিত্যধামে চলে যাই।

গীত।

ত্রাহিমে ত্রিপুরকান্ত, ত্রিপুরান্তকারী হর।
ত্রিলোচন, ত্রিগুণাত্মন্, হে ত্রিশূলি ত্রিদশেশ্বর॥
সদানন্দময় শিব, সয়ম্ভূ শশি-শেখর
সদাত্মন্ সনাতন সঙ্কট হর শঙ্কর,
সুরাসুর সেবিত ভব, শরণাগত বান্ধব,
স্মরগর্ব্বহর দেব সর্ব্ব সর্ব্বগুণাকর॥

অনাদি অনাথ বন্ধু, অনন্ত অখিল গুরু,
কাণ্ডারী করুণা-সিন্ধু, কামনা কল্পতরু,
জ্ঞানদ গৌরীশ ঈশ, গীর্ব্বাণ গতি মহেশ,
গিরিশ গবেশধ্বজ, গতিদ গঙ্গাধর॥
যাতায়াত যম যাতনা মুক্ত জঠর জঞ্জালে,
জীবনান্তে যদি জীবে জপে নাম রসনামূলে—
সাধু পাতকী সম ভবে, নিস্তার হে সমভাবে,
প্রপন্নে প্রদয় পদ প্রসীদ পরমেশ্বর॥
তব রণে যদি জীবন, যায় হে পুরুষোত্তম,
মূর্ত্তিমতি কীর্ত্তি ভবে, রবে কীর্ত্তিবাস মম,
গাবে যশ ত্রিলোকের লোকে,
ক'রে নৃত্য চিত্তসুখে,
যার পুলকে নিত্যলোক ত্যজে দৈত্য কলেবর॥
তব ভক্ত জীবন্মুক্ত ভবে ব্যক্ত চরাচরে,
ভবাব্ধি-ভেলক ভব ভরসা ভব-সাগরে,
ভব-ভাবনা ভীষণে, ভীত ভানুজ শাসনে,
স্বগুণে দীন অহিভূষণে অহিভূষণ নিস্তার॥

শিব। বাসব! আমা হ'তে তোমার স্বর্গ উদ্ধার হ'ল না। হরিভক্তের জীবনাপেক্ষা তোমার ইন্দ্রত্ব মূল্যবান্ নয়। যদি ইন্দ্রত্ব রসাতলে যায়—তোমাকে ভিক্ষায়ে জীবন ধারণ ক'র্‌তে হয়—দেবগণকে চিরদিন দানব-পদ-দলিত হ'য়ে দৈত্য-পদে দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌তে হয়, তাও হ'ক্, তথাপি হরিভক্তের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রে আমা দ্বারা

তোমার স্বর্গোদ্ধার হবে না ; এই আমি ত্রিশূল ত্যাগ ক'র্‌লাম,—পার স্বয়ং গ্রহণ ক'রে স্বর্গ উদ্ধার কর। (শঙ্খচূড়ের প্রতি) বৎস শঙ্খচূড়! তোমার এ সমরাভিপ্রায় আমি সম্পূর্ণরূপেই বুঝ্‌তে পেরেছি ; কিন্তু বৎস! আমি কি হরিভক্ত বিনাশ ক'রে জগতে অক্ষয় কলঙ্করাশি ক্রয় ক'র্‌ব ?

শঙ্খ। কেন, আমি হরিনাম ক'রেছি ব'লে কি আমাকে বিনাশ ক'র্‌তে কাতর হ'চ্চ ? বলি, পুত্র যদি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হ'য়ে, পিতামাতাকে এসে পিতৃ-মাতৃ সম্বোধন করে, তা হ'লে কি সে পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার মমতা হওয়া উচিত ? না, যাতে তার প্রেতাত্মার মুক্তি হয় তাই করা কর্ত্তব্য ?

শনি। এই গো সব মাটি ক'র্‌লে, একে দত্যি, তাতে আবার প্রেত পেলে কি রক্ষা আছে! ও ঠাকুর! শীঘ্র কাজ ফর্‌সা ক'রে দাও, ওসব দত্যি দানার মায়া কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ? দেখ্‌লে—যার জোরে লাফালাফি ক'র্‌তাম—সে কবচখানা এখন হাতছাড়া হ'ল ; আবার ওদিকের সেই কর্ম্মটা—বুঝ্‌তে পেরেচেন। যদিও এখনো টের পায় নাই, কিন্তু প্রাণটা ত দব্‌কে গিয়েছে, কাজেই আপনা থেকে এসে গড়িয়ে প'ড়্‌ছে, কেননা, মেরে ফেলো ব'ল্লে আর কেউ মারে না ; আর তুমি ঠাকুর এম্‌নি আশুতোষ, ছুটে ভোগায় ভুলে অম্‌নি—যাক্ স্বর্গ রসাতলে যাক্, দেবতারা—চুলোয় যাক্,—ইন্দ্রত্ব অধঃপাতে যাক্, ও—ভিক্ষে করুক, সে—নির্ব্বংশ হক্, আমি মার্‌তে পার্‌ব না ব'লে—হেতের হুতের ফেলে পালাবার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লে। কেন, পার্‌বে না ত এসব লোক জানাজানি ধাষ্টমী কেন ? বল্লেন—"আমি হরিভক্তকে মার্‌তে পার্‌ব না," "বলে মা না বিয়ুলো বিয়ুল মাসী, ঝাল খেয়ে ম'ল মদনমোহন।" যার ভক্ত সে ওদিকে

বিতিকিচ্ছি ক'রে তুল্‌লে, ওঁর মায়া দেখ! ঐ যে কথায় বলে,—"যার বিয়ে তার মনে নাই—পাড়াপর্শির পেট ফেঁপেছে।" তুমি হরিভক্তকে মার্‌তে পার্‌বে না ব'লে হেতের হুতের ফেলে চলে যাবে, ওদিকে জগৎশুদ্ধ রাষ্ট্র হবে, অসুর-যুদ্ধে শিবঠাকুর হেরে গিয়েছে; লোকের কাছে কি আর মুখ দেখাতে পার্‌বেন? আমি ত পার্‌ব না, আজ যা হয় একটা না ক'রে আর ফেরা হ'চ্ছে না। তোমার মায়া হ'য়ে থাকে ত্রিশূলটা আমাকে দাও, আমাদের অত দয়া মায়া নাই।

শিব। পার, গ্রহণ কর। (ত্রিশূল প্রদান)

শনি। (ত্রিশূল উত্তোলনে অক্ষম হইয়া) হ'ল না, বাবা! যে ভারি! ঠাকুর তোমাকে রাগাতে পার্‌লাম না, ত্রিশূলও চাগাতে পার্‌লাম না, অসুরও ভাগাতে পার্‌লাম না। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালে মুখে চড়াই আর কি।

দ্রুতপদে জনৈক দৈত্য-দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! আর রক্ষা নাই! সব গেল! আজ দৈত্যকুল নির্ব্বংশ হ'ল! সেই মাগিটে—সেই বড় রাগী তে'চকো কালো মাগিটে খেপে উঠেছে! মাথাটা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে! তিন্‌টে চোক আগুণের মত জল্‌তে আরম্ভ হ'য়েছে! মুলুক জুড়ে একটা জিব বার ক'রে—একটা কিম্ভুত কিমাকার চেহারা হ'য়েছে! দানব-সেনা যত পাচ্ছে, ডান হাত ধ'রে বাঁ হাতে কোপাচ্ছে আর বদনে দিচ্ছে! আবার সেই তেচ'কো মাগিটের সঙ্গে ছ-মুখো ছোঁড়াটা গিয়ে যোগ দিয়ে, একদিক্ থেকে সব ফরসা ক'রে তুল্‌ছে! আর ভরসা নাই গো ভরসা নাই!

শঙ্খ। ভয় নাই চল্, আমি যাচ্ছি।

[বেগে প্রস্থান।

ইন্দ্র। কোথা যাও দুরাত্মা! আজ আর তোর কুত্রাপি নিস্তার নাই। দেবগণ। পাপাত্মার পশ্চাদ্ধাবিত হও।

[বেগে প্রস্থান।

শনি। একটু আড়ালে থেকে দেখেই আসি না কেন, কি কাণ্ড কারখানা বেধেছে।

শনির পুনঃ প্রবেশ।

শনি। এইবার তুলো ধোনা ক'র্‌লে গো—এইবার তুলো ধোনা ক'র্‌লে! একটা শঙ্খচূড় যেন হাজারটা হ'য়েছে। কৈটবী, ভৈরবী, তাল, বেতাল, কাউকে আর তাল ফাঁদ্‌তে দিচ্ছে না। সেনা, সেনাপতি সব মর্‌ছে! বেটা যেন রেগে আগুন হ'য়ে—এক গুণ ছিল দশগুণ হ'য়েছে, ঐ-গো—সব বুঝি তাড়িয়ে নিয়ে এই দিকে আস্‌ছে।

দেবগণকে পশ্চাৎপদ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

(দেবগণের ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ ও পলায়ন)

শঙ্খ। শঙ্কর! দেবগণের এ দুর্গতি আর কতক্ষণ দেখ্‌বে, শীঘ্র অস্ত্র ধারণ কর।

(শিব ও শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ)

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে দৈববাণী।

মহাকাল, আর কালবিলম্ব ক'র্‌বেন না, শঙ্খচূড়ের কাল পূর্ণ হ'য়েছে, শীঘ্র ত্রিশূল নিক্ষেপ করুন।

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। ও কি অগ্নি! চতুর্দ্দিক হ'তে পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নিরাশি আমাকে ভস্ম ক'র্‌তে আস্‌ছে। ঐ যে ভগবান্ শঙ্কর সংহার মূর্ত্তিতে মহাশূল নিক্ষেপ ক'রেছেন। তবে আর কি এতক্ষণে বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে। এতক্ষণে শঙ্খচূড়ের জীবন-নদের শেষ-তরঙ্গ দেখা দিয়েছে। দয়াময় শঙ্কর! তোমার কিঙ্কর শঙ্খচূড় আজ জন্মের মত বিদায় গ্রহণ ক'র্‌ছে। কৃপাকটাক্ষে দাসের অন্তিমের বাসনা পূর্ণ কর। আমার সংসারক্ষেত্রের কোন বাসনাই আর অসম্পূর্ণ নাই, চিরদিন নির্ভয়-হৃদয়ে অতিবাহিত ক'রে অন্তকালে—এক কালের ভয়—তা মহা-কালের হস্তে প্রাণত্যাগ ক'রে সে ভয় হ'তেও মুক্তিলাভ ক'র্‌ব তারও উপায় হ'য়েছে। এক্ষণে শেষ প্রার্থনা এই,—যেন জন্মের মত বিদায়কালে সেই স্থিরসৌদামিনী শোভিত নবজলধর শ্যামসুন্দর রূপটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে নয়ন তারাকে স্থির ক'র্‌তে পারি। হে দীনবন্ধু হরি! এ সময় একবার দয়াল নামের গুণ প্রকাশ কর। একবার সেই অবিচ্ছেদ যুগলরূপে এসে দাসের সম্মুখে দাঁড়াও, আমি স্থিরচক্ষে বিরূপাক্ষের আরাধ্য ধন তোমাদের পাদপদ্ম দর্শন ক'র্‌তে ক'র্‌তে পাপ দানব-লীলা সাঙ্গ করি।

স্তব।

হে অচ্যুত কেশব, মুকুন্দ মাধব,

দেবগণ দুর্লভ দয়াকর।

যোগেন্দ্র বন্দিত, যোগেশ বাঞ্ছিত,
সর্ব্বযোগাতীত যোগেশ্বর ॥
ভবাব্ধিপারক, ভবান্ধ তারক,
সর্ব্ব গুণাত্মক গুণাকর।
নিত্য নিরাময়, সত্য সদাশ্রয়,
ভক্তস্য আশ্রয় ভীতি হর ॥
বিশ্ব বিমোহন, বিরিঞ্চি বন্দন,
বিঘ্নবিঘাতন পীতাম্বর।
গো বিপ্র পালক, গোবিন্দনায়ক,
গোবৃন্দরক্ষক গণেশ্বর ॥
ভবভয়ভঞ্জন, দীনজনরঞ্জন,
গোপীমনোমোহন রমেশ্বর।
গীর্ব্বাণনায়ক, নির্ব্বাণদায়ক,
সর্ব্ববিধায়ক সর্ব্বেশ্বর ॥
শান্তি শিবপ্রদ, শিবস্য সম্পদ,
জাহ্নবী জন্মদ জন্মহর।
শ্রীনন্দনন্দন, কুঞ্জ বিহারিন্,
মোহ বেণুবাদন, মহেশ্বর ॥
কৈটভমর্দ্দন, কেশীবিঘাতন,
কংশনিসূদন বংশীধর।
ধ্বজবজ্রাঙ্কন, কৌস্তুভভূষণ,
শ্রীবৎসলাঞ্ছন বপুবর ॥
শ্রীধরশ্রীকর, শ্রেষ্ঠ শ্রেয়স্কর,
স্থিতি গতি সংহার ভার ধর।

বিঘ্নবিঘাতন, ব্রহ্ম সনাতন,
বৈকুণ্ঠশোভন বিশ্বম্ভর ॥
ত্রিতাপহারক, ত্রিগুণধারক,
ত্রিলোকতারক ত্রাহি ত্রাহি।
ধ্যায়তি কিঙ্কর, প্রসীদ প্রসীদ,
দীনে দুর্দ্দিনে দিনং দেহি! দেহি!!

গীত।

হরি দুরিত দলন দীন-বান্ধব।
দেহি পতিতে পদ-পল্লব ॥
ওহে দৈত্যারে! পুণ্ডরীকাক্ষ বিপক্ষ-দলন,
হরি গোলক পালক, লোকনাথ জনার্দ্দন,
জ্ঞান আনন্দ বর্দ্ধন, মধুকৈটভ মর্দ্দন,
দীনে এ মায়া বন্ধনে মুক্ত কর মাধব।
জীব-যন্ত্রণা হরিতে, যুগে যুগে আগমন,
তুমি মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ ত্বং ব্রহ্ম বামন,
তুমি দনুজ ভূপে, উদ্ধারো ভবকূপে,
হ'য়ে নরহরি রূপে হরি স্তম্ভে উদ্ভব।
হ'য়ে অনিত্য সম্পদে মত্ত ভু'লে কেশবে,
সদা মোহঘোরে মুগ্ধমতি মায়ার আসবে,
রণে জিনে বাসবে, ম'জে সেই উৎসবে,
ভ্রমে ভাবে নাই অন্তিমের উপায় ভ্রান্ত দানব।

একবার অচলা চপলা রাধায় লইয়ে বামে,
সেই নবজলধর শ্যাম সুন্দর ঠামে ;
এসে এ রণভূমে, দেখা দাও অধমে,
দাসের অন্তিমের কামনা পূর্ণ কর কেশব।
এক দিন এ রত্নভাণ্ডারে নিধি ছিল সঞ্চিত,
দিয়ে কাচ্ সে কাঞ্চনে করিলে হে বঞ্চিত ;
কৃপা করি কিঞ্চিত, অহিভূষণ-বাঞ্ছিত,
দেহি এ দীন অহিভূষণে পদপল্লব ॥

শঙ্খ। (উদ্ভ্রান্তভাবে) এসেছ! আহা হা! কি ভুবনমোহন রূপ, রক্তচন্দনসিক্ত নীলপদ্মের ন্যায় পদতল দুটী, তার উপর রত্ন-নূপুর, কটিতটে—পীতবাস, কণ্ঠে—বনমালা, কর্ণে—মণিময় কুণ্ডল, শিরে—শিখিপুচ্ছচূড়া, অধরে—মোহনবেণু, বামভাগে—স্থির সৌদামিনী গোলোকেশ্বরী রাধাসতী! আহা হা! নয়ন জুড়াল রে—নয়ন জুড়াল!! ও কে—শ্বেত চামর হস্তে ব্যজন কর্‌ছ, তুলসি! তুলসি! গিয়েছ? অগ্রে গিয়ে ধন্য হ'য়েছ? না না, ও ত তুলসী নয়, তুলসীর এত ভাগ্য! কৈ, কোথা—যা দেখ্‌ছিলাম তা কৈ? আমার নয়ন-চকোর স্থিরভাবে যে চাঁদের সুধা পান ক'র্‌ছিল, সে চাঁদ—সে রোহিণীশোভিত সুধাকর কোন্ মেঘে ঢাক্‌লে রে! কেন হরি লুকালে? না—না—না—ঐ যে অমনি ক'রে—বামে হেলে—স্থিরভাবে একবার দাঁড়াও দেখি। হাঃ হাঃ হাঃ সুচন্দ্র! আমার কুমার সুচন্দ্র! হাঁ রে, কার কোলে উঠেছিস? দেখ্ দেখি কত দয়া, আমার কথা সত্য হ'ল কি না? এ পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে কেমন পিতাকে পেয়েছিস, কেমন প্রাণভরা আদর—কেমন

হৃদয়ভরা ভালবাসা দেখ্ দেখি! না না না কৃষ্ণ! ও কাকে কোলে ক'রেছ? ছি ছি ছি নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও, ও যে দৈত্যবালক, ওর যে অকল্যাণ হবে! অ্যাঁ কি বল্লে? ভক্ত! সুচন্দ্র তোমার ভক্ত? প্রহ্লাদের মত ভক্ত? আঃ! হা হা—ধন্য হলাম! ধন্য হলাম! আবার ও কি? আবার কার কোলে; ওঃ—তোর যে বড় আদর রে সুচন্দ্র! আজ সামান্য মাতার মমতা ভুলে জগন্মাতার কোলে গিয়েছিস্! শুভক্ষণে রে সুচন্দ্র—শুভক্ষণে তোর কর্ণে হরিনাম দিয়াছিলাম। ও-ও—আবার কি দৃশ্য!—তুলসি—ও পাপিষ্ঠা! দানবি! কার মস্তকে উঠেছিস্? কোটী যুগ-যুগান্তের সাধনেও জীবে যার পদপ্রান্তে স্থান পায় না, তুই তাঁর মস্তকে? এত প্রবলা!—স্ত্রীজাতী প্রবলা! পিশাচি। রাক্ষসি। পাপিষ্ঠা! সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি? আর যে নরকেও স্থান হবে না, এমন অনন্ত শান্তির ধাম পদযুগল থাক্‌তে মাথায় কেন রে পাপিষ্ঠা? দূর হ! দূর হ!! দূর হ!!! কি এখনও নাব্‌লি নে? তবে রে অবাধ্যে! পতিবিরুদ্ধাচারিণি! (অসি নিষ্কাষণ) না না না, ঐ যে তুলসী পদ পূজা ক'র্‌ছে! কর! কর! সতি! প্রাণভরে প্রাণ-কৃষ্ণের পদপূজা কর। ও কে, রত্নাসনে—শচী-সনে—রত্ন-ভূষণে ভূষিত? বাসব! বাসব! আমি তোমায় প্রণাম করি। বাসব! আজ তুমি নিষ্কণ্টক হ'লে, আজ স্বর্গ-রাজ্যের কণ্টক শঙ্খচূড় জন্মের মত বিদায় হ'ল, এখন নিষ্কণ্টকে স্বর্গরাজ্য ভোগ কর। কৈ সব কোথায় গেল! ঐ ত সংহার-শূল শূন্যপথে আগত হ'ল, সখ খেলা ফুরাল, সংসারলীলা সাঙ্গ হ'ল! দীনবন্ধু! কাঙ্গালের সখা কৃষ্ণ! এই সময় কৃপা কর, এই সময় কর্ণধারের কাজ কর। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(ত্রিশূলাঘাতে পতন)

গীত।

কাতরে পার কর হে কাণ্ডারি,
দিয়ে শ্রীপদ তরি।
যদি পাতকী উদ্ধার, না কর' কর্ণধার,
হবে দয়াল নামে তোমার কলঙ্ক হরি॥
যে নামেতে তোমায় ডাকিলে কাতরে,
অনায়াসে জীবে অকূল পাথারে তরে হে সত্বরে,—
আমার ভরসা এই মনে, মধুর নামের গুণে,
পাপাগুণে ত্রাণ পাব হে মুরারি॥

শঙ্খ। (ভূতলশায়ী অবস্থায় কাতরকণ্ঠে) কৈ হে অদিনের বন্ধু! দাসের বাসনা কি পূর্ণ হবে না?

রাধাকৃষ্ণের প্রবেশ।

রাধা। ওরে ভক্ত-চাতক! আর তোকে "জল দে জল দে" ব'লে জলধরকে ডাক্‌তে হবে না, তুই যে মেঘের জল পানের জন্য ব্যাকুল, এই দেখ্‌, তোর সেই নবজলধর সম্মুখে উদয় হ'য়েছে! দেখ্‌ রে, একবার নয়ন ভ'রে দেখ্‌!

গীত।

দেখ্‌ রে বিনোদ ঠাম বঙ্কিম শ্যাম সুন্দরে।
(ওরে) তুই যে জলদের চাতক, এনেছি সেই জলধরে॥

বায়ুতে যথা সঞ্চালে, জলদও সেইদিকে চলে,
পরশে যদি অচলে, বরষে সেই অঞ্চলে ;
(আজ) উদয় ভক্তিবায়ুবলে তোর ভাগ্য ধরাধরে ॥
যে মেঘ উদিলে হৃদাকাশের মাঝে,
দুরাশা পিপাসা ঘোচে, ভক্ত চাতক জল যাচে,
আনন্দে নীলকণ্ঠ নাচে, দেখ্ রে ঐ চলিতেছে,
সে জলদ আজ জল ভবে ॥

শঙ্খ। কৈ গোলোকনাথ! গোলোকেশ্বরি! এসেছ? অন্তকালে কি দাসকে মনে পড়েছে? একবার যুগল বেশে আমার সম্মুখে দাঁড়াও! আমি ঐ স্থির সৌদামিনী-শোভিত নবজলধর-রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাপ দানবলীলা সাঙ্গ করি।

কৃষ্ণ। দানবেশ্বর! তোমার এ কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্ম সমাধা হ'য়েছে, এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বধামে গমন কর; দেবগণের সহিত বাসবও নিশ্চিন্ত হ'ক্।

শঙ্খ। কেশব হে! বাসবকে আর নিশ্চিন্ত ক'র্‌তে পার্‌লে কৈ? ক্ষেত্র হ'তে কণ্টক বৃক্ষের বীজোৎপাটন না ক'রে শুদ্ধ বৃক্ষকে ছেদন ক'র্‌লে কি ক্ষেত্রস্বামী নিশ্চিন্ত হয়? আবার যে সেই কণ্টকতরুর বীজ হ'তে কণ্টকতরু উৎপন্ন হ'য়ে ক্ষেত্রের অনিষ্ট সাধন ক'রে থাকে। স্বর্গক্ষেত্রের কণ্টকতরু শঙ্খচূড় বিনষ্ট হ'ল বটে, কিন্তু এ তরুর বীজ যে রোপিত থাক্‌ল। ত্রিপুরাসুর বিনাশ হ'য়েছে কিন্তু গয়াসুর জগৎকে উৎপীড়ন ক'রেছিল; জম্ভাসুর ইন্দ্র হস্তে বিনষ্ট হ'লে, তার পুত্র মহিষাসুর একদিন সমস্ত স্বর্গধাম সশঙ্কিত ক'রে তুলেছিল! দুরন্ত দৈত্যকুল সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হ'লেও ত দেবত্ব-

গৌরব রক্ষা হবে না, বাসবও নিশ্চিন্ত হবে না ; তাই বলি, যাতে দানবদল চিরদিনের মত দলিত হয়, তার উপায় কর, বন্ধন ক'রে রাখ। কিন্তু অন্য বন্ধনে দানবকুল বদ্ধ হবে না, সকল বন্ধনই ছিন্ন ক'র্‌বে ; তবে দৈত্যকুল বদ্ধ কর্‌বার এক উপায় আছে, তাদের চিরদিনের মত কৃপা-শৃঙ্খলে বেঁধে, ঐ পদ-কল্পতরুতলে বদ্ধ ক'রে রাখ, নতুবা একেবারে ভবপারাবারের পারে পাঠিয়ে দাও, আর যেন বারে বারে ফিরে আস্‌তে না পারে।

গীত।

একান্ত নিশ্চিন্ত রাধাকান্ত যদি করিবে বাসবে।
ঘুচিবে দেবের যন্ত্রণা, হরি শুন সুমন্ত্রণা তবে॥
এ দুরন্ত দৈত্যদলে, পদ-কল্পতরুমূলে,
বদ্ধ করি রাখ হরি কৃপা-শৃঙ্খলে,
নইলে চিরদিনের তরে,
পাঠাও ভবসিন্ধু-পারে,
পার হ'য়ে যেন অপারে,
আর না পারে আসিতে ভবে॥

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) আহা! দৈত্য-কুলেশ্বর শঙ্খচূড়ের হৃদয় কি প্রশস্ত! মহতের হৃদয় পরোপকারের জন্যই ব্যস্ত। (প্রকাশ্যে) দৈত্যনাথ! আর তোমাকে দানবগণের জন্য চিন্তা ক'র্‌তে হবে না, সময়ে সকলেই সদ্গতি লাভ ক'র্‌বে। (রাধিকার প্রতি) গোলোকেশ্বরি! শ্রীদাম তোমার জন্যই গোলোক-ভ্রষ্ট, এক্ষণে তোমার কার্য্য তুমি কর।

রাধিকা। প্রাণাধিক শ্রীদাম! দানবদেহ ত্যাগ ক'রে গোলোকধামে চল, আমি তোমাকে নিতে এসেছি, তোমাকে নিরপরাধে অভিশাপ-রূপে দংশন ক'রে অবধি রাধাসাপিনী অনুতাপ-জরায় জীর্ণ হ'য়েছে, আব গোলোকে শান্তি নাই! ত্রিলোকে সুখ নাই! সব শূন্য হ'য়েছে। চল শ্রীদাম! চল, গোলোকের অপূর্ণ শোভা পূর্ণ ক'র্‌বে চল।

গীত।

প্রাণসখা কেন প'ড়ে রণভূমে।
আছ হে আর অচেতনে কি ঘুমে॥
কেন হে আর অবনীতে,
এসেছি আজ তোমায় নিতে,
(তোমার কর্ম্মশেষ হ'য়েছে হে)
ত্বরান্বিতে চল গোলোকধামে॥
নাই গোলোকে আর সুখের আলাপ,
সেই দিন হ'তে লষ্ট হে এ তাপ,
(সব আঁধার হ'য়ে আছে হে)
যে দিনে শাপ দিয়েছি শ্রীদামে॥

কৃষ্ণ। প্রাণাধিকে রাধিকে। শঙ্খচূড়ের দানবদেহ স্থির হ'য়েছে। এক্ষণে তুমি প্রাণাধিক সখা শ্রীদামকে ল'য়ে গোলোকধামে যাও। যাও সখে। আমার আদেশে স্বদেহ ধারণপূর্ব্বক স্বধামে গমন কর।

রাধিকা। এস শ্রীদাম! আমি তোমাকে বক্ষে ক'রে গোলোকধামে ল'য়ে যাই, এস রথে এস! (শঙ্খচূড়ের দেহ হইতে রাখালবেশে

শ্রীদামের প্রকাশ) প্রাণসখে শ্রীদাম! আর যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ ক'রে লজ্জা দিও না। তুমি ত মুক্ত হ'লে, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ-পটে কি ভীষণ চিত্র অঙ্কিত ক'রে রেখেছ বল দেখি ?

শ্রীদাম। দেবি! সে চিত্রে শুদ্ধ রাধামূর্ত্তি অঙ্কিত নাই, তাতে গোলোকের শূন্যভাব এবং মর্ত্ত্যে বৃন্দাবনে সেই গোলোকের পূর্ণ বিকাশ অঙ্কিত আছে। যেখানে রাধা, সেইখানেই কৃষ্ণ; আর যেখানে রাধাকৃষ্ণ, সেইখানেই রাধাকৃষ্ণের দাস শ্রীদাম। এক্ষণে গত বিষয় আর স্মরণ ক'র্‌বেন না, আমাকে ক্ষমা করুন, আর আমি আপনাদের যুগলরূপকে প্রণাম করি।

রাধিকা। সখে শ্রীদাম। আর আক্ষেপ কেন? এই দেখ আমি তোমার জন্য রথ নিয়ে এসেছি, এস, রথে এসে আমার কোলে ব'স।
(শ্রীদামকে রথে লইয়া উপবেশন)

নেপথ্যে রাখালগণের গান ও নৃত্য
করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত।

ভূলোক ত্যজে রাখাল সাজে চল্ গোলোকে চল্।
তোরে না হেরিয়ে প্রাণসখা প্রাণ যে চঞ্চল॥
আর কেন ভাই ধরণীতে,
এসেছি আজ তোরে নিতে,
চল্ রে মিতে চল্ ত্বরান্বিতে;—
মজে কি আসবে প্রাণ-কেশবে ভুলে আছিস্ বল্॥

আজ আনন্দ অপার, ঐ দেখ জলধি কৃপার,
উথলিল এতদিনে সুখ-পারাবার ;—
একবার প্রেমানন্দে বদনভরে হরি হরি বল্ ॥

[শ্রীদামকে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

শিব। দেখ্‌লে, সকলে দেখ্‌লে ? বলি, সকলে দানব শঙ্খচূড়ের সৌভাগ্য দর্শন ক'র্‌লে ? কোন্ কার্য্যের কি ফল দেখ্‌লে ? তোমরা স্বর্গের অনিত্য সম্পদের জন্য লালায়িত, কিন্তু শঙ্খচূড় বাহুবলে ঐহিকের ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে মৃত্যুকালে কি নিত্যধন লাভ ক'রে চলে গেল দেখ্‌লে ? তপ, জপ, সাধন, সমাধি অবলম্বন ক'রে অদ্যাবধি যাদের যুগলরূপ হৃদ্‌পদ্মে স্থির ক'র্‌তে না পেরে ভেবে ভেবে পাগল হ'লাম, তাদের কার্য্য একবার দেখ্‌লে ? শঙ্খচূড় শত্রুতাসাধন ক'রে মৃত্যুকালে একবার ডাক্‌বামাত্রই অবিচ্ছেদ যুগলরূপে দেখা দিলেন, সেও অম্‌নি অভেদ শ্যামসুন্দর বেশে গোলোক-লক্ষ্মীর কোলে ব'সে প্রশান্ত ভাবে অনন্তধামে চলে গেল। সদা সদাচারে থাক্‌লেই যে হরির কৃপা হয়, আর কদাচারে যে হয় না, এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা একবার দানব শঙ্খচূড়ের সৌভাগ্য দর্শন করুন। সদাচারে যদিও হরি-পাদপদ্ম লাভ হয়, কিন্তু সে বহু বিলম্বে, আর কদাচারীর ফল প্রত্যক্ষ ; কদাচারের ফল প্রত্যক্ষ তাই বা বলি কেন ? আমিও ত ঘোর কদাচারী, আমার শ্মশানে বাস, অস্পৃশ্য আমার ভোজ্য, অন্যের ত্যজ্য তাই আমার গ্রাহ্য ; যখন জগৎ সংহারের ভার গ্রহণ ক'রেছি, তখন ত হিংসাই আমার বৃত্তি ; তবে এ কদাচারীর প্রতি হরির দয়া হ'ল না কেন ? বুঝ্‌লাম, সদাচার কদাচার কেবল ভ্রমমাত্র। ভক্তের পবিত্র গূঢ় ভক্তিকেই ধন্য !

জীবের মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে এক ভক্তি ভিন্ন আর কারও সাধ্য নাই। তাই বলি, সকলে শক্তিযুক্তি ত্যাগ ক'রে ভক্তিযোগে মুক্তকণ্ঠে কেবল হরি হরি বল।

কৃষ্ণ। দেবগণ! পতির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে পতিপরায়ণা তুলসী উন্মাদিনীর বেশে রণক্ষেত্রে আস্‌ছে, আমাকে ত সতীশাপে দগ্ধ হ'তেই হবে, তোমরাও কেন সেই সঙ্গে দগ্ধ হও, শীঘ্র এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর।

শিব। সকলকেই উপেক্ষা ক'র্‌তে পারি, কিন্তু সতী-অভিশাপ বড়ই ভয়ঙ্কর! ব্রহ্মশাপরূপ কালশাপের বিষ হ'তেও তীব্র। যে পতির নিন্দা শ্রবণে সতী দাক্ষায়ণী প্রজাপতি দক্ষকে অভিশাপ প্রদান ক'রেছিলেন, সে পতির মৃত্যুশ্রবণে সতী তুলসী যে পতিহন্তার প্রতি অভিশাপ প্রদানে ক্ষান্ত থাক্‌বে, তা ত বোধ হয় না, এক্ষণে উপায়?

কৃষ্ণ। ক্রোধানল হ'তে নিস্তারের স্থান আর কোথায়? এক সময় মদগর্ব্বিত বাসব আপনার প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রকাশ করাতে, আপনি ইন্দ্রকে ক্রোধানলে দগ্ধ ক'র্‌তে উদ্যত হন, সেই সময়ে স্বয়ং বিধাতা এসে আপনাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক সেই ক্রোধানল সমুদ্রসলিলে নিক্ষেপ ক'রে, ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, সেই ক্রোধানলেই শঙ্খচূড়ের উৎপত্তি; যেখানে শিব-ক্রোধানলে ইন্দ্র রক্ষা পেয়েছে, সেখানে সতী ক্রোধানল হ'তে দেবগণ রক্ষা পাবে না। এক্ষণে সকলে ক্ষীরদকূলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করুন।

[সকলের প্রস্থান।

বেগে তুলসীর প্রবেশ।

তুলসী। কৈ কোথায়? কোথায় সে মধ্যাহ্নের রবি গড়াগড়ি যাচ্চে? ঐ না সেই দৈত্যকুলের পূর্ণচন্দ্র ধূলায় ধূসরিত হ'চ্চে! হা

হতভাগিনী তুলসী দেখ্ দেখ্, তোর আজ কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে দেখ্। যাকে হৃদয়ে রেখেও তোর আশার তৃপ্তি হ'ত না, চক্ষের অন্তরাল হ'লে জগৎ অন্ধকার দেখ্‌তিস্, সে আজ তোকে কেমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে যাচ্চে দেখ; (মৃত শঙ্খচূড়ের পদধারণ পূর্ব্বক) না আর যেতে দেব না, এই চরণ দুটী এমনি ক'রে বাহু-লতায় বেঁধে রাখ্‌ব।

বেগে সুচন্দ্রের প্রবেশ।

সুচন্দ্র। কৈ, মা কৈ! বাবাকে কি পেয়েছ? বাবা গো! এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে কেন যাচ্চ? আর আমাদের কে আছে? আর কার কাছে দাঁড়াব? আর আমাদের কে আশ্রয় দেবে? তুমি ব'লেছিলে "হরি হরি ব'লে ডাক্‌লে হরি সকল দুঃখই দূর ক'র্‌বেন" কৈ বাবা! হরি ত দয়া ক'র্‌লেন না! আমি ত নিয়তই "হরি হরি" ব'লে ডাক্‌ছি, হরির দয়া হওয়া দূরে থাক্, একবারে যে অপার দুঃখের পারাবারে ভাসালেন! হয় ত যেমন ক'রে ভক্তি ক'র্‌লে, যেমন ক'রে ডাক্‌লে হরির দয়া হয়, আমরা তেমন ক'রে ডাক্‌তে—তেমন ক'রে ভক্তি দেখাতে পারি নাই, তাই হরির দয়া হ'ল না। বাবা! তুমি উঠে ব'লে দাও, কেমন ক'রে ডাক্‌ব; একবার উঠে শিখিয়ে দাও, কেমন ক'রে ভক্তি ক'র্‌লে হরি দয়া ক'র্‌বেন! কৈ বাবা! উঠ্‌লে না? আমাকে একদণ্ড না দেখ্‌লে তুমি যে আকুল হ'তে, আমাকে দেখ্‌লেই যে তুমি সকল কাজ ভুলে আগে এসে তাড়াতাড়ি কোলে ক'র্‌তে, আজ অনাথের মত এত কাঁদ্‌ছি একবার দেখ্‌লে না? আজ কি সকল মায়া মমতা ভুল্লে? বাবা গো! তোমার পায়ে ধরি, একবার গা তোল।

তুলসী। কৈ নাথ! কথা কইলে না? হাঃ, আমি হতভাগিনী, আমি

রাক্ষসী, তাই এ যুদ্ধে সর্ব্বনাশ হবে জেনেও প্রাণ ধ'রে তোমাকে বিদায় দিয়েছিলাম, এম্নি ধারা সেদিন কেন পা দুটী ধ'রে ক্ষান্ত করি নাই; আমি পিশাচী, আমি রাক্ষসী, আমি আপন সর্ব্বনাশ আপনিই ক'রেছি, আর আমার সঙ্গে কথা কবে কেন? তা ক'ও না, এজন্মে আর আমি তোমার ভালবাসার ভিখারিণী নই। যার জন্যে আসা, সে আশা মিটেছে, যে ধনের ভিখারিণী—সে ধন পেয়েছি। তোমার চরণ দুটী হৃদয়ে ধ'রে প্রাণ ত্যাগ ক'র্‌ব বলেই এসেছি, এ জন্মে না হয়, পরজন্মেও ত দাসী হ'তে পার্‌ব; আর আমার ভাবনা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। একবার তোমার প্রাণপুত্র সুচন্দ্রের দশা দেখ, রাহুগ্রস্ত চাঁদের মত তোমার সুচন্দ্রের চাঁদমুখখানি মলিন হয়েছে, দুটী চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, একবার উঠে দেখ—একবার নয়ন উন্মীলন কর, আর ধূলায় পড়ে কেন নাথ!

গীত।

কেন নাথ প'ড়ে শ্রীঅঙ্গ ধূলায়।
একবার দাসী ব'লে, নয়ন মিলে, চাও হে নাথ,
বাঁচাও এ অবলায়॥
কৈ সে সমর-সজ্জা, কোথা সে ধনুঃশর,
অকলঙ্ক পূর্ণশশী কেন ধূলায় ধূসর;
(সঙ্গে লও প্রাণেশ্বর) (পথের দোসর দাসী তোমার)
যদি আজ অবসর ভবের খেলায়॥
(এ জনমের মত নাথ)
জগৎ আঁধার হবে আমার জানি না স্বপনে,

অস্ত যাবে সুখ-রবি মধ্যাহ্ন গগনে ;
(তা ত জান্‌তাম না নাথ) (সুখের সাগর শুকাইবে)
সাধ ছিল মনে, সুচন্দ্র বতনে,
তোমাব চরণে রেখে।
সতীব সম্বল, পতি-পদতল,
ত্যজিব পরাণ সুখে ॥
(সে সাধ ফুরাল নাথ) (আজ অমৃতে বিষ উপজিল)
বল কার দাসী, হবে হে তুলসী,
হ'য়ে তব পাটবাণী।
ল'য়ে অনাথ তনয়ে, বল কার আশ্রয়ে,
দাঁড়াবে এ অভাগিনী ॥
(একবার দেখ হে নাথ) (তোমার সুচন্দ্র আজ ধূলায় লুটায়) (দেখ, পিতা ব'লে কেঁদে আকুল)
পলকে হেরিতে, পলকে হারাতে,
বাখিতে যে চাঁদ হৃদে ॥
(আজ) অনাথেব প্রায়, পড়িয়ে ধুলায়,
সেই ধন তব কাঁদে ॥
(তুমি একবার ফিরে চাইলে না নাথ)
(আজ কি সকল মায়া পাশরিলে)
অতুল বিভব, লভিলে যে সব,
জিনিয়ে বাসব-রণে।

(আজ সে সকল ত্যজে, অনাথের সাজে,)
চলিলে হে কি কারণে॥
(এ ছার সংসারের কি এই পরিণাম)
(এ সব কারে দিয়ে চলিলে নাথ)
দেখ হে নাথ নয়ন মিলে, চাঁদ লুটায় চরণতলে,
একবার কোলে লও পুত্রধন—
(দেখে সাধ পূরাই হে) (শশীর কোলে শুকতারা)
জুড়াই এ শোক বিষম বিষের জ্বালায়॥

তুলসী। কৈ নাথ। একবার নয়ন উন্মীলন কর্‌লে না! হা দগ্ধ প্রাণ। তুই এখনও দেহে আছিস্? তুই যাকে প্রাণাধিক ভাবতিস্, সে কোথায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, অন্বেষণ জন্য বহির্গত হলি নে? যা রে—পাপপ্রাণ এখনই যা! নাথ। দাঁড়াও, যেও না,—দাসীকে সঙ্গে লও, যাই—যাই নাথ!—দাসী সঙ্গে না থাক্‌লে, সেখানে কে তোমার পদসেবা ক'র্‌বে? রণশ্রান্ত হ'য়ে শিবিরে এলে, কে তেমন ক'রে চরণ দুটী ধুয়ে মাথার কেশ দিয়ে মুছিয়ে দেবে? কে তোমাকে অঞ্চল দিয়ে বাতাস ক'রে রণক্লান্তি দূর ক'র্‌বে? এই যে দাসী যায়, কঠিন হৃদয়।—আর কেন? শীঘ্র বিদীর্ণ হ,—শীঘ্র পথ পরিষ্কার ক'রে দে,—এখনও গেলি নে? যা,—যা রে পাপপ্রাণ! এখনি যা——(পতন)।

সুচন্দ্র। মা! মা! তুমি এমন হ'লে কেন মা? তুমিও কি ফাঁকি দিলে? আজ পিতামাতা সব হারিয়ে সত্য সত্যই পথের কাঙ্গাল হ'লাম! হরি হে! তোমার মধুর হরিনামে কি এই ফল হ'ল হরি!—হরি! হরি হরি!—(পতন)

কৃষ্ণ। আহা! অবোধ বালক, পিতার নিকট হরিনাম শিক্ষা ক'রে, এত বিপদেও সে নাম ভোলে নাই। সুকুমারমতি বালকের হৃদয়ে শোক, তাপ, বিপদের এমন ঘোর বিপ্লবেও যে হরিনাম-বীজ অঙ্কুরিত হ'য়েছে, সেই যথেষ্ট। শিশু-হৃদয়ের দৃঢ়তা এ হ'তে আর অধিক কি হ'তে পারে! এক্ষণে তুলসীর অচেতন অবস্থাতে শঙ্খচূড়ের দেহ বিষ্ণুদূতের দ্বারায় ক্ষীরোদকূলে প্রেরণ করি, পরে আমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে ভক্ত শঙ্খচূড়ের শব-দেহের সৎকার্য্য সেই সমুদ্রকূলে সমাধা ক'র্ব, তুলসীর চৈতন্য হ'লে সহজে পতির শবদেহ ত্যাগ ক'র্বে না।

দুইজন বিষ্ণুদূতের প্রবেশ।

১ম দূত। ঠাকুর, বড় মজা হ'য়েছে গো! যত দত্যি দানা মরেছে, সব বৈকুণ্ঠে যাচ্ছে, পথে আর পা বাড়াবার যো নাই,—এত ভিড়, ভিড় ঠ্যালে কার বাবার সাধ্যি! এই দেখ না সর্দ্দি গর্মি হ'বার যো হ'য়েছে। কতক শিবলোকে যাচ্ছে, কতক বৈকুণ্ঠে যাচ্ছে, আর যমদূত বেটারা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদ্ছে; সে পথে আর একটা যাত্রী নাই গো—একটা যাত্রী নাই।

কৃষ্ণ। সম্মুখ যুদ্ধে, বিশেষতঃ দেব-অস্ত্রে দেহত্যাগ ক'রে সকলেই যে বীরগতি লাভ ক'র্বে, তাতে আর সন্দেহ আছে? এক্ষণে তোমরা এক কর্ম্ম কর, সতী তুলসীর অচৈতন্য অবস্থাতে শঙ্খচূড়ের শব-দেহ ক্ষীরোদ-কূলে রক্ষা কর গে; দেখ যেন অন্যে স্পর্শ না করে।

২য় দূত। আজ্ঞে, ও শিব-অস্ত্রে মরেছে, পথে যদি শিব-দূতেরা দাওয়া করে, তাহ'লে তাদের ভাগিয়ে দেব ত?

কৃষ্ণ। না, তাতে কাহারও আপত্তি ঘট্বে না, এক্ষণে তোমরা কর্ত্তব্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও গে।

১ম দূত। যে আজ্ঞা। (২য় দূতের প্রতি) আস্তে আস্তে চাগাস্ রে; যেন তুলসী চেতন না হয়,—তাহ'লে এখনি ভস্ম ক'র্‌বে।

[শঙ্খচূড়ের শবদেহ লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী ও জনৈক দূতের প্রবেশ।

মন্ত্রী। ওঃ, কি ভীষণ দৃশ্য! কোটী কোটী দানব সৈন্যের শবদেহে সমর-ভূমি পরিপূর্ণ। দূত! কৈ,—মহারাজের শবদেহ ত দেখ্‌তে পাচ্চি না?

দূত। আজ্ঞে তিনি ত স্বর্গে গিয়েছেন, তিনি যে হরিভক্ত ছিলেন, তাঁর শরীর কি পাঁচ মিশেলে পড়ে থাকে?

মন্ত্রী। হা ভাগ্য! মৃত্যুকালে ত সাক্ষাৎ হ'লই না, একবার মৃত দেহটা দর্শন ক'র্‌ব, সে আশাও বিফল হ'ল!

দূত। মন্ত্রীমশায়! আবার বুঝি সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ঘটেছে, ঐ দেখুন রাজমহিষী ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছেন; রাজকুমারও হত-চেতন, হয় ত দুজনাতেই শোকে আত্মহত্যা ক'রেছেন।

মন্ত্রী। তাহ'লে এ কুল একেবারেই নির্ম্মূল হ'তে ব'সেছে বল! কৈ দূত! কোন্‌খানে? হাঁ, তাই ত, কি সর্ব্বনাশ! যা ভেবে তাড়াতাড়ি রণক্ষেত্রে আসা, কার্য্যেও তাই সংঘটিত হ'য়েছে। যেন বৃক্ষাশ্রয়-চ্যুতা ফলবতী হেমলতা ধূলায় পড়ে, গড়াগড়ি যাচ্চে। দূত! দেখ দেখি কুমারের দেহে কোন স্থানে ক্ষতচিহ্ন আছে কি না? কৈ, দেহের কান্তির ত কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। ঐ যে! শ্বাসপ্রশ্বাসের চিহ্ন অনুভূত হ'চ্চে! না, না, দূত! কুমার জীবিত আছেন! তুলে নিয়ে অঙ্কে ধারণ কর, আমি ব্যজন করি। (দূতের রাজকুমারকে অঙ্কে ধারণ)

দূত। রাজকুমার। গা তোল, এমন হ'লে কেন কুমার!

কুমার। কে? মন্ত্রীমহাশয়। আপনি এখানে? আমার মাকে দেখুন, মা বুঝি চ'লে গেলেন। মন্ত্রীমহাশয়। এতদিনে পিতৃমাতৃহীন হ'লাম।

মন্ত্রী। রাজকুমার! ব্যাকুল হ'ও না, বোধ হয় পতিশোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে মূর্চ্ছা এসে অধিকার ক'রেছে, রাজ্ঞী এখনই চৈতন্যলাভ ক'র্‌বেন, চিন্তা কি? আর মহারাজের জন্যই বা শোক কেন? তিনি দৈত্যকুল পবিত্র ক'রে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে বীর-শয্যায় শয়ন ক'রেছেন। কালে সকলেরই ঐ পথ; তবে দুদিন অগ্র-পশ্চাৎ মাত্র। এই দানবকুলে কত মহাবীর জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, আবার কালে দেহ পতন ক'রে বীর ভোগ্য অক্ষয়ধাম লাভ ক'রেছেন। জগতে চিরদিনের জন্য কেউ আসে নাই, জন্মগ্রহণ ক'রলে একদিন না একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হ'তে হবেই। তবে যে মহাত্মা জীবনের কর্ত্তব্যব্রত পালন ক'রে, পর-হিতে,—নশ্বর দেহ উৎসর্গ ক'র্‌তে পেরেছেন, জগতে তিনিই ধন্য! সেই তাঁর অনিত্য দেহের সার্থকতা! পিতা, মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা কেউ কারু নয়, যেমন পান্থশালায় পথিকে পথিকে ক্ষণকালের জন্য মিলন, এ সংসার-পান্থ-শালার মিলনও তদনুরূপ, তবে যে, লোকে এই আমার পুত্র, এই আমার মিত্র, এই পিতা, এই মাতা ব'লে মমতা প্রকাশ ক'রে থাকে, সে কেবল মায়ার মহীয়সী-মোহিনী-মন্ত্রের মহিমা মাত্র। মায়া ত্যাগ ক'র্‌লে, পিতামাতার পুত্র ব'লে মনে থাকে না, আর পুত্রেরও পিতামাতা ব'লে মনে থাকে না। আপন আপন কর্ম্মফল ভোগের জন্যই জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে আসা। তাই বলি, বৃথা শোক-মোহে বিমুগ্ধ হ'য়ে কর্ত্তব্য বিস্মরণ হও'না। তোমার পিতা

তোমাকে ত্যাগ ক'রেছেন ব'লে কি তুমি নিরাশ্রয় হ'য়েছ? মহারাজ ত তোমাকে নিরাশ্রয় ক'রে যান নাই, তিনি যে তোমাকে জগদাশ্রয় হরিপদে সমর্পণ ক'রে অমূল্যধন হরি নাম দিয়ে গিয়েছেন! তোমার পিতা যখন তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত ক'রে শেষ যুদ্ধযাত্রা করেন, তৎকালে আমরা তাঁর অনুগমনের ইচ্ছা ক'রেছিলাম, কিন্তু তিনি তাতে বাধা দিয়ে ব'লেছিলেন, "মন্ত্রি! তুমি যে উদ্দেশ্যে আমার অনুগমনের ইচ্ছা ক'র্‌ছ, তোমার সে উদ্দেশ্য গৃহে ব'সেই পূর্ণ হবে। আমার এই হরি-বোলা পাখিটীকে যত্ন ক'র, ওকে হরিনাম শিক্ষা দাও, তা হ'লে কালে ঐ পক্ষী, সেই হরি-কল্পবৃক্ষ হ'তে মোক্ষফল এনে তোমার বাসনা সফল ক'র্‌বে।" তবে কুমার। এখন কার্য্যকালে কেন সে সকল বিস্মরণ হ'চ্ছ? কেন মায়ার বশে মোহ-পাশে বদ্ধ হ'য়ে পিতৃদত্ত পরমধন বিসর্জ্জন দিচ্ছ?

কুমার। মন্ত্রীমহাশয়! আমি ত হরিনাম ভুলি নাই, বাবা ব'লেছিলেন, বিপদকালে প্রাণ খুলে হরি ব'লে ডাক্‌লে তিনি সকল বিপদেই রক্ষা করেন। আমি ত সে কথা ভুলি নাই, তবে মন্ত্রীমহাশয়! হরির দয়া হ'ল কৈ? বিপদ দূর করা দূরে থাক্, হরি যে আবার বিপদের উপর বিপদে ফেলে সব ভুলিয়ে দিচ্ছেন, তিনি যে প্রাণকে স্থির ক'র্‌তে দিচ্ছেন না; আমি ক্ষুদ্রমতি বালক, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে হরিকে স্থির কর্‌তে পার্‌ছি কৈ, মন্ত্রীমহাশয়?

মন্ত্রী। রাজকুমার! সুবিশাল নদের বক্ষে চন্দ্রের আকার প্রতিফলিত হয় ব'লে কি ক্ষুদ্র হ্রদে বা তড়াগ-সলিলে সে আকার দৃষ্ট হয় না? বরং নদের তরঙ্গময় বিশালবক্ষ অপেক্ষা প্রশান্ত হ্রদের ক্ষুদ্র বক্ষেই সে আকার স্পষ্ট দৃষ্ট হ'য়ে থাকে। কারণ নদের বক্ষ সর্ব্বদা তরঙ্গ-সঙ্কুল, সুতরাং সে মূর্ত্তিকে স্থির হ'তে দেয় না, তেমনি যৌবন

সঞ্চারের সঙ্গে হৃদয় প্রশস্ত হয় বটে, কিন্তু নানা প্রকার বাসনা-তরঙ্গ উত্থিত হ'য়ে থাকে। তোমার পবিত্র হৃদয়ে ত এখনও সে তরঙ্গ সঞ্চার হয় নাই, যদিও শোকের উচ্ছ্বাসে হৃদয় আকুল হ'য়েছে বটে, কিন্তু একবার শান্তভাবে সেই শান্তিময়ের প্রশান্ত রূপটী ভাব দেখি, দেখ, হৃদয় শান্তিপূর্ণ হয় কি না?

কুমার। হরি! হরি! হরি! আহা কি মধুর নাম। হরি! তোমার নামে যদি এত সুধা, তবে কেন তাতে মাঝে মাঝে গরলের বিভীষিকা দেখাও? কেন জীবকে সে সুধা আনন্দের সহিত ভোগ ক'র্‌তে দাও না? শরতের নিশ্চল চাঁদ সময়ে মেঘে ঢাকে কেন হরি? আহা! মন্ত্রীমহাশয়! বাবা যুদ্ধ-যাত্রাকালে আপনাকে ব'লেছিলেন, "সুচন্দ্রকে হরিনাম শিক্ষা দিও!" আপনি এতদিন পিতার নিকট যে ঋণ-পাশে বদ্ধ ছিলেন, আজ সে ঋণ হ'তে মুক্ত হ'লেন। মা! মা গো!—একবার ওঠ না মা! বাবা যুদ্ধযাত্রা-কালে আমাদিগকে অমূল্যধন দিয়ে গিয়েছেন, আমরা বিপদের সম্বল সেই অমূল্য ধনটীর যত্ন কর্‌তে পারি নাই ব'লেই আজ শোকে এমন ব্যাকুল হ'য়েছি, মন্ত্রীমহাশয় আজ বিপদ উদ্ধারের উপায় ব'লে দিয়েছেন। মা! আর মনের আঁধার নাই, সব অন্ধকার ঘুচেছে; তুমি একবার প্রাণ ভরে হরি হরি ব'লে ডাক! যাঁর নামে জীবে অকূল ভবসাগরে পার পায়, সে নাম ক'রে কি শোক-সাগরে পার পাব না? কেন মা! আর এ সংসার-মায়া-সাগরে ভাস্‌ছ? চল মা! সেই কর্ণধার—সেই দয়াল নাবিক কোথায় আছেন দেখিগে, তাঁর দয়া হ'লে এ মায়া-সাগর হ'তে একেবারে পার হ'য়ে চ'লে যাব। চল মা, চল সেই কর্ণধার কোথায় আছেন—দেখিগে চল।

গীত।

ভবার্ণবে যে নিস্তারে, চল মা দেখিতে তারে গো।
যদি সে কাণ্ডারীর দেখা পাই মা,—
(আসার সুসার হবে) (এ ভবে আসার)
মাতাপুত্রে সকাতরে গিয়ে ভবসিন্ধু ধারে
কর্ণধার হে কোথায় ব'লে ডাক্‌ব,
(এ ভব-পাথারে) (পার কর ব'লে)
(কাতরে পার কর ব'লে)
শুনেছি মা হরি ব'লে, যে জন দাঁড়ায় ভবের-কূলে,
বিনামূলে কূলে তুলে দেন কাণ্ডারী,
এত দয়াল নাবিক যদি, তরিতে অকূল জলধি,
কেন তবে আকুল হ'য়ে কাঁদি মা!
(এস ডাকি মা তারে) (যুগল বাহু তুলে)
(কোথায় ভবের নাবিক ব'লে)
এ দানব-জনম সফল হবে॥

তুলসী। (স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়) না, আর ও কথা শুন্‌ব না? আর তোমার ও শঠতায়—ও ছলনায় ভুল্‌ব না, এম্‌নি ক'রে কতবার ফাঁকি দিয়েছ, এবার আর ছাড়্‌ব না, চরণ দুটী ধ'রে রাখ্‌ব,— এমনি ক'রে বাহুলতায় জড়িয়ে রাখ্‌ব; দেখ্‌ব, কেমন ক'রে এ জীর্ণ-লতাকে পদদলিত ক'রে যেতে পার! (সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া) অ্যাঁ, এ কি! আমি কোথায়?—শশ্মানে? হা হতভাগিনী! তুই কি, স্বপ্ন দেখ্‌ছিস্? তোর্ যে কপাল ভেঙ্গেছে, এখন যে তুই

মৃতপতি কোলে ক'রে শ্মশানে;—তুই যে স্বপ্নের কুহকে যে পদ দুটী বাহু-লতায় বন্ধন ক'রে রাখ্‌ব বল্‌ছিস্, সে সুখের স্বপ্ন যে তোর অনেকক্ষণ ভেঙ্গেছে—এখন এ পোড়া সংসারের মায়া ভুলে, যাতে নাথের সঙ্গে যেতে পারিস, তার উপায় কর্, আর ছাড়িস্ নে, এমনি ক'রে চরণ দুটী জড়িয়ে ধর্।—(চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) একি হ'ল? কে নিলে? আমার কণ্ঠহার—আমার হৃদয়-মণি—আমার অকূলের তরণী—কে নিলে রে? অনাথিনীর সঙ্গে এ ছলনা কে ক'র্‌লে রে? হা নির্দ্দয় শঙ্কর! তুমি আমার পতির প্রাণ হরণ ক'রেছ! শেষে শবদেহ বক্ষে ধ'রে শ্মশানে প'ড়ে কাঁদ্‌ব, তোমার কঠিন প্রাণে তাও সইল না। তুমি আমার অজ্ঞাতে আমার কণ্ঠ-রত্ন হরণ ক'রেছ। হা নির্দ্দয়! তুমি কি মনে ক'রেছ যে, নিদ্রিতা সাপিনীর মাথার মণি হরণ ক'রে নিস্তার পাবে? তুমি বিষ খেয়ে নিস্তার পেয়েছ—আজ দেখ্‌ব, কেমন ক'রে সতী-শাপ-কাল-সাপের দংশনে রক্ষা পাও! তুমি আমার নাথের দেহ চুরি ক'রে লুকিয়ে রেখেছ, আমি জানি, তুমি শব ভালবাস,—অস্থিমালা ভালবাস—তাই আমার হৃদয়হার ল'য়ে কণ্ঠ-হার করবে মনে ক'রেছ—তাই সে রত্ন চুরি ক'রে লুকিয়েছ,—কোথায় লুকাবে; আজ ব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন ক'রে—যেখানে পাব, সেইখানেই তোমার শিবত্ব লোপ ক'র্‌ব! আগে শ্মশান-ভূমি খুঁজ্‌ব,—রণক্ষেত্র পাতি পাতি ক'রে খুঁজ্‌ব; দেখি নির্দ্দয়! দেখি, তুমি কোথায় লুকাও!—(বেগে প্রস্থানোদ্যত ও মন্ত্রী কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত)

মন্ত্রী। দেবি! রাজ্ঞি! দৈত্য-কুলেশ্বরি! কোথায় যাচ্ছেন মা!

তুলসী। কে মন্ত্রি! মন্ত্রি, সেই কথা—হা হা হা! আবার সেই কথা! কাকে রাজ্ঞী ব'ল্‌ছ? আর হতভাগিনী তুলসী তোমাদের রাজ্ঞী

নাই ;—এখন অনাথি ল,—মন্ত্রি! আজ আমি বড় মুখরা—বড় লজ্জাহীনা ; লজ্জা, ধৈর্য্য, ভয় আমার সব গিয়েছে! যাই, আমিও যাই।

মন্ত্রী। কোথায় যাবেন মা! কুমারকে কোলে ল'য়ে গৃহে চলুন!

তুলসী। মন্ত্রি! আজ নয় আমি অনাথিনী, কিন্তু একদিন ত তোমাদের ঠাকুরাণী ছিলাম ; আমার কথা রাখ, আর আমাকে বাধা দিও না ; আমাকে গৃহে যেতে ব'লছ—কোথায় যাব, সেই নরকে? সেই শ্মশানে? আমি পতির সঙ্গ ছেড়ে সেই দৈত্যপুরীতে যাব? সে আঁধার নরকে আর কি যেতে আছে! কি সুখে যাব? শ্মশান দেখ্‌তে? এখানেও শ্মশান, সেখানেও শ্মশান,—এ পোড়া বুকেও শ্মশানের চিতা জ্বল্‌ছে! এই দেখ গো,—সবাই দেখ, বুক চিরে দেখ, দেখ চিতা হু হু ক'রে জ্বল্‌ছে! যাই, যাই, এ চিতা নিবাই গে।

সুচন্দ্র। মা! এমন হ'লে কেন মা! আমাকেও কি ভুল্‌লে মা!

তুলসী। কে সুচন্দ্র! বাপ! আমি কি তোকে ভুলেছি, বিধাতা ভুলায়ে দিচ্ছে! একের অভাবে সব ভুল্‌লেম ; আয়, কোলে আয়। (অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক) দূর দূর এ হ'ল না, এ আগুণ জুড়াল না। যাই, যেথানে গেলে নিবুবে, যেথানে গেলে এ আগুণের জ্বালা জুড়াবে, সেইথানে যাই ; কেউ বাধা দিও না, কেউ ছুঁও না।

[কুমারকে ভূতলে রাখিয়া বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। রাজকুমার! আমার কোলে এস। রাণীমা পতিশোকে ব্যাকুল হ'য়েছেন, তাতে সম্পূর্ণ উন্মাদ হবার লক্ষণ ব'লেই বোধ হ'চ্ছে। দূত। চল, রাণীমা কোন্ দিকে যান দেখি গে।

[সকলের প্রস্থান।

দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। আমাকে লোকে সঙ্কটহারিণী বলে; কিন্তু এ সঙ্কটহারিণী নাম রক্ষা করা যে আমার পক্ষে কি সঙ্কট, তা যার কায সে ভিন্ন আর কে বুঝ্‌বে? এই ত এক উভয়-সঙ্কট উপস্থিত, আজ পতিপরায়ণা তুলসী পতিহন্তা ব'লে শঙ্করের প্রতি অভিশাপ প্রদানে উদ্যত;—যদি তুলসীর শাপে মৃত্যুঞ্জয়ের কোন অনিষ্ট ঘটে, তাহ'লে সর্ব্বদেব-পূজিত শিবনামের মাহাত্ম্য নষ্ট হবে; অথবা যদি সতী তুলসীর বাক্য বিফল হয়, তাহ'লেও সতীকুলের অনন্ত গৌরব একেবারে খর্ব্ব হবে! সতী-তেজ একেবারে অন্তর্হিত হবে। এখন যেরূপে—যে কৌশলে হ'ক্, যাতে তুলসী অভিশাপ দানে ক্ষান্ত থাকে, যে কোন রূপে তাকে শান্ত ক'র্‌তে পারা যায়, তারই চেষ্টা ক'র্‌তে হ'ল। পতি-বিরহকাতরা তুলসী পতির শবদেহ অন্বেষণের জন্য উন্মাদিনীবেশে শ্মশানে প্রবেশ ক'রেছে, এখন তার কাছে অন্য ভাবে না গিয়ে পাগলিনীর বেশে দেখা দেওয়াই উচিত; পাগলে পাগলই ভালবাসে। আমি পাগলিনীর সাজে শ্মশানে গিয়ে তাকে দেখা দিই গে; সম ব্যথার ব্যথী পেলে—দুঃখের অংশী পেলে,—অনাথিনীর অন্তরের তাপ অনেকটা শান্ত হ'তে পারে।

উন্মাদিনী তুলসীর প্রবেশ।

তুলসী। লোকে বলে কেবল শ্মশানেই চিতা জ্বলে; যারা বলে, তারা জানে না,—চিতা যে কাকে বলে, তা তারা বোঝে না; চিতা কোথায় না জলে? ভবনে জলে, বনে জ্বলে, আকাশে, পাতালে, জলে, স্থলে কোথায় চিতা নাই? বনে দাবানল জ্বল্‌ছে, সাগরের বুকে বাড়বানল জ্বল্‌ছে, ঐ শ্মশানে জ্বল্‌ছে, এ পোড়া বুকের ভিতর হু হু

ক'রে জ্বল্‌ছে, চিতা কোথায় জ্বলে না? কেবল তার ঐ বুকে জ্বলে না। যার একবার শ্মশানের শেষ চিতা জ্বলেছে,—যার পোড়া দেহের চিতাভস্ম এই শ্মশান মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে গিয়াছে, তার ঐ চিতা নিবেছে, সেই একেবারে জুড়িয়েছে! অ্যাঁ জুড়িয়েছে? একেবারে জুড়িয়েছে? মলেই কি সব ফুরায়? মলেই কি সব জ্বালা জুড়ায়? কর্ম্মের ফল কি ভুগ্‌তে হয় না? পরকালে কি পুড়্‌তে হয় না? যদি পরজন্ম সত্য হয়, তাহ'লে কি ফিরে ফিরে সংসার পোড়ায় পুড়্‌তে হয় না? হয় না ত পোড়া কেন? একবার যার চিতা জ্বলে, তার চিতা আবার জ্বলে কেন? শুনেছি, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু ম'রে রাবণ কুম্ভকর্ণ হ'য়ে জন্মেছে, আবার তাদের চিতা জ্বল্‌বে, এ হতভাগিনী তুলসী মর্‌বে—হয় ত কোন রাক্ষস পিশাচীর চিতা জ্বল্‌বে। তাই বলি, নেবে না রে, নেবে না! দুঃখের আগুণ দিয়েই পোড়া সংসারের সৃষ্টি! ও কি? ও সব দানব-সেনার শবদাহ হ'চ্চে নয়? ঐ না সেনাপতি ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্চে? হায় রে, এই পোড়া মাটীর দেহের আবার অহঙ্কার! শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাচ্চে, দৃক্‌পাতও নাই। হাস্‌চে! কেন হাস্‌চে? এ পোড়া সংসারের দশা দেখে? এই মাটীর দেহের পরিণাম দেখে হাস্‌চে? ভাল, একবার ওদের জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখি। সেনাপতি! তোমরা যাঁর জন্য সংসার ছাড়্‌লে, যাঁর দেহ রক্ষার জন্য আপন দেহ শ্মশান-সাগরে ভাসালে, তিনি কোথায় ব'ল্‌তে পার কি? তাঁকে কোথায় রেখে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাচ্চ? বল্লে না? ঘুম ভাঙ্গল না? আর এ ঘুম ভাঙ্গবে না; এ যে শেষের ঘুম! বেশ আছ সেনাপতি! আমাকেও ব'লে দাও, কেমন ক'রে তোমাদের মত আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাতে পারি? দূর! দূর! কেউ কথা কইলে না! অসময়ে

কেউ ফিরে চায় না রে—কেউ ফিরে চায় না! ঐ না সেই অক্ষয়-বট। ওকেই জিজ্ঞাসা করি না কেন? ওহে বনস্পতি! আমি শুনেছি, তুমি দেবাত্মা! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রিদেবময়; তুমি অন্তর্য্যামী—তোমার পূজা ক'র্‌লে, তুমি কল্পতরু হ'য়ে কামনা মত ফল দাও। আমি তোমাকে প্রণাম ক'র্‌চি, আমাকে ব'লে দাও—কে আমাকে ফাঁকি দিয়ে—নিদ্রিতা ভুজঙ্গিনীর মাথার মণি হরণ ক'রে ল'য়ে গেল? তুমি উন্নতশিরে—সহস্র চক্ষে,—সবই দেখ্‌তে পাচ্চ। তুমি অক্ষয় বট, চিরদিনই অক্ষয় থাক্‌বে,—সতীর আশীর্ব্বাদে আরও অক্ষয় হবে। আমাকে বলে দাও, কোথায় গেলে আমার নাথের দেখা পাব? ও কি! বাতাসের সঙ্গে খেলা ক'র্‌চ? আপন অহঙ্কারে আপনি ঢল্‌ছ? কাঙ্গালিনীর কথা শুন্‌লে না? ও কি! শোঁ শোঁ—ও কিসের শব্দ! তুমি—অক্ষয়বট, তুমি? আমার দশা দেখে বাতাসের সঙ্গে মিশে হো হো ক'রে হাস্‌ছ? বুঝেছি, তুমি কপট,—তুমি চোর, কান্তকে আমার তুমিই হরণ ক'রেছ! নৈলে তোমার ঐ নশ্বর পল্লবের অমন ঢল ঢল কান্তি কোথায় পেলে—ছায়ায় এত শীতলতা কোথায় পেলে! আমি যে তরুর শীতল ছায়ায় ব'সে সকল জ্বালা,—সকল তাপ ভুল্‌তেম, সেই শান্তিতরুর শীতলতা হরণ ক'রে শীতল হ'য়েছ,—সেই শান্তিতরুর কান্তি হরণ ক'রে আমোদভরে ঢ'লে ঢ'লে প'ড়্‌ছ! আজ তোমার শীতল ছায়ায় ব'সে ঐ বিহঙ্গিনী যেমন মনের সুখে গান ক'র্‌ছে, একদিন সেই সুখ-তরুর শীতল ছায়ায় ব'সে এ বিহঙ্গিনীও এম্নিধারা কত সুখের গীত গাইত! আজ এ নিরাশ্রয়া বিহঙ্গিনীর আশ্রয়-তরুকে কোথায় রেখেছ বল?—বল্লে না?—অনাথা দেখে অবজ্ঞা ক'ল্লে? কে বলে তোমাকে দেবতা? কে

বলে তোমাকে বনস্পতি, কে বলে তুমি মহৎ, মহৎ কাঙ্গালকে দয়া করে,—অনাথকে আশ্রয় দেয়,—মহতের প্রাণ্ ত পরের দুঃখে কাঁদে। না না বনস্পতি! তুমি মহৎ, সকলে যাকে মহৎ বলে, আমি না ব'লেই কি তার মাহাত্ম্য নষ্ট হবে? সহস্র দোষী হ'লেও তুমি মহৎ। পরকে পীড়ন করাই ত মহতের কাজ। কাঙ্গালকে কাঁদানই যে মহতের ধর্ম্ম। তুমি তাপিত-জীবকে ছায়া দাও, বিবিধ বিহঙ্গ-বিহঙ্গিনীকে আশ্রয় দাও ব'লে তুমি মহৎ নও,—নিশিতে তোমার অন্ধকার ছায়ায় শতশত দস্যু-তস্করকে আশ্রয় দিয়ে, কত অনাথ কাঙ্গালের সর্ব্বনাশ কর ব'লেই তুমি মহৎ। এই ভীষণ-শ্মশানে দাঁড়িয়ে কত পতিহীনা অনাথার,—পুত্রহারা মাতার হৃদয়-বিদারক হাহাকারধ্বনি শুনে অকাতরে এমনি ধারা হো হো ক'রে হাস ব'লেই তুমি মহৎ। পরের দুঃখ দেখে আনন্দ ক'র্‌তে শিখেছ ব'লেই তুমি দেবাত্মা—তুমি বনস্পতি। অবলার সর্ব্বনাশ ক'রে-ছিলেন ব'লেই ইন্দ্র মহৎ। গৌতম-তপোবনে অহল্যার পাষাণদেহ ইন্দ্রের মহামহত্ত্বের পরিচয় দিচ্ছে ব'লেই ইন্দ্র দেবতার রাজা। চন্দ্র গুরু-পত্নীগামী, সেই জন্যই তিনি মহৎ,—সেই জন্যই তিনি শিবের শিরোভূষণ।—আর শিব আজ বিনাপরাধে আমার পতিকে বিনাশ ক'রেছেন,—অবলাকে অনাথা ক'রেছেন, তাই তিনি মহৎ, তাই তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। দুর্ব্বলকে পীড়ন না ক'র্‌লে মহৎ হয় না! তাই বলি, বনস্পতি! তুমি মহৎ—অবলাকে অবজ্ঞা ক'রে দিব্য মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ক'র্‌লে! আর তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব না, তুমি পুরুষজাতি,—নির্দ্দয়, রমণীর কোমল হৃদয়ের যাতনা তুমি কি বুঝ্‌বে। ঐ যে সম্মুখে তরঙ্গিণী পুষ্পভদ্রা, একবার ওকেই জিজ্ঞাসা করি,—দেবী পুষ্পভদ্রে! ভদ্রের কাজ কর, কোথায় গেলে

আমার নাথের দেখা পাব, ব'লে দাও। তুমি স্বামী-সম্মিলন-মানসে যাচ্ছ, তাই তোমার বুকে এত সুখের তরঙ্গ উঠ্‌ছে। একদিন এ পোড়া বুকেও এম্নিধারা বুকভরা তরঙ্গ তুলে এ হতভাগিনীও স্বামী সম্মিলনে গিয়েছে। এমন শ্মশান,—এমন মরুভূমি চিরদিন ছিল না, এমনধারা শ্মশানের চিতা চিরদিন হু হু ক'রে জ্বলে নাই, মরুভূমির নৈরাশ্যের বায়ু চিরদিন ধূ ধূ করে নাই; চিরদিন কারও সমান যায় না! তোমারও এ সুখের উচ্ছ্বাস, এ বুকভরা তরঙ্গ-রঙ্গ চিরদিন থাক্‌বে না! তাই বলি, তরঙ্গিণি! আর আমাকে অনাথা দেখে অবহেলা ক'র না। তুমি কোমল হৃদয়া, তুমি আমার ব্যথার ব্যথী হবে,—তুমি অনাথিনীর অন্তরের তাপ বুঝ্‌বে ব'লেই তোমার কাছে এসেছি, তুমি যেমন পতির উদ্দেশে ছুটে গিয়ে সাগরের অনন্ত হৃদয়ে স্থান পাবে, এ হতভাগিনী কোথায় গেলে, এম্‌নিধারা সেই অনন্তসুখের সাগর—প্রাণেশ্বরের সঙ্গে মিলিতা হ'তে পার্‌বে, ব'লে দাও,—বল্‌লে না? কাঙ্গালিনী দেখে দয়া হ'ল না?—ও কি!—কুল কুল ক'রে হাস্‌ছ! পোড়া সংসারের কি দশাই এই! পরের দুঃখে কি কেউ কাঁদে না রে! পরের মন্দ কি সবাই ভালবাসে! তবে আর কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব? সব দিকেই যে হু হু ক'র্‌ছে!—সব দিক্‌ই যে শূন্য!—ও কে! এ সময়ে শ্মশানে ও কার কণ্ঠস্বর? হয় ত আমারই মত কোন হতভাগিনী! হয়, ইহ-পরকালের সম্বল—পতি-রত্নহারা অনাথিনী হ'য়ে শ্মশানে শ্মশানে কেঁদে বেড়াচ্ছে! নয় ত কোন্ অভাগিনীর অঞ্চলবদ্ধ মণি এই শ্মশানসাগরে ডুবেছে,—মর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন ক'রে কার সংসারের সর্ব্বস্ব পুত্রধন নির্দ্দয় যম জন্মের মত কেড়ে নিয়েছে!

গীত।

এ সময়ে শ্মশানভূমে কে একাকিনী।
হবে বুঝি আমার মত কোন্ অভাগিনী॥
জ্ঞান হয় ওর দেখে আকার,
ত্রিজগৎ ক'রে অন্ধকার,
নিদয় বিধি হরেছে কা'র হৃদয়ের মণি॥

পাগলিনীবেশে দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা। পোড়া সংসারে কোথাও সুখ নাই গো,—কোথাও সুখ নাই; সংসারই যাতনাময়। যাতনাভোগের জন্যই জীবের সৃষ্টি, নইলে একজনকেও সুখী দেখ্‌তে পাই না কেন? এ পোড়া সংসারে যেদিকে চাই, সেই দিকেই দুঃখের মরুভূমি ধূ ধূ ক'র্‌ছে। লোকে বলে, মায়া-মৃগতৃষ্ণায় ভুলে এ মরুভূমিতে যে যত ছুটাছুটী ক'রে বেড়াবে, তার যাতনা ততই বাড়্‌বে; আর যে, সে মায়া-ছায়াবাজিতে না ভুলে ছুটাছুটী না কর্‌বে, সে-ই শীতল হবে,—সে-ই জুড়াবে,—সে-ই ছায়া পাবে। মরুভূমিতে ছায়া!—হা হা হা; হাস্‌বারই কথা,—ছায়া যদি আছে, তবে আর মরুভূমি কি! না না, আছে,—ছায়া আছে, কিন্তু সকলে তা পায় না; মায়াও ছাড়্‌তে পারে না, ছায়াও পায় না।

তুলসী। ও কে! কোন্ অনাথিনী না পাগলিনী! হাঃ—হাঃ—হাঃ! কাকে পাগ্‌লি বল্‌ছি, আমা হ'তেও অনাথিনী—আমার চেয়েও পাগলিনী, না না, ওত পাগলিনী নয়, ওর কথাগুলি যে বড় মিষ্টি,—

সবগুলিই যে জ্ঞানেব কথা! ভাল, একবার কেন জিজ্ঞাসা করি না? (প্রকাশ্যে) এ আঁধাব শ্মশানে একাকিনী তুমি কে গা?

দুর্গা। আমি কে? ও পাগ্‌লি—আমি যে তোর মা গো।

তুলসী। কে তুমি—মা? মা! মা! তুমি শ্মশানে এসেছ? হতভাগিনী কন্যা ব'লে কি মনে প'ড়েছে? তাই ত বলি,—মা নইলে আব এ শ্মশানে কে আস্‌বে। অনাথা কন্যাব দুঃখে দুঃখী আর কে হবে? আয় মা, আয়, মা গো। বড় দুঃখের দিনে তোকে পেয়েছি। মা গো। যে তনয়া একদিন তোব অন্ধের নয়ন,—সংসারের সম্বল ছিল, সেই তনয়ার—সেই তোর বড আদবের তুলসীব দশা একবাব দেখ্ মা। মা! তোব কথা না শুনে, তোকে কাঁদিয়ে তপস্যায় এসেছিলাম ব'লে কি এমনধারা কাঁদ্‌তে হ'ল? মা গো! বড় জ্বল্‌ছি মা,—বড জ্বল্‌ছি, কাল রাজরাণী ছিলাম—আজ ভিখারিণী হ'য়েছি। মা। যদি দয়া ক'রে শ্মশানে এসে দেখা দিলি, তবে দেখ্ মা,—তোর সেই আদরিণী তনয়া—তুলসীর আজ কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে, একবার দেখ্।

গীত।

দেখিতে যদি এলি মা দুঃখিনী তনয়ায়।
তবে দেখ্‌গা এসে কি অনল আজ—
হুহু ক'রে জ্বলিছে হিয়ায়॥
মা বিনে আর কন্যার ব্যথা, অন্যে কেবা বুঝিবে তা,
দুঃখের দুঃখী কে আর আছে কোথা,—
(আব কেউ নাই মা, নাই মা) (সব হারায়েছি)
(কাল ছিল যে স্বর্গের ইন্দ্রাণী)

(আজ তার দশা দেখ্ দেখ্ জননি)
পতিহারা পথের ভিখারিণী) (সব হারাইয়ে)
ভ্রমিছে আজ পাগলিনী-প্রায় ॥
ইন্দ্রাণী ছিল যার দাসী, দেখ্ মা তোর সেই তুলসী,
কাঁদিতেছে শ্মশান-ভূমে আসি ;—
(একবার দেখ্ মা দেখ্ মা)
(কি ছিলাম কি হ'য়ে আছি)
এ সংসার-মরুভূমিমাঝে,
ছিলাম জড়িত যে তরুরাজে,
আজ সে সুখ-তরু শুকায়েছে ॥ (এ জনমের মত) .
বল্ মা এখন দাঁড়াই কার ছায়ায় ॥

দুর্গা। ও পাগ্‌লি ! আমি তোর সে মা নই গো,—সে মা নই।

তুলসী। এই যে বল্লে—আমি তোর মা।

দুর্গা। সবাই যে আমাকে মা বলে গো।

তুলসী। তবে তুমি কোন্ মা গা ? আমার সে মা চেয়েও যে তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি ; মা, তুমি কি অভাবে এমন হ'য়েছ মা ! হাঁ মা, তোর মা-বাপ আছে ত গা ?

দুর্গা। আছে মা আছে, তা থাক্‌লে কি হবে, তারা বড় পাষাণ-পাষাণী গো—বড় পাষাণ-পাষাণী !

তুলসী। তাঁরা কি মা তোমার তত্ত্ব নেন্ না ?

দুর্গা। তত্ত্ব নিতে চায় গো, কিন্তু পায় না, পাগলের মন,—কখন কোথায় থাকি, কোথায় যাই, কিছুই ঠিক নাই মা, কিছুই ঠিক নাই।

তুলসী। হাঁ মা, তোর স্বামী আছেন ত?

দুর্গা। থাক্‌লে কি হবে মা! আমি তাঁর তত্ত্ব পাই নে গো—তত্ত্ব পাই নে।

তুলসী। কেন মা, তিনি কি তোমায় ভালবাসেন না?

দুর্গা। সতীনের ঘরকন্না মা—সতীনের ঘরকন্না; সতীন আমার স্বামীর শিরোভূষণ! তবে যে, আমাকে বালবাসেন না, তা নয়, একবার ম'রেই তা বুঝেছি; আমার জন্য কেঁদে কেঁদে পাগল হ'য়েছিলেন, তাই সবাই তাঁকে পাগল বলে।

তুলসী। হাঁ মা, ম'রে স্বামীর ভালবাসা কেমন ক'রে বুঝ্‌লে? ম'লে ত বাঁচ্‌লে কেমন ক'রে?

দুর্গা। সাপে খোলস ছাড়ে কেমন ক'রে—আমার পতি যে বৈদ্যনাথ গো—তবে ভাঙ ধুতরা খেয়ে বেড়ায় ঐ ত দোষ!

তুলসী। ছেলে কয়টী মা!

দুর্গা। দুটি; একটী পাখীতে চড়ে,—পাখী পোষে, আর একটী বাপের চেয়েও সিদ্ধিতে নিপুণ।

তুলসী। ভাল হ'ক্‌, মন্দ হ'ক্‌, তবু ত মা তোর সোণার ঘরকন্না, এমন—পতি পুত্র থাক্‌তে শ্মশানে শ্মশানে বেড়াও কেন মা! লোকে যে পাগল ব'ল্‌বে।

দুর্গা। তা প্রায় লোকে বলে না! শ্মশানে শ্মশানে বেড়াই, পাগলের মন—যেখানে সেখানে থাকি, তাতে ছেলেরা কত কি বলে, মেয়েরা রাগ করে।

তুলসী। তবে এমনধারা শ্মশানে শ্মশানে বেড়াস্‌ কেন মা!

দুর্গা। শ্মশান বড় সুখের স্থান মা! এখানে এলে প্রাণে বড় শান্তি পাই, এখানকার কাজ দেখ্‌লে, পোড়া সংসারের মায়ায় প'ড়ে 'আমার

আমার' ক'রে মর্‌তে হয় না, মায়ার ভেল্‌কি কেটে গেলে দুঃখের বদলে সুখ দেখা দেয়, সুখের পর শান্তির উদয় হয়, এমন মনপ্রাণ জুড়াবার স্থান কি আর আছে মা! আমরা শ্মশানে থাকি ব'লে সংসারে যেখানে যা হয়,—মানুষ ম'রে কোথায় যায়,—সব জান্‌তে পারি মা —সব জান্‌তে পারি।

তুলসী। কৈ মা, বল দেখি, কেন আমি এমন হ'লাম? কেন এমনধারা শ্মশানে শ্মশানে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি।

দুর্গা। হাঃ! হাঃ! তা আবার জানি না, ঠাকুর ছিলি,—পুতুল হ'য়েছিস্; মায়ার ফাঁদে বাঁধা পড়ে আঁধারে ঘুরে ম'র্‌ছিস্; পথ থাক্‌তে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না। শ্মশানের খেলা যদি বুঝ্‌তিস্ তা হ'লে কি আর এমন হ'ত!

তুলসী। কৈ, পাগ্‌লী মা, বল্ দেখি—আমি কে? কেন এমন হয়েছি?

দুর্গা। তা জানি গো—তা জানি; তোর স্বামী যুদ্ধে ম'রে গোলোকে গেল, তোকে কত ডেকে গেল, তুই পোড়ারমুখী পথ হারিয়ে ঘুরে ম'র্‌ছিস্। দয়াল ঠাকুর সদাশিব, তাকে, মুক্ত ক'রে দিলেন; দৈত্য ছিল,—দেবতা হ'ল, কেমন হাস্‌তে হাস্‌তে স্বর্গে চলে গেল; আর তুই পোড়ারমুখী সেই শিবকে শাপ দিতে উদ্যত হ'য়েছিস্! তোকে আর আমি চিনি নে?—তুই সেই রাজা ধর্ম্মধ্বজের মেয়ে,—গোলোকে ছিলি, ভূলোকে এলি; মানবী হ'য়ে দানবী হ'লি, তুই সেই তুলসী পোড়ারমুখী ত?

তুলসী। মা! বড় আঁধারে প'ড়ে পতি-আজ্ঞা ভুলেছিলেম, তুমি আমাকে সে আঁধার হ'তে উদ্ধার ক'র্‌লে। চিনেছি মা! চিনেছি! দয়াময়ি! দয়াময়ী মা নইলে অনাথিনীকে আর কে দয়া ক'র্‌বে!—এ প্রাণের

ব্যথা আর কে বুঝ্‌বে? পাগলিনী নৈলে পাগলীর দুঃখে আর কার প্রাণ কাঁদ্‌বে? পাগলের দুঃখে পাগলের প্রাণ পোড়ে ব'লে—পাগলে পাগলের জ্বালা বোঝে ব'লেই আজ পাগলিনী মা আমার কৈলাস ত্যজে পাগলিনী-সাজে শ্মশান-মাঝে উদয় হ'য়েছেন।

গীত।

আজ ভাল পাগলিনী সেজেছ গিরিবালা।
এ কেমন লীলা-খেলা,
বুঝেছি পাগলের দুঃখে, বেজেছে পাগলের বুকে,
পাগল বিনে বুঝিবে কে পাগলের জ্বালা॥
জানি পাগলের হৃদয়, পাগলে সদয়,
পাগল দেখে পাগলিনী শ্মশানে উদয়;—
পাগল-প্রাণ মত্ত পাগলে, পাগলে দেখে নয়ন গলে,
তাই বুঝি পাগলের গলে দিয়েছ মালা॥

দুর্গা। তুলসি! আয় মা, আমার সঙ্গে আয়, তোর পতি যদি সামান্য দানব হ'ত, তুই যদি সামান্যা দানবী হ'তিস্, তা হ'লে এমনধারা শ্মশানে শ্মশানে কেঁদে বেড়ান শোভা পে'ত? তুই গোলোকের ধন, তোর পতিও গোলোকপতির সখা, তুই যে কোথাকার তুলসী কোথা এসেছিস্, তা কি মনে পড়ে না? তোর পতি দৈত্যদেহ ত্যাগ ক'রে যে, কি নিত্যদেহ পেয়েছে,—সামান্য ঐশ্বর্য্য ছেড়ে যে কি ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিকারী হ'য়েছে, তা যদি দেখ্‌বি—যদি সব দুঃখ ভুল্‌বি,—যদি এই কান্নার চক্ষে হাস্‌বি,—তবে আয়, আমার সঙ্গে ক্ষীরোদকূলে আয়।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

দুর্গা। তুলসি! দেখ্ দেখ্, কে আস্‌ছে! ওকে চিন্‌তে পারিস্ কি?

তুলসী। মা! লোকে তোমাকে আদ্যাশক্তি বলে, তুমি অন্তর্য্যামিনী হ'য়ে যাঁর অন্ত পাও নাই, তাঁকে আমি কেমন ক'রে চিন্‌ব মা!

কৃষ্ণ। কে ও—তুলসি! তুলসি! তোমার এ বেশ কেন? আশৈশব সংকল্পিত তপোব্রতের কি এই ফল হ'য়েছে? যোগশিক্ষা ক'রে কি এইরূপে চিত্ত-দমন অভ্যাস ক'রেছ?

তুলসী। হরি! দাসী তুলসী তোমাকে প্রণাম ক'র্‌ছে। (প্রণাম) গোলোকেশ্বর! তোমার "আশৈশবের তপোব্রতের এই ফল হ'য়েছে "যোগ-শিক্ষা ক'রে এইরূপে চিত্তদমন ক'রেছ" এ কথা ব'লে আমাকে তিরস্কার করা কেন হরি! তুমিই ত তপোব্রতের ফলদাতা, তুমিই ত চিত্তের অধিষ্ঠাতা—পরমদেবতা! তুমি যে কার্য্যে যেরূপ ফল দিয়েছ, সেইরূপেই ভোগ ক'রে আস্‌ছি; আমি শৈশবে তপস্বিনী হ'য়ে তোমারই সাধনা করেছি, সংসার-সুখের আশা ত আমার ছিল না হরি! তপোবলে তোমাকে না পেতাম, এ ক্ষুদ্র জীবন তপোবনেই শেষ ক'র্‌তাম, এ সংসার-সমুদ্রের ক্ষুদ্র বিম্ব, সেইখানেই লয় হ'ত, কেন আমার সে ব্রত ভঙ্গ ক'র্‌লে? কেন আমাকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হ'য়ে সংসারবাসিনী হ'তে হ'ল। যদি তাই হ'ল, যদি এ বনের লতাকে উদ্যান-তরুর সঙ্গে জড়িয়ে দিলে; তবে আবার সে তরুকে ছেদন ক'রে লতার এ দুর্দ্দশা কেন ক'র্‌লে হরি! বনের লতাকে যদি উদ্যানে স্থাপন ক'র্‌লে, তবে সে উদ্যান ভঙ্গ ক'রে মরুভূমিতেই বা পরিণত ক'র্‌লে কেন? যে দৈত্যেশ্বর তোমার চিরভক্ত ছিল, যে কৃষ্ণনাম জপ না ক'রে জলগ্রহণ ক'র্‌ত না, সেই

কৃষ্ণ নবঘনের কৃপা-বারি পিপাসিত চাতকের মস্তকে এ বজ্রাঘাত কেন ক'র্‌লে হরি! এই কি তোমার দয়াময় নামের মাহাত্ম্য? এই কি তোমার ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নামের পরিচয়? ধিক্ কৃষ্ণ! ধিক্ ভক্তঘাতি—ধিক্ তোমাকে!

গীত।

ধিক্ শত ধিক্ ধিক্ হে নিরদয়।
ধিক্ ভক্তঘাতী হরি ধিক্ হে তোমার কঠিন হৃদয়॥
মত্ত যে জন তব প্রেমে, নিষ্ঠ সদা কৃষ্ণনামে;
এই গতি তার পরিণামে,
নামের গুণ কি এই দয়াময়॥

কৃষ্ণ। তুলসি! তোমাকে যে বনস্পতির সঙ্গে জড়িত ক'রে দিয়েছিলাম, তোমার সে সুখ-তরু ছেদন করি নাই—তোমার সুখের উত্থানও ভঙ্গ করি নাই। এই বিষ-বল্লী-সঙ্কুল সংসার কণ্টকারণ্য—সে কল্পতরুর যোগ্য স্থান নয় ব'লেই তাকে যত্নের সহিত উপযুক্ত উত্থানে স্থাপন ক'রেছি। তুলসীরূপা কল্পলতার অভাবে সে আনন্দময় উত্থানের শোভা অপূর্ণ আছে ব'লেই আবার লতাকে নিতে এসেছি। এ সংসার-কণ্টকারণ্য কি তুলসীরূপা কল্পলতার উপযুক্ত স্থান? তবে দৈবাচক্রে এ লতা-তরু যতদিন সংসার ক্ষেত্রে থাক্‌বে,—ততদিন অচ্ছেদ্য অচ্ছিন্ন অবস্থায় থাক্‌তে পারে,—এই অভিপ্রায়ে আমি তপস্যাকালে শঙ্খচূড়কে অক্ষয় কবচ দান ক'রে জগতে অজেয় ক'রেছিলাম। সতী স্ত্রী গৃহে থাকা সত্ত্বে শঙ্খচূড়ের জীবনে কালের অধিকার থাক্‌বে না ব'লে ব্রহ্মা বরপ্রদান ক'রেছিলেন, নানা কারণে শঙ্খচূড় ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী হ'য়ে নিরূপিত কাল

অপ্রতিহত প্রভাবে অতিবাহিত ক'রে যথাকালে স্বধাম লাভ ক'রেছে।

তুলসী। হাঁ হে জগন্নাথ! এ যে বড়ই আশ্চর্য্য কথা! তোমার দত্ত অক্ষয় কবচ আর এ হতভাগিনীর সতীত্বসত্ত্বে যদি নাথের জীবনে কালের অধিকার নাই, তবে কেন তাঁর সমরে পতন হ'ল?—কেন তোমার কবচের মাহাত্ম্য নষ্ট হ'ল?—অমোঘ বিধিবাক্যই বা নিষ্ফল হ'ল কেন?

কৃষ্ণ। তুলসি! যেদিন বিধিবাক্যের কণামাত্র অন্যথা হবে, অথবা আমার দত্ত কবচের মাহাত্ম্য নষ্ট হবে, সেদিন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাক্‌বে না। যতদিন শঙ্খচূড়ের সংসারবাসের কাল পূর্ণ না হ'য়েছে, ততদিন পর্য্যন্ত সে অক্ষয়-দেহে সুরাসুর-বিজয়ী হ'য়ে—ত্রিলোকের উপর আধিপত্য ক'রেছে। পরে তার সংসার-বাসের নিয়মিত কাল পূর্ণ হওয়াতে, আমি ব্রাহ্মণবেশে তার কাছে কবচ ভিক্ষা করি, পরম সত্যব্রত মহাত্মা শঙ্খচূড় আনন্দের সহিত সেই সমরক্ষেত্রেই আমাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে কবচ দান করে। তার পর তুলসি! আমিই—

তুলসী। বল—বল—কৃষ্ণ, আমিই ব'লে নীরব হও' না, আমার মনে বড় সন্দেহ হ'চ্ছে! এ সন্দেহ আমার—শুদ্ধ তোমার কথায় নয়, যখন দৈত্যনাথ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে একাকী গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যান, তখন হ'তেই এ সন্দেহের উৎপত্তি, আবার তোমার কথায় আমার সেই সন্দেহর শতগুণে বৃদ্ধি হ'চ্ছে, বল বল কৃষ্ণ, কোন্ মায়াবী হ'তে আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বল?

কৃষ্ণ। তুলসি! অন্যের সাধ্য কি যে তোমার দেহ স্পর্শ করে, তোমার সতীত্বসত্ত্বে শঙ্খচূড়ের দৈত্যদেহের মুক্তির উপায় নাই ব'লেই যে

সময়ে দেব-দানবে তুমুল যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে শঙ্খচূড়ের বেশে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছিলাম।

তুলসী। কি বল্লে কপট!—প্রতারক! মায়াবি! প্রবঞ্চক! ছলনা ক'রে আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ! যে দৈত্যনাথ নিত্যপূজার সময় তোমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক নৃত্য ক'র্‌ত, হরিনামে যাঁর চক্ষে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হ'ত, হরিপদ ভিন্ন যিনি কিছুই জান্‌তেন না; তুমি প্রতারণা ক'রে সেই ভক্তের, সেই হরিপ্রেম পাগল দৈত্যনাথের প্রাণবিনাশ ক'রেছ, তোমার হৃদয় এত কঠিন! শোন ভক্তঘাতী কৃষ্ণ! তুমি যেমন নিষ্ঠুর, যেমন পাষাণের মত কাজ ক'রেছ, তোমাকে অধিক আর কি ব'ল্‌ব,—চিরদিন যেন তোমাকে তেমনি পাষাণ হ'য়েই থাক্‌তে হয়।

কৃষ্ণ। তুলসি! তোমার এ অভিসম্পাতে আমি কাতর নই। তুমি এ মানবীদেহ পরিত্যাগ ক'রে গোলোকধামে গমন ক'র্‌লে, তোমার এই দেহ হ'তে গণ্ডকী নাম্নি পুণ্যবতী নদীর উৎপত্তি হ'য়ে আমার অংশরূপ লবণ-সমুদ্রের পত্নী হবে, আর আমিও সেই নদীকূলে, গণ্ডকী শৈলরূপে বিদ্যমান থাক্‌ব, আমার সেই পর্ব্বতময় অঙ্গ হ'তে যে সকল কীট কর্ত্তিত প্রস্তরখণ্ড, তোমার পবিত্র জলে পতিত হবে, সেই সকল শিলাখণ্ডে আমি নিয়ত কালের জন্য অবস্থিতি ক'র্‌ব। সেই সকল শিলাখণ্ডকে পূজা ক'র্‌লেই জীবে আমার পূজার প্রত্যক্ষ ফল লাভ ক'র্‌বে, আর তোমার এই কেশরাশি হ'তে ভারতক্ষেত্রে তোমার অংশে তুলসী বৃক্ষের উৎপত্তি হবে এবং সেই পবিত্র তুলসী-পত্র, সমস্ত দেবের অতি দুর্ল্লভ এবং জগতের অশেষ পুণ্যদায়িনী হবে। তুলসি! তুমি আমার পাষাণের ন্যায় নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য "পাষাণ হও" ব'লে অভিসম্পাত ক'র্‌লে, আমিও তার প্রতিশোধের

জন্য তোমাকে এই বর প্রদান কর্‌লাম,—তুমি যেন জগজ্জনের নিস্তা-রের হেতু সংসার-সাগরের সেতুস্বরূপা হ'য়ে চিরদিন অংশরূপে এই ভারতক্ষেত্রে অক্ষয়ভাবে অবস্থিতি কর। আজ আমি জগজ্জনের হিতার্থে আর তোমার প্রীত্যর্থে—আরও এই বর প্রদান কর্‌ছি, জীবে চিরদিন মহাপাতক সংগ্রহ ক'রেও, যদি মৃত্যুকালে তুলসীপত্র স্পর্শ বা তুলসীপত্র ধৌত জলবিন্দু পান ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে পারে, তা হ'লে সে অনায়াসে অক্ষয়ধাম বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হবে, আর আমি তোমাকে মৌখিক আদর কি দেখাব তুলসি! আমি গোলোকধামে রাধাসতীকে বক্ষে স্থান দিয়েছি, লক্ষ্মীকে বামাঙ্গে স্থান দিয়েছি,—বাণীকে কণ্ঠে স্থান দিয়ে বাণীকণ্ঠ নাম ধারণ ক'রেছি; তোমাকে আর কোথায় স্থান দেব? ভগবান মৃত্যুঞ্জয় যেমন জীবের জরা-জন্মনাশিনী জাহ্নবীকে জটাজালে জড়িত ক'রে শিরোভূষণ ক'রে রেখেছেন, তেমনি আজ হ'তে, আমি তোমাকে মস্তকে স্থান দিলাম,—আজ হ'তে তুমিও আমার শিরোধার্য্যা ভার্য্যা হ'লে।

তুলসী। কৃষ্ণ! আমি চিরদিন কামনা ক'রে কি তোমার কাছে এই বর পেলাম? এ—কি বর দান কর্‌লে? না,—আমি তোমাকে পাষাণ হও ব'লেছি ব'লে, তার প্রতিশোধ স্বরূপ বর দানচ্ছলে অভিশাপ প্রদান ক'র্‌লে? আমি ত তোমার মস্তকে স্থান পাবার অভিলাষিণী নই হরি! আমি পাদপদ্মের ভিখারিণী—পদসেবার অভিলাষিণী; তবে কেন দাসীকে সে বাঞ্ছিত ধনে বঞ্চিত ক'রে মস্তকে স্থান দিলে? অপবিত্রা ব'লে কি ঘৃণা হ'ল? চন্দ্র কলঙ্কী ব'লেই শিব তাঁকে ললাটে স্থান দিয়েছেন, হতভাগিনী তুলসী আজ অসতী কলঙ্কিনী হ'য়েছে ব'লেই কি তোমার পাদপদ্মে বঞ্চিতা হ'য়ে চন্দ্রের মত তোমার মস্তকে স্থানপ্রাপ্ত হ'ল? তুমি অন্তর্য্যামী, আমি

মনোজ্ঞানে কোন পাপ ক'রেছি কি না—আমার হৃদয় অপবিত্র হ'য়েছে কি না, তা ত তোমার অজানিত নাই ; আর অপবিত্রই বা হবে কেন ? অজ্ঞানের কথা দূরে থাক্, জ্ঞানেও যদি তোমাকে পতিরূপে ভজনা ক'রে সতীর সতীত্বধর্ম্ম কলঙ্কিত হয়, তা হ'লে যে হরি ! তোমার সেই ভক্তের দুর্ল্লভ জগদ্বল্লভ নামটী চিরদিনের মত কলঙ্কিত হবে। তুমি আত্মারাম রূপে সকল দেহেই বিরাজ ক'র্‌ছ ! অন্তর্য্যামি ! সকল জান্‌তে পার্‌ছ। তুলসী সতী কি অসতী—পবিত্রা কি অপবিত্রা, তা ত তোমার অজানিত নাই ; তবে দাসীর সঙ্গে এত ছলনা কেন হরি ! ব্রহ্মা চির যোগাসনে,—শঙ্কর শ্মশানে ব'সে অনন্তকাল চিন্তা করেও যাঁর অন্ত পান নাই, আমি জ্ঞানহীনা অবলা হ'য়ে তার তত্ত্ব কি জান্‌ব হরি ?

গীত।

হরি অনাদি অনন্ত।
তোমার কীর্ত্তি কিমদ্ভুত, (হরি হে) জ্ঞান-বহির্ভূত,
পরাভূত যাহে বেদ বেদান্ত ॥
তুমি অব্যক্ত বিজ্ঞানে, অদৃশ্য দর্শনে,
জ্ঞানভেদে নাম অনন্ত।
কেহ ভাবে নিরাকার, (হরিহে) নিত্য নির্ব্বিকার,
কেউ বলে সাকার স্বরূপবন্ত ॥
তুমি নিত্য নিরঞ্জন, সত্যসনাতন,
সদা সদাত্মন শান্ত।

তুমি অরূপ অতুল, (হরি হে) তুমি সূক্ষ্ম-স্থূল,
তুমি সর্ব্বমূল তুমি হে অন্ত ॥
জীব তব চক্রক্রমে, কামচক্রে ভ্রমে,
মায়াভ্রমে ভুবন ভ্রান্ত।
দাসী আতঙ্কে বিহ্বলা, (হরি হে) কেমনে অবলা,
বুঝিবে এ লীলা হে নীলকান্ত ॥
(তোমায়) ভজে জগৎ-পতি, অসতী সম্প্রতি,
হয় যদি সতী নিতান্ত।
তবে জগত-বল্লভ নাম, (হরি হে) কে লবে গুণধাম,
সে নামে দুর্নাম হবে একান্ত ॥
এ সব বিচিত্র চাতুরী, যে জন ধন্বন্তরি,
সেই হয় বিষদন্ত।
যাতে ক্ষান্ত অহিভূষণ, ভ্রান্ত অহিভূষণ,
কি বুঝিবে ভীষণ তব চক্রান্ত ॥

ভগবতী। হা তুলসি! হা দুর্ম্মুখি! তুই কাকে শাপ দিয়ে, আবার স্তব ক'র্‌তে লাগ্‌লি? আমি কি এইজন্যই তোকে এত প্রবোধ দিয়ে, এত সান্ত্বনা ক'রে শ্মশানভূমি হ'তে সঙ্গে নিয়ে এলাম! তা বেশ হ'ল! জীবে কোটিজন্ম সাধন ক'রে যে কঠিন হৃদয়কে কোমল ক'র্‌তে পারে না, তুই আবার তাকে "পাষাণ হও" ব'লে শাপ দিলি? একেই ত কঠিন, তার উপর পাষাণ হ'লে, জীবের গতি হবে কি? হতভাগিনি! সকলদিকেই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি?

কৃষ্ণ। না দেবি, তুলসীকে তিরস্কার ক'র্‌বেন না! সময়ে সময়ে সংসারে

যে সৎ বা সতীর আবির্ভাব, সে কেবল জগজ্জনের মঙ্গলের জন্য তার আর সন্দেহ নাই। আপনি ব'ল্‌ছেন, তুলসীর অভিশাপে আমি পাষাণ হ'লে, আমার হৃদয়ও পাষাণের ন্যায় হবে, সুতরাং ভক্তের কাতর ডাকে আমার দয়া হবে না; কিন্তু দেবি! তা নয়, এখন হ'তে আমি জগজ্জনের নিকট এই সত্যপাশে বদ্ধ হ'লাম, কলির পূর্ণ প্রাদুর্ভাবকাল পর্য্যন্ত আমি তুলসীর প্রীত্যর্থে ভূতলে অবস্থিতি ক'র্‌ব, শালগ্রাম শিলারূপে প্রতি গৃহে গৃহে বিরাজিত থাক্‌ব, আমার সেই শিলাময় মূর্ত্তিকে ভক্তিসহকারে শ্বেতচন্দনাক্ত তুলসীপত্র প্রদান ক'র্‌লে, জীবে একেবারে শত অশ্বমেধের ফললাভ ক'র্‌বে। আজ তুলসী হ'তে জগজ্জনের এই এক মহোপকার সাধিত হ'ল। আমার সেই শিলাময় শালগ্রাম মূর্ত্তি, মূর্ত্তিভেদে ও চিহ্নভেদে বিবিধ নামে বিখ্যাত হবে; যে শিলা চারি চক্রবিশিষ্ট, বনমালাভূষিত এবং নবীন নীরদনিভ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, সেই শিলা জগতে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হবে; আর লক্ষ্মী-নারায়ণ শিলার ন্যায় সর্ব্বাবয়ব বিশিষ্ট, শুদ্ধ বনমালা মাত্র শূন্য যে শিলা—সে লক্ষ্মীজনার্দ্দন; আর যে শিলায় বনমালা শূন্য, দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র ও গোষ্পদ-চিহ্ন থাক্‌বে, সে শিলা রঘুনাথ নামে বিখ্যাত হবে; নবঘনশ্যামবর্ণ দ্বিচক্রবিশিষ্ট সর্ব্বসুখদ যে শিলা—তার নাম দধিবামন; ঐরূপ অতি ক্ষুদ্র দ্বিচক্র বনমালা-শোভিত শিলা শ্রীধর; বন-মালা বিবর্জ্জিত, অতি স্থূল বর্ত্তুলাকার, অতি পরিস্ফুট দ্বিচক্রবিশিষ্ট শিলার নাম হবে দামোদর; মধ্যম বর্ত্তুলাকার বাণ-বিক্ষত শর-তূণ-সমন্বিত, দ্বিচক্র যে শিলা, তার নাম রণরাম; যে শিলা মধ্যমাকার সপ্ত চক্র সমন্বিত, ছত্র-তূণ-চিহ্নিত, সেই শিলা রাজরাজেশ্বর নামে অভিহিত হবে; যে শিলার প্রভা নবীন নীরদতুল্য, দ্বিচক্র, চক্রাকার, গোষ্পদচিহ্নিত মধ্যমাকার, সেই

শিলা জীবের সর্ব্বাপদ-নিসূদন মধুসূদন নামে অভিহিত হবে; যে শিলায় সুদর্শনচিহ্নের সহিত এক চক্র ও একটী গুপ্ত চক্র থাক্‌বে, তার নাম গদাধর; এইরূপ আকার ও চিহ্নভেদে হয়গ্রীব, নরসিংহ, লক্ষ্মী-নৃসিংহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত হ'য়ে জগতে বৈষ্ণবগণের গৃহে গৃহে বিরাজিত থাক্‌বে; যে ব্যক্তি শাল-গ্রাম শিলা হ'তে তুলসীপত্র বিচ্ছিন্ন ক'র্‌বে, তাকে সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত পত্নীবিচ্ছেদ সহ্য ক'র্‌তে হবে। আর তুলসি! তোমার পতি—মহাত্মা শঙ্খচূড়ের অস্থিতে যে শঙ্খের উৎপত্তি হ'বে, সেই শঙ্খ আর তুলসীকে যে মহাত্মা সর্ব্বদা একত্রে রক্ষা ক'র্‌বেন, তিনি ইহলোকে শোকতাপ-পরিশূন্য হ'য়ে পরলোকে পরমধাম লাভ ক'র্‌বেন। তুমিও আজ হ'তে এক গণদেব ভিন্ন সর্ব্বদেব সমাদৃতা হ'য়ে পুষ্পসারা নাম ধারণ ক'র্‌বে; তোমার অংশজাত তুলসীবৃক্ষ একস্থানে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হবে, এ জন্য তুমি বৃন্দাবন-ধামে বৃন্দাবনী নাম প্রাপ্ত হবে। এইরূপে নন্দিনী; বিশ্বপাবনী বিশুদ্ধাদি নাম ধারণ পূর্ব্বক জগজ্জনের কল্যাণদায়িনী হ'য়ে অনন্ত-কালের জন্য ভারতক্ষেত্রে বিরাজিত থাক্‌বে। রাধা-শাপে তোমার ভারতক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ জন্য জগতে যে পবিত্র লীলা বিস্তারিত হ'ল, এ লীলা আমার নয়,—এ তোমারই লীলা! এ লীলার নাম "তুলসী-লীলা!" তোমার এ লীলা ভারতে অনন্তকালের জন্য অক্ষয়ভাবে বিরাজিত থাক্‌বে, আর আমিও সতী তুলসীর প্রীত্যর্থে জগজ্জনকে এই বর প্রদান ক'ল্লেম, যিনি বিশুদ্ধমনে এই সতী-মাহাত্ম্যপূর্ণ পবিত্র "তুলসী-লীলা" শ্রবণ ক'র্‌বেন, তিনি অন্তে আমার স্বারূপ্য লাভ ক'রে নিত্য গোলোকধামে স্থান প্রাপ্ত হবেন। এক্ষণে যাও তুলসি! তোমার পতির শবদেহ দর্শনে যদি নিতান্ত বাসনা থাকে,

তবে ক্ষীরোদকূলে যাও, আমি তোমার অচেতন অবস্থায় সেই ভীষণ শ্মশানক্ষেত্র হ'তে দানবেশ্বরের শবদেহ, বিষ্ণুদূতের দ্বারা ক্ষীরোদকূলে পাঠিয়েছি। (দুর্গার প্রতি) দেবি! আপনি তুলসীকে সঙ্গে ল'য়ে ক্ষীরোদকূলে যান। (তুলসীর প্রতি) যাও সতি! আমি যথাকালে গিয়ে আবার দেখা দেব।

[সকলের প্রস্থান।

দুইজন যমদূতের প্রবেশ।

১ম দূত। যা—যা, খুব গিয়েছে; হায় হায় হায়, যেটা ধরি, সেইটেই ফসকায় রে; যত দত্যিদানা মরছে, সব স্বর্গে চ'লে যাচ্চে; স্বর্গে, বৈকুণ্ঠে, গোলোকে, শিবলোকে লোকের ঠেলাঠেলি; বেলাবেলি না গেলে হয় ত আর জায়গাও পাবে না; আর আমরা কিনা এত চেষ্টা ক'রে শেষটা শুধুহাতে ফিরে চল্লেম। যদি দু-দশটাও নিয়ে যেতে পার্‌তাম, তাহ'লে মানে মানে মুনিবের কাছে মান বজায় থাক্‌ত; এ যে এক বেটাকেও যমের বাড়ীমুখো ক'র্‌তে পার্‌লাম না গা! মুনিবের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে। আমি তখনই ব'ল্‌লাম, যত দত্যিদানা মর্‌বে, সব স্বর্গে যাবে, একটাও আমাদের হাতে লাগ্‌বে না; ওদিকে আর গিয়ে কাজ নাই। তখন আমার কথা না শুনে এখানে এসে, শেষে কি না, মাথায় হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে যেতে হ'ল। এ হ'ল কি! এক শালাকেও পাক্‌ড়াতে পার্‌লাম না রে! হায় হায়!

২য় দূত। ওরে, আর একটাও নাই রে,—একটাও নাই; একেবারে নিঝাড় হ'য়ে চ'লে গেছে। একটা রাঙ্গা টুক্‌টুকে জল-জীয়ন্ত ছেলে শ্মশানে শ্মশানে কেঁদে বেড়াচ্ছিল দেখে, মনে ক'র্‌লাম, নিতান্ত শুধু

হাতে ফিরে না গিয়ে, এইটেকে নিয়ে গিয়ে হাজির ক'রে দিই গে ; এই ভেবে সেটাকে যেই পাক্‌ড়াতে গিয়েছি, অমনি ও বাবা! কোথায় হ'তে একটা আগুণমাথা মেয়ে এসে আমাকে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে দিয়ে ছোঁড়াটাকে কোন্‌দিকে উড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল।

১ম দূত। তার পর, ছোঁড়াকে ধর্‌তে পার্‌লি নে?

২য় দূত। ছোঁড়াটাকে পাওয়া কচুপোড়া থাক্ গে, নিজেই আগুণে প'ড়ে বেগুন-পোড়া হ'য়ে গিয়েছি। ওদিকে ছোঁড়াটাও ফস্‌কালো, এদিকে গা-ময় ফোস্‌কা উঠ্‌ল! ভাল চাক্‌রীই পেয়েছি বাবা! এবার ম'রে ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির ঘোড়া হ'ব, দারোগা-গিরি ক'র্‌ব, কেরাণী-গিরি ক'র্‌ব সেও ভাল, তবু কোন্ শালা যমের বাড়ীর চাকরী করে!

১ম দূত। আরে চুপ কর্, কে শুন্‌বে!

২য় দূত। আরে চুপ ত ক'র্‌লাম, কিন্তু ভাই, গুপ্ত মহাশয়ের কাছে কথাটা একবার তুল্‌তে হবে ; তিনি সেদিন ব'লেছিলেন যে, তোরা বহুদিনের পুরোণ চাকর, তোদের আর এখানে খাটুতে হবে না, তোদের পদবৃদ্ধি হবে।

১ম দূত। কি রকম পদ বৃদ্ধি হবে? দো পেয়ে ছিলাম, চার পেয়ে হ'ব না কি?

২য় দূত। সে প্রায় এক রকম চার পায়ের সামিল। সেদিন আরও খুব খেদ ক'রে—বড় জেদ্ ক'রে গুপ্ত মহাশয়ের কাছে বল্লেম, কত্তা! আমরা বহুকালের চাকর, অনেককাল হ'তে যমের বাড়ীর চাকরী ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু মশায়, আমাদের একটা এমন চাকরী জুটিয়ে দেন, যাতে ফ চাকরীটেও বজায় থাকে, আর বাজারে নাম-যশটাও বাড়ে।

১ম দূত। তা শুনে কি বল্লেন ?

২য় দূত। বল্লেন,—কটা দিন চুপ ক'রে থাক্, তারপর তোরা কলির যমদূত—হাতুড়ে বদ্দি হবি। রোগী ভাল হয়,—গৃহস্থের কাছে যশ পাবি; মরে,—এখানে যশ পাবি; যত ভাল হবে,—সেখানে যশ—আর যত চালান দিবি,—এখানে যশ; একদিকে না একদিকে তোদের যশ হবেই হবে।

১ম দূত। তা বলি—আমার কথাটা কি বলেছিলে? এখানে যেমন নরকের পাপীগুলোর মাথায় লাঠি মার্তে পাই, সেখানেও এম্নি ধারা লাঠিবাজি কর্তে পাওয়া চাই, আবার তার সঙ্গে মান-যশটুকুও থাকা চাই; -এ সব কথা খুলে ব'লেছিলি ত?

২য় দূত। সব কথা খুলে ব'লেছিলাম; তা গুপ্ত মশায় বল্লেন, সে কলিতে পৃথিবীতে গিয়ে পাঠশালার গুরুমশায় হবে। নরকের পাপী ঠেঙ্গানর বদলে খুব ছেলে ঠেঙ্গাতে পাবে, আর লোকের কাছে মান-যশও থাক্‌বে।

১ম দূত। বাহবা! বলিস্ কি রে? গুপ্ত ম'শায় ত তবে বেশ লোক, আমাদের দু-জনার ত বেশ কাজ ঠিক ক'রে রেখেছেন রে!

২য় দূত। শুদ্ধ কি আমাদের দু-জনার? যত যমদূত আছে, কলিতে তারা সব পৃথিবীতে যাবে, তাদের কাজের এখন হ'তে সব বরাদ্দ হ'য়ে গেছে।

১ম দূত। কি চাকরী ক'র্‌বে?

২য় দূত। ঐ পেট-মোটা যমদূতগুলো হবে—দারগা! এখানে যেমন প'ড়ে প'ড়ে আহার নিচ্চেন, সেখানে গিয়ে কেবল প'ড়ে প'ড়ে ভুঁড়ি বাগাবেন; চোরে গেরোস্তের সর্ব্বনাশ ক'রে নিয়ে যাবে, আর ওঁরা চোরের কিছু ক'র্‌তে না পেরে চৌকিদারদের মেরে

শাল্‌গেরাম বানাবেন। ঐ রে, ঐ বুঝি একটা দত্যির মড়া বিষ্ণু-দূতেরা মাথায় ক'রে নে যাচ্চে।

১ম দূত। তবে চল্ না কেন, তাড়াতুড়ি দিয়ে ঐটে হাত কর্‌বার যোগাড় দেখি গে; কিছু না কিছু একটা যোগাড় ক'রে না নিয়ে যেতে পার্‌লে সেখানে গিয়ে জবাব দেব কি ব'লে রে বোকা।

২য় দূত। ঠিক ব'লেছিস্, আমি বড় বোকা—আর তুই ভারি চতুর। এত লাকে লাকে ঝাঁকে ঝাঁকে দত্যি দানা ম'বে ফাঁকে ফাঁকে ফাঁকি দিলে; তার কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লেন না,—এখন যাবেন,—বিষ্ণুদূতের কাছে মদ্দানি ক'র্‌তে; যাও, একবার সিমুলগাছে চুল্‌কে সুখ দেখ গে! এখনই তেলপানা ক'রে ছেড়ে দেবে।

১ম দূত। আরে—পারি না পারি, একবার ভয় দেখান গোছ ক'রেই দেখা যাক না কেন?

২য় দূত। আঃ,—ছেলের হাতের মোয়া কি না! তাই তোর ভাব্‌কিতে ভয় পাবে!

১ম দূত। আঃ! আয় না কেন? দেখাই যাক্,—কি কতদূর হয়, আগে থাক্‌তে হাল্ ছেড়ে দিস্ কেন? ঐ ত আস্‌ছে, দেখি না,—কোন্ দিকে যায়।

শঙ্খচূড়ের শবদেহ স্কন্ধে করিয়া গান করিতে করিতে বিষ্ণুদূতগণের প্রবেশ।

গীত।

জীবের ভবার্ণবে তরিবার আর নাই রে ভাবনা।
এ তরির হরি কর্ণধার;—
আমরা ক'জন—এ তরণীর আমরা ক'জন গুণটানা॥

শুধু নয় রে সাধুর তরে, পাপীতাপী সবাই তরে,
কালান্তে কূলে উতরে, সকাতরে—
(প্রাণভরে সকাতরে) ডাকে তারে যে জনা ॥

২য় দূত। বলি, ওরে ও গুণটানারা! তোরা যে বাপু, কাজে ঘেন্না ধরালি দেখ্‌ছি। আগে আগে দেখেছি,—যারা নিতান্ত ইষ্ট-নিষ্ট-শিষ্ট-শান্ত বৈষ্ণব, তারাই দু-একটা ক'রে গোলোকে যেতে পে'ত। এখন যে তোরা চাঁদা-পুঁটি—পাঁটা-পাঁটী, সোণা-মাটী—কিছু বাছ-গোছ ক'র্‌ছিস্ না, যা পাচ্ছিস্, ছালে-পাতে সারে-মা'তে জড়িয়ে নিয়ে গোলোকে চালান দিতে লাগ্‌লি, কাণ্ডটা কি বল্ দেখি?

বিষ্ণুদূত। ওরে ও মূর্খ যমদূত। আমরা দানবরাজের দেহ স্কন্ধে বহন ক'র্‌ছি দেখে আশ্চর্য্য জ্ঞান ক'র্‌ছিস? ওরে, আমরা কেবল এ সামান্য ভৌতিক দেহমাত্রই বহন কর্‌ছি, এ দেহের আত্মাকে স্পর্শ করা অন্যের দূরে থাকু, আমাদেরও সাধ্য নাই। দানবরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সে পবিত্রাত্মা চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধর শ্যামসুন্দররূপে—স্বয়ং গোলোক-লক্ষ্মীর কোলে ব'সে গোলোকধামে চ'লে গিয়েছে, পরম হরিভক্ত দানবেশ্বরের দেহস্পর্শে অন্যের অধিকার নাই ব'লেই আমরা প্রভুর আদেশমত স্বয়ং বহন ক'রে ক্ষীরোদকূলে লয়ে যাচ্ছি। হরিভক্তের কি অধোগতি আছে? জীবের অন্তিমের সম্বলই যে হরিনাম।

১ম যমদূত। ঐ নামই ত হ'য়েছে আপদ। যে ব'ল্‌ছে সেও পালাচ্চে, যে শুন্‌ছে সেও পালাচ্ছে, হাউয়ের প'ল্‌তেয় আগুন ঠেক্‌লেই যেমন "সোঁ" ক'রে আকাশের দিকে চ'লে যায়, তেম্‌নি এই জীবের মন হাউয়ের ভক্তি পল্‌তের সঙ্গে, যেই ঐ নামের আগুন যোগ

হয়, অম্‌নি আর আট্‌কায় কার বাবার সাধ্যি,—সোঁ ক'রে মার দৌড়।

২য় যমদূত। মিছে নয়, ছোঁড়াটা—যেটাকে ধর্‌তে গিয়ে পুড়ে-ঝুড়ে পালিয়ে এলাম, সেই ছোঁড়াটা শ্মশানে শ্মশানে কাঁদ্‌ছে আর ব'ল্‌ছে—ঐ বল—ঐ বল—প্রাণভরে ঐ নাম বল, ছোঁড়াটা যত ঐ ঐ ব'ল্‌ছে, তত দত্যিদানা সব মুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে।

১ম বিষ্ণুদূত। বালকটা ঐ ব'ল্‌ছে কি রকম? কথাটা যে বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

২য় যমদূত। ঐ যে গো, ঐ নামটা,—যেটা আমাদের সেখানে মুখে আন্‌বার হুকুম নেই।

১ম যমদূত। তোমাদের কোথায়?

২য় যমদূত। কেন? আমাদের শ্রীধাম—নরকে! যেখানে আমরা পাপীগুলোকে বিষ্ঠের হ্রদে ফেলে, মাথায় এই লোহার ডাঙ্গস মারি, আর সেই পচা বিষ্ঠেয় ডুবিয়ে ধ'রে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হাসি।

১ম বিষ্ণুদূত। হাঁ, বুঝেছি! ভাল, তোমাদের সে পাপীপূর্ণ নরকে হরিনাম ক'র্‌তে নাই, সত্য; কিন্তু এখানে তোমাদের হরিনাম ক'র্‌তে দোষ কি? একবার হরিনাম কর,—জীবন সফল কর! দেখ দেখি, এম্‌নি পবিত্র প্রেমানন্দে হৃদয় প্লাবিত হয় কি না? তোমরা নারকী জীবকে যন্ত্রণা দাও, আর তাদের সেই করুণ আর্ত্ত-নাদে যেরূপ আনন্দ অনুভব কর, সে আনন্দে আর হরিনামের প্রেমানন্দে কত তারতম্য—একবার দেখ দেখি।

২য় যমদূত। (প্রথমের প্রতি) শুন্‌ছিস্‌ রে। আমাদের পাটাবার যোগাড় ক'র্‌ছে; বা রে চালাক! ওর কথা শুনে ঐ নামটা ক'রে ক'রে অভ্যাস হ'য়ে যাক্‌, আর সেখানে গিয়ে ভুলে ভাঁউয়ে ফুক্‌লে

বেরিয়ে পড়ুক,—ওদিকে নরকের পাপীগুলো ঐ নামটা শুনে আমা-দিগকে কলা দেখিয়ে চ'লে যাক্,—আর এদিকে আমরা মনিবের কাছে গুঁতো খেয়ে মরি, মজার কথা আর কি। যাও যাও, আর ভজাতে হবে না; খপবদ্দার্ রে। মুখে বলা ছেড়ে,—ও-নামটা যেন কাণেও শুনিস্ নে। জানি কি, মুখ না ঘা, ভুলে ভাঁউবে বেরুতে কতক্ষণ।

১ম বিষ্ণুদূত। এতদূর পাপিষ্ঠ না হ'লেই বা পূতিবিষ্ঠাপূর্ণ নরকের রক্ষক হবে কেন? কি পাপ! হরি হরি বল ॥

যমদূতদ্বয়। এই মজালে রে। কাণে হাত দে—কাণে হাত দে।

বিষ্ণুদূতদ্বয়। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

যমদূতদ্বয়। (কর্ণে হস্ত দিয়া) এই মজালে রে!—এইবার মজালে রে। আরে চুপ চুপ, শুন্‌তে নাই।

[কর্ণে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান।

পঞ্চদশ অঙ্ক।

ক্ষীরোদকূল—অনন্তশয্যা।

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।

শিব। দেবগণ! এই ত সম্মুখে ক্ষীরোদ-সিন্ধু। এখন একবার সকলে মিলে ক্ষীরোদবালা-সেবিত নীরদবরণ দীনবন্ধুকে দর্শন কর, আর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। "নবীন-নীরদ-শ্যাম ক্ষীরদাব্ধি নিরাশ্রয়ং, কমলা-সেবিত পাদাব্জং নমস্তে শেষশায়িন!" (প্রণাম)

ইন্দ্র। নমঃ কমলাভায় নমস্তে জলশায়িনে। নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমোঽস্তুতে। (প্রণাম)

যম। বাসনা বাসুদেবস্থ বাসিতং ভুবনত্রয়ং।
সর্ব্বভূতং নিবাসিনং বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥

ইন্দ্র। প্রভো। সতী-শাপ-ভীত সুরগণ তোমার শরণাগত, অভয়দানে কৃতার্থ কর।

বিষ্ণু। দেবগণ। সকলই জানি, চিন্তা নাই, সকলে আশ্বস্ত হও।

তুলসী ও দুর্গার প্রবেশ।

তুলসী। হাঁ৷ মা, কুলকুণ্ডলিনি! এই কি ক্ষীরোদকূল?

দুর্গা। তুলসি। এ যে তোমার সম্মুখেই অকূলসিন্ধু।

তুলসী। মা। আমি ত সকল দিকেই অকূলসিন্ধু দেখ্‌ছি।

দুর্গা। অকূলসিন্ধু দেখ্‌ছ, আবার অকূলের কর্ণধারকেও এখনি দেখ্‌তে পাবে; চিন্তা কি?

তুলসী। কুলকুণ্ডলিনী মা সঙ্গে থাক্‌তে আর অকূলের ভয় কি আছে মা!

দুর্গা। তুলসি। দেখ্ দেখ্, অনন্ত ক্ষীরোদসিন্ধুমধ্যে অনন্তশয়নে ক্ষীরোদ-বালা সহ নীরদবরণের অনন্ত রূপ একবার দেখ্। তুলসি!—ভাগ্যবতি। সতীকুল পবিত্রকারিণি—তুই ধন্যা; আজ তোর পুণ্যে আমিও ধন্য হলেম! এখন ভক্তিভরে যুগলরূপকে প্রণাম কর্।

তুলসী। পদ্মপত্র বিশালাক্ষ পদ্মনাভ সুরোত্তম।
ভক্তানামনুরক্তানাং ত্রাতামেব জনার্দ্দন॥ (প্রণাম)

বিষ্ণু। তুলসি! তোমার পতির মৃতদেহ বিষ্ণুদূতের দ্বারা ক্ষীরোদকূলে আনীত হ'য়েচে এবং তোমার পবিত্রাত্মা পতির ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যাদি দেবতারা স্বহস্তে সম্পন্ন ক'র্‌বেন ব'লে সকলেই এখানে উপস্থিত।

শঙ্খচূড় সর্ব্বাঙ্গিনরূপে সদগতি লাভ ক'রে স্বধামে গমন ক'রেছেন। তুমি যেন ক্রোধের বশে দেবগণকে অভিশাপ দিয়ে পুণ্যফল নষ্ট ক'র না। সম্প্রতি শুন্‌লেম্—তোমার শিশুপুত্রকে নাকি অসহায় শ্মশান-ক্ষেত্রে পরিত্যাগ ক'রে এসেছ? ছি ছি, তুলসি, তুমি বড় পাষাণ-হৃদয়া প্রসূতি!

তুলসী। আমার সুচন্দ্রকে ত আমি অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় রেখে আসি নাই! মহারাজ যুদ্ধযাত্রাকালে, তাহাকে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে জগদাশ্রয় হরি! তোমারই পদে অর্পণ ক'রে গিয়েছেন; তবে তার অমঙ্গল হবে কেন? সে কি হরিনাম ভুলেছে? যদি ভুলে থাকে, সেও তোমারই চক্র; তুমিই তাকে হরিনাম ভুলিয়ে দিয়েছ! দৈত্যকুলের ক্ষুদ্র দীপটী যদি নির্ব্বাণ হ'য়ে থাকে— শুক্লা চতুর্দ্দশীর ক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষীণ শশিকলা যদি অস্তগত হ'য়ে থাকে, সেও তোমারই চক্রান্ত বৈ আর কিছুই নয়। হা কৃষ্ণ! সত্যসত্যই কি দৈত্যকুলে আর কিছুই রাখ্‌বে না?

বিষ্ণু। তুলসি! আমি দূতের মুখে যেরূপ শুনেছি, তাতে বোধ হ'চ্ছে,— তোমার শিশুপুত্র শ্মশানক্ষেত্রে কোন দৈবমায়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে বিপদগ্রস্ত হ'য়েছে।

তুলসী। যদি সে সর্ব্বনাশই ঘ'টে থাকে, তা হ'লে জান্‌ব'—হয় হরি-মন্ত্রের মাহাত্ম্য নাই, কিম্বা তুমিই কোন চক্র ক'রে বাছাকে আমার বিপদ নিবারণের মহামন্ত্র—হরিনাম ভুলিয়ে দিয়েছ নারায়ণ! তুমি আমাকে পাষাণ-হৃদয়া প্রসূতি ব'লে তিরস্কার ক'র্‌ছ, আমি ত মায়ামোহের অধিনী দুর্ব্বলহৃদয়া অবলা মানবী, তাতে বিষম শোকসন্তাপে ফেলে জ্ঞানহারা ক'রেছে; জ্ঞানহারা—আত্মহারা উন্মাদিনীর দ্বারায় না হ'তে পারে কি? কিন্তু হরি! তোমাকে যে

লোকে দয়াময়—অনাথপালক বলে, এ অনাথিনীর সর্ব্বস্বধন অবোধ বালকের সঙ্গে এত ছলনা, এত বিড়ম্বনা ক'রে সে নামের কি মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ক'ল্লে হরি! আহা বাছা আমার যখন শোকে আকুল হ'য়ে সেই শ্মশানক্ষেত্রে "মা মা" ব'লে কোলে উঠ্‌তে এলো, আমি এম্‌নি রাক্ষসী যে, সে দুধের বাছাকে দূর্ দূর্ ক'রে নিক্ষেপ ক'রে আস্‌তেও কাতর হ'লাম না! আমি মা হ'য়ে যখন এমন রাক্ষসী পিশাচীর মত কাজ ক'র্‌তে পেরেছি, তখন আর অন্যের দোষ দিই কেন? হাঁ হে নারায়ণ! আমি এমন কি মহাপাপ ক'রেছি যে, সেই পাপে আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'ল্লে? পতিহারা হ'লেম, পুত্রধন হারালেম; শেষে যার বাড়া নাই উন্মাদিনী হ'য়ে শ্মশানে শ্মশানে কেঁদে বেড়াতে হ'ল! বাপ, সুচন্দ্র রে!—তুই আমার কোল-ছাড়া হ'য়ে কোথায় কেঁদে বেড়াচ্ছিস্ বাপ! যাই—দেখি গে,—বাছা—আমার,—সোণার চাঁদ আমার,—হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র—সুচন্দ্র আমার কোন্ রাহুর মুখে প'ড়ে "মা মা" ব'লে কাঁদ্‌ছে;—যাই, দেখি গে—(বেগে গমনোদ্যত)

সুচন্দ্রকে কোলে লইয়া রাধিকার প্রবেশ।

রাধিকা। আর তোকে যেতে হবে না সখি! তোর্ হৃদয়ের চাঁদ রাহু-গ্রাসে পড়ে নাই; চাঁদের মুখে হরিনাম-সুধা নির্গত হ'চ্ছিল দেখে, রাধা-চকোরিণী তোর বুকভরা চাঁদকে এই দেখ্—বুকে ক'রে নিয়ে এসেছে। তোর হরিবুলি-শেখা সাধের বিহঙ্গ—পিঞ্জরছাড়া হ'য়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল দেখে, তোর্ পিঞ্জরের পাখী পিঞ্জরে দেব ব'লে, যত্ন ক'রে ধ'রে এনেছি; এই নে,—তোর্ হরি-প্রেমমাখা হরিবুলি-শেখা সাধের পাখী হৃদ্‌পিঞ্জরে রেখে শূন্যপিঞ্জর পূর্ণ কর্।

গীত।

এই নে ধর্ গো প্রাণসখি,
তোর্ হৃদয়-পিঞ্জরের পাখী ;
তুই কেমনে প্রাণ ধরে সখি।
বাছায় এলি সে শ্মশানে রাখি॥
(কাঁদে দুধের শিশু শ্মশানভূমে)
(তুই মা হ'য়ে সই কেমনে আছিস্ পাসরি)
(তোর কি দয়া নাই) কেমন কঠিন মা তুই) ;
তোর পাষাণপ্রাণ অষাণ এত কি।
(পাষাণ না হ'লে কি এত সয় সৈ)
বুক ফেটে যায় বাছার মুখ দেখি॥
যার হরিনামে ঝরে আঁখি।
আমি তারই প্রেমে বাঁধা থাকি॥
(হরিভক্ত রাধার সর্ব্বস্বধন)
(সদা এ রাধার প্রাণ বাঁধা হরি-ভক্তের প্রেমে)
(দেখ্‌তে পারি না পারি না) (হরিভক্তের বিপদ)
প্রাণ যার হরি-প্রেমে মাখামাখি।
(যার হরি ব'ল্‌তে নয়ন গলে)
তারে এম্‌নিধারা হৃদে রাখি॥

তুলসী। গোলকেশ্বরি! দাস দাসীর প্রতি এত দয়া না থাক্‌লে, তোমাদের নামের মহাত্ম্য বৃদ্ধি হবে কেন? ধন্যা রাধে! ধন্য তোমার দয়া! (সুচন্দ্রের প্রতি) বাপ সুচন্দ্র! কার কোলে গিয়েছিস্

বাপ! আহা! সুচন্দ্র রে! শুভক্ষণে তোকে গর্ভে ধ'রেছিলেম; বাপ! যাঁর কোলে উঠেছ, ওঁকে চেন কি? মা ব'লে প্রণাম কর, পদধূলি নিয়ে মাথায় দাও—ধন্য হও! আমাকেও ধন্য কর!

সুচন্দ্র। (রাধিকার প্রতি) মা! আমার মা হ'তেও তোমার স্নেহ অধিক। মা, তুমি বড় দয়াময়ী! আমি তোমাকে প্রণাম করি। (প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)।

রাধিকা। তুলসি! শূন্য-গোলোকের সে অপূর্ণ ভাব আর কতদিন দেখ্‌তে হবে? সংসারের সাধ কি মেটে নাই? এ দেহের কাজ কি এখনও সমাধা হয় নাই? ছার মানবদেহের মায়া কি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বি নে?

তুলসী। আমি ত সকল মায়াই কাটিয়েছি, প্রাণকে বিদায় দিয়েছি; এ ছার শবদেহের আর মায়া কি? তবে মরণসময়ে একটী বড় বাসনা ছিল; কিন্তু সে বাসনা যে আমার পূর্ণ হ'বে না, তা তুমি একা আসাতেই বুঝেছি।

লক্ষ্মী। তুলসি! তোমার মত ভাগ্যবতী জগতে আর কে আছে? শত শত জন্ম সাধন ক'রেও যে, এমন সুখের সমাধি সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

তুলসী। হরিপ্রিয়ে! মরণকালে তোমাদের সম্মুখে রেখে প্রাণত্যাগ করা, এ সৌভাগ্য অন্যের ভাগ্যে ঘটে না সত্য! কিন্তু লক্ষ্মি! আমার শেষের বাসনাটী যে অপূর্ণ থাক্‌ল!

লক্ষ্মী। কি বাসনা—বল তুলসি! তোমার সাধ ত অপূর্ণ থাক্‌বার কথা নয়! কি সাধ আছে, বল?

তুলসী। মাধব-মনোরমে! দাসীর চরমের সাধ যদি পূর্ণ কর্‌বে, তবে একবার শেষ শয্যার দিনে শেষশয্যা ত্যজে—রাধাকৃষ্ণ সেজে গোলোকের সেই নয়নানন্দ,—শ্যামসুন্দরবেশে আমার সম্মুখে দাঁড়াও দেখি!

বিষ্ণু। তুলসি! গোলোকের সে শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি ধারণ করা কি আমার

সাধ্য। আমি তাঁর ষোড়শাংশের অংশমাত্র, তাঁর কার্য্য তিনিই করবেন।

রাধিকা। আমি একা এসেছি ব'লে, এ টুকু তুলসীর অভিমান।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। প্রিয়সখি তুলসি। তোমাকে শ্মশানক্ষেত্র হ'তে ক্ষীরোদকূলে পাঠাবার সময় তোমার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেম যে, যথাকালে আবার তোমাকে দেখা দেব, এক্ষণে তোমার পবিত্রাত্মা পতির শবদেহ স্পর্শ পূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন কর। তোমার এ দেহের কার্য্য সমাধা হয়েছে; এক্ষণে দেহত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধামে যাও। তুমি দেহত্যাগ-কালে আমাদের যুগলরূপ দেখ্‌তে বাসনা করেছ, সে বাসনা তোমার এখনই পূর্ণ হবে। (রাধিকার প্রতি) প্রিয়ে রাধিকে! সখী তুলসীর শেষের সাধ পূর্ণ কর। (রাধাকৃষ্ণের যুগলবেশে দণ্ডায়মান ও অনন্তসর্পের মুখবিবর হইতে শ্বেতাঙ্গ চতুর্ভুজমূর্ত্তি অনন্তদেবের উত্থান)

অনন্ত। আহা! ধন্য!! ধন্য!!! ধন্য সতি! ধন্য তুলসি! আজ তোমার গুণে আমিও ধন্য হ'লাম।

গীত।

ধন্য হলেম তুলসী হে তব পুণ্যফলে।
অনন্ত সুকৃতিগুণে রাখ্‌লে কীর্ত্তি সতীকুলে॥
ব্রহ্মাদি যাঁর অভয়-চরণ, ব্রহ্মজ্ঞানে করেন শরণ,
করিতে সতীর সাধ পূরণ, সেই ভবতারণ-
যুগলবেশে নীরদবরণ, উদয় ক্ষীরোদ-সিন্ধুকূলে॥
পতি-চিতা-পার্শ্বে সুখে, যুগলরূপ দেখে সম্মুখে,
পরম পুলকে সতী যাও হে গোলোকে,—
ব্যক্ত করে সাধুমুখে, তোমার তুলসী-লীলা ভূতলে॥

(সম্মুখে অনন্তশয্যায় কমলা-সেবিত—নাভিপদ্মে ব্রহ্মা-
শোভিত চতুর্ভুজ নারায়ণ। অনন্তসর্পের মুখবিবরে
চতুর্ভুজ শ্বেতকায় অনন্তদেব। দক্ষিণভাগে
রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ। বামে একাসনে
শিবদুর্গা। মধ্যে শঙ্খচূড়ের চিতা।
চিতাশায়ী শবের পাদদেশে
তুলসীর সমাধি। চতু-
র্দ্দিকে দেবগণ
দণ্ডায়মান)

তুলসী। বাপ সুচন্দ্র। এখন এ মাতার মমতা ছেড়ে, জগৎমাতার পদে শরণ লও, আমার এ দেহের কার্য্য সমাধা হ'য়েছে,—আমি চ'ল্লাম, হরিপ্রিয়ে রাধিকে! অদিনের বন্ধু হরি। আর তোমাদের দাসীর কোন সাধ অপূর্ণ নাই। যেমন দয়া ক'রে এসে, যুগলবেশে ক্ষীরোদ-সিন্ধুকূলে দেখা দিলে, এমনিধারা যেন সেই ভীষণ ভবসিন্ধুকূলে দেখা দিতে ভুলে থেকো না!

গীত।

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, দেখা দিলে যদি সিন্ধুকূলে।
তবে অন্তিম সময়, হে বিশ্বময়,
উদয় হও হৃদয়-কমলে।
ধ'রে হৃদে পদরেখা, শিরে শিখি-পাখা,
হ'য়ে বিনোদ বাঁকা বামে হেলে॥
(সেই বিনোদবেশে) (তেমনিধারা বিনোদবেশে)
একবার দাঁড়াও হৃদে, নয়ন মুদে—
দেখি রূপ প্রাণান্তকালে॥

(ওরূপ দেখি নাই দেখি নাই) (অনেক দিনাবধি)
একবার দাঁড়াও হৃদে, নয়ন মুদে—
দেখি রূপ প্রাণান্তকালে ॥
দিয়ে পদরজ শিরে, মুক্ত এ দাসীরে,
কর এ মায়া-জঞ্জালে।
(দাও দাও হরি) (ঐ পদরজ দাও দাও হে হরি)
(সবে জানে যে হে) (এ তুলসী দাসী তোমার)
যেন অন্তে এ কায়, হে নীলকায়,
বিকায় ঐ পদ কমলে ॥
যেমন করুণা প্রকাশি, সিন্ধুকূলে আসি,
দেখা দিলে চিরদাসী ব'লে।
(যেন এমনি ক'রে) (দেখো হরি যেন এমনি ক'রে)
ভবসিন্ধু ধারে, কর্ণধার হে,
রেখো মনে যেন থেকো না ভুলে ॥

ব্রহ্মা। দেবগণ! ঐ দেখ, তুলসীর বাহেন্দ্রিয়ের কার্য্য রোধ হ'য়েছে, শরীর ষট্‌চক্র ভেদ এবং প্রাণবায়ুকে মস্তকোপরি উত্থাপিত ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল পদ্মমধ্যে চিত্তকে সংস্থাপন ও নির্গুণ পরব্রহ্ম রজ্জুতে বন্ধন পূর্ব্বক ঐ দেখ—মহাসমাধিতে দেহত্যাগ ক'রে পরমানন্দে আনন্দময়ী নিত্যানন্দময় ধামে চ'লে গেলেন। দেবগণ! দেখ, দেখ, ভগবদাজ্ঞায় তুলসীর দেহ দ্রবীভূত হ'য়ে সলিলরূপে পরিণত হ'চ্চে। এক্ষণে তোমরা শঙ্খচূড়ের শবদেহের সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। কুমার সুচন্দ্র! তুমি পুত্র অগ্নি দ্বারা যথারীতি অগ্নি-ক্রিয়া সমাধা কর। দেবগণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক চিতা প্রজ্জলিত করুন। (দেবগণের মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক চিতা প্রজ্জলিত করণ ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চিতার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন)।

সম্পূর্ণ।